সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ৫৫

হাজার বছরের

পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়

বৌদ্ধগান ও দোহা

(চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, সরোজবজ্রের দোহাকোষ,
কাহ্নুপাদের দোহাকোষ ও ডাকার্ণব)

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যানুরাগী লালগোলার

রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সম্পূর্ণ ব্যয়ে

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি, আই, ই,

সম্পাদিত।

কলিকাতা

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২৩

সাধারণ পক্ষে মূল্য— ৩৲
শাখাসভার সদস্যপক্ষে মূল্য—২৷৷০
পরিষদের সদস্যপক্ষে মূল্য— ২৲

সূচী

মুখবন্ধ

যখন প্রথম চারিদিকে বাঙ্গালা স্কুল বসান হইতেছিল এবং লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, চরিতাবলী, কথামালা পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিতেছিল, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। কারণ, তাহারা ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র পড়িত, বাঙ্গালা ভাষার যে আবার একটা সাহিত্য আছে এবং তাহার যে আবার একটা ইতিহাস আছে, ইহা কাহারও ধারণাই ছিল না। তারপর শুনা গেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রামমোহন রায় ও গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালার অনেক বিচার করিয়া গিয়াছেন এবং সেই বিচারের বহিও আছে। ক্রমে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস ছাপা হইল। তাহাতে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন কবির বিবরণ লিখিত হইল। বোধ হইল, বাঙ্গালা ভাষায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে খানকতক কাব্য লেখা হইয়াছিল; তাহাও এমন কিছু নয়, প্রায়ই সংস্কৃতের অনুবাদ। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেখা-দেখি আরও দুই চারিখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বাহির হইল, কিন্তু সেগুলি সব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাঁচেই ঢালা। এই সকল ইতিহাস সত্ত্বেও খৃষ্টাব্দের ৮০ কোটায় লোকের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালাটা একটা নূতন ভাষা, উহাতে সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না, অনুবাদ ভিন্ন উহাতে আর কিছু চলে না, চিন্তা করিয়া নূতন বিষয় লিখা যায় না, লিখিতে গেলে কথা গড়িতে হয়, নূতন কথা গড়িতে গেলে হয় ইংরাজি, না হয় সংস্কৃত ছাঁচে ঢালিতে হয়, বড় কটমট হয়।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এইরূপ মনের ভাব লইয়া আমি বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইলাম, কিন্তু সেখানে গিয়া আমার মনের ভাব ফিরিয়া গেল। কারণ, সেখানে গিয়া আমি অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাই। (সে কালের ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবদের একেবারে দেখিতে পারিত না। বিশেষ চৈতন্যের দলের উপর তাহাদের বিশেষ দ্বেষ ছিল। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের বাড়ী বৈষ্ণবের বহি একেবারে দেখা যাইত না। নৈয়ায়িকেরা ত আরও চটা ছিল। সুতরাং আমার অদৃষ্টে বৈষ্ণবদের বহি একেবারে পড়া হয় নাই।) বেঙ্গল লাইব্রেরীতে আসিয়া দেখিলাম, বৈষ্ণবদের অনেক বহি ছাপা হইতেছে; শুধু গানের বহি আর সঙ্কীর্ত্তনের বহি নয়, অনেক জীবন-চরিত ও ইতিহাসের বহিও ছাপা হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ছিল, কেহ বিশ্বাস করিত না। তাই ১৮৯১ সালে কলুটোলার লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসবে আমি একটি প্রবন্ধ পড়ি। ঐ প্রবন্ধে প্রায় ১৫০ জন কবির নাম এবং তাঁহাদের অনেকের জীবন-চরিত ও তাঁহাদের গ্রন্থের কিছু কিছু সমালোচনা করি। সভায় গিয়া দেখি, আমিও যেমন বাঙ্গালা সাহিত্য ও

তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে বড় কিছু জানিতাম না, অধিকাংশ লোকই সেইরূপ, বাঙ্গালায় এত বহি আছে শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, অথচ আমি যে সকল বহির নাম করিয়াছিলাম, তাহা প্রায় সকলই ছাপা বহি, কলিকাতাতেই কিনিতে পাওয়া যাইত। একজন সমালোচক বলিলেন,—"আমি প্রবন্ধ সমালোচনা করিব বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সব কয়খানি ইতিহাস পড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমি এ প্রবন্ধ সমালোচনা করিতে পারিলাম না।" আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক ঢাকা হইতে লিখিয়াছিলেন,—'আমি যেন একটা নূতন জগতে প্রবেশ করিলাম।'

এই সকল সমালোচনায় উৎসাহিত হইয়া আমি ভাবিলাম, যদি ছাপা পুথির উপর প্রবন্ধেই এত নূতন খবর পাওয়া গেল, হাতের লেখা পুথি খুঁজিতে পারিলে না জানি কত কি নূতন খবর দিতে পাইব। সুতরাং বাঙ্গালা পুথি খোঁজার জন্য একটা উৎকট আগ্রহ জন্মিল। সেই সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দেহান্ত হইল এবং বাঙ্গালা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার পুথি খোঁজার ভার আমার উপর পড়িল, আমি সেই সঙ্গে বাঙ্গালা পুথি খুঁজিতে লাগিলাম, ট্র্যাবেলিং পণ্ডিতদেরও বলিয়া দিলাম, তোমরা বাঙ্গালা পুথির সন্ধান আনিবে এবং পার ত কিনিবে। নানা কারণে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ। সুতরাং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে কোন পুথি পাইলে তাহার সন্ধান করা, কেনা ও কপি করা একান্ত আবশ্যক, এ কথাটা আমি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। শুদ্ধ তাই নয়, যেখানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির আছে, সেইখান হইতে মন্দির ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে চলিত ছড়াও সংগ্রহ করিবে। প্রথমেই তাঁহারা মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল আনিয়া দিলেন। পুথির মালিক ছাড়িয়া দিতে চায় না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেজ ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন জামিন হইয়া মাসিক ১০৲ দশ টাকা ভাড়ায় আমাকে ঐ পুথি পাঠাইয়া দেন, আমি বাড়ী বসিয়া তাহা কপি করাই। খাঁটী ব্রাহ্মণের ছেলে, ন্যায়শাস্ত্রের পড়ুয়া, ধর্ম্মঠাকুরের বহি কেন লেখে এবং কেমন লেখে, জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল, তাই এইরূপ কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হইয়া সে পুথিখানি ধার করিয়াছিলাম। সে পুথি বহুদিন হইল, সাহিত্য-পরিষদে ছাপা হইয়া গিয়াছে। আর একখানি পুথি পাইয়াছিলাম—শূন্যপুরাণ, রামাই পণ্ডিতের লেখা। তাহাতে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতি অনেক আছে এবং তাহার শেষে 'নিরঞ্জনের উষ্মা' নামে একটি রামাই পণ্ডিতের লম্বা ছড়া আছে। সে ছড়া পড়িলে ধর্ম্মঠাকুর যে হিন্দু ও মুসলমানের বার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। ব্রাহ্মণের অত্যাচারে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া ধর্ম্মঠাকুরের সেবকগণ তাঁহার নিকট উদ্ধার কামনা করিল। তিনি যবনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণদের সর্ব্বনাশ করিলেন। রামাই ঠাকুরের ছড়াগুলি নিশ্চয় মুসলমান অধিকারের পরে লেখা হইয়াছিল। বেশী পরেও নয়। মুসলমানরা ব্রাহ্মণদের জব্দ করিয়াছিল দেখিয়া ধর্ম্মঠাকুরের দল খুসী হইল, অথবা ইহাও হইতে পারে, তাহারাই মুসল-

মানকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। শূন্যপুরাণ সাহিত্য-পরিষদের জন্য নগেন্দ্র বাবু ছাপাইয়াছেন। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রমের পর ময়ূর-ভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল; সেখানি বোধ হয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখা; কারণ, তাহাতে রাঢ়দেশে বর্দ্ধমান ও মঙ্গলকোট প্রধান জায়গা। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহা না বাঙ্গালা, না সংস্কৃত, এক অপরূপ ভাষায় লিখিত। মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের শেষে আছে,—"বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ।" অর্থাৎ যিনি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চান যে, তাহা রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের এক তত্ত্ব; সুতরাং হিন্দুদিগের একখানি প্রমাণ-গ্রন্থ। উহাতে ধর্ম্মঠাকুরের ও তাঁহার আবরণ-দেবতাগণের উল্লেখ ও তাঁহাদের পূজাপদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। এই পুথিখানি হইতে আরও বুঝিতে হইবে যে, রঘুনন্দনেরও পরে বাঙ্গালা দেশে এত বৌদ্ধ ছিল যে, তাহাদের জন্য একখানি তত্ত্ব লেখাও আবশ্যক হইয়াছিল।

আমি যখন এইরূপে বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিতেছি, তখন নগেন্দ্র বাবুও আমার মত পুথি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুথি-সংগ্রহ অন্যরূপ, তিনি ঘরে বসিয়া পুথি কিনিতেন। যাহারা পাড়াগাঁয়ে বটতলার বহি বেচিতে যায়, তারা বইয়ের বদলে পুথি লইয়া আসিত, নগেন্দ্র বাবু তাহাদের নিকট পুথি কিনিতেন। তিনি কত পুথি কিনিয়াছিলেন, জানি না; তবে তাঁহার পুথিগুলি এখন ইউনিভার্সিটিতে আছে। আমি প্রায় পাঁচ শত পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এসিয়াটিক সোসাইটির জন্যই সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

এই সময়ে বাঙ্গালা পুস্তক-সংগ্রহ-বিষয়ে আমার একজন সহায় জুটিয়াছিলেন। কুমিল্লা স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সোসাইটী তাঁহার চিঠি আমাকে পাঠাইয়া দেন। ইহাতে পূর্ব্ববাঙ্গালায় পুথি খোঁজার সুবিধা হইবে বলিয়া আমি আমার ট্রাবেলিং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয়কে এক বৎসরের জন্য দীনেশ বাবুর কাছে রাখিয়া দিই এবং দীনেশ বাবুর কথামত বাঙ্গালা পুথি খরিদ করিতে বলি। আরও বলিয়া দিই যে, দীনেশ বাবু উহা যত দিন ইচ্ছা রাখিতে পারেন। দীনেশ বাবুর সাহায্যে পরাগলির মহাভারত, ছুটিখাঁর অশ্বমেধপর্ব্ব প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ খরিদ হয়।

যখন ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে অনেকগুলি পুথি সংগ্রহ হইল এবং অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, তখন ধর্ম্মঠাকুর যে বৌদ্ধ, আমি একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধে সেইটি লিপিবদ্ধ করিলাম। এইরূপ লিপিবদ্ধ করার প্রধান কারণ এই যে, ঐ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটা ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া নেপালে হিন্দুরাজার অধীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে, দেখিতে যাইব। সে প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। প্রবন্ধটি যখন লিখিতেছি, তখন নগেন্দ্র বাবু আমার নৈহাটীর বাড়ীতে যান।

কথা ছিল, তিনি আমার সঙ্গে যাইবেন; তাঁহার যাওয়া হইল না, সেই কথা বলিবার জন্য তিনি নৈহাটী যান এবং সেখান হইতে সাহিত্য-পরিষদে দিব বলিয়া প্রবন্ধটি লইয়া আসেন। আসিয়া শুনিলাম, আমার অনুপস্থিতিতে যখন এই প্রবন্ধ পড়া হয়, তখন অনেকে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। একজন বলিয়াছিলেন,—ছিঃ! জেলে মালারা যে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, সে ধর্ম্মঠাকুর কি না বৌদ্ধ! ছিঃ!

যা হোক, আমি নেপাল হইতে আসিয়া "Discovery of Living Buddhism in Bengal" নামে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ ছাপাই। এইবার প্রকাশ্যে বলিয়া দিই, ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ।)

আমি মনে করি, বাঙ্গালা পুথি খোঁজার এইটিই প্রথম ও প্রধান সুফল। ইহার দ্বারা আমরা বেশ জানিতে পারি যে, কেন ১২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে আদিশূর রাজা বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কেন ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম দান করিয়া বসাইবার জন্য রাজারা এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং কেন বাঙ্গালা দেশে কতক-গুলি জাত আচরণীয় এবং কতকগুলি জাত একেবারে অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপ বাঙ্গালা পুথি খোঁজার আর একটি সুফল হইয়াছে। ইংরাজী ১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন আমি দুইবার নেপালে যাই, তখন কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাই। উহার মধ্যে মধ্যে একরূপ নূতন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে; হয় সেগুলি সংস্কৃতে যাহা লেখা আছে, তাহারই প্রমাণস্বরূপ, অথবা মূলটাই সেই ভাষায় লিখিত, টীকা সংস্কৃত। ডাকার্ণব নামে একখানি পুস্তক আছে, ইহার মাঝে মাঝে এইরূপ নূতন ভাষায় অনেক লেখা আছে। ডাকার্ণব নাম শুনিয়াই আমি মনে করিলাম, সেগুলি ডাকপুরুষের বচন হইবে এবং তাই মনে করিয়া উহার একখানি নকল লইয়া আসি। পড়িয়া দেখি, সে বাঙ্গালা নয়, কি ভাষায় লিখিত, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আর একখানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নাম "সুভাষিত-সংগ্রহ", উহারও মধ্যে মধ্যে একটি নূতন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে এবং আর একখানি পুস্তক দেখিলাম—"দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা"।

"সুভাষিত-সংগ্রহ" খানি বেণ্ডল সাহেব নকল করিয়া লইলেন এবং "দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা"খানি আমি নকল করিয়া লইলাম। বেণ্ডল সাহেব "সুভাষিত-সংগ্রহ"খানি ছাপাইয়াছেন এবং ছাপাইবার সময় আমার দোঁহাকোষ-পঞ্জিকাখানি লইয়া যান, আমি সেখানি আর ফিরিয়া পাই নাই। পরে শুনিতে পাইলাম, যে পুথিখানি হইতে আমার দোঁহা-কোষ-পঞ্জিকা নকল হইয়াছিল, তাহা জাপানে চলিয়া গিয়াছে। ১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া আমি কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম "চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়", উহাতে কতকগুলি কীর্ত্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত, (গানের নাম "চর্য্যাপদ"।) আর একখানি পুস্তক পাইলাম—তাহাও দোঁহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম সরোরুহবজ্র, টীকাটি সংস্কৃতে, টীকাকারের নাম

অদ্বয়বজ্র। আরও একখানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নামও দোঁহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম কৃষ্ণাচার্য্য, উহারও একটি সংস্কৃত টীকা আছে।

বেণ্ডল যে সুভাষিত-সংগ্রহ ছাপাইয়াছেন, তিনি তাহার পরিশিষ্টে এই নূতন ভাষার আটাশটি দোঁহা টীকাটিপ্পনী সমেত দিয়াছেন। তিনি বলেন,—ঐ ভাষা একটি প্রাচীন অপভ্রংশ ভাষা, তাহার একটি দোঁহা এখানে দিতেছি।

গুরু উবএসো অমিঅরস্সু হবহিং ন পিঅউ জেহি।
বহুসত্থমরুত্থলিহিং তিসিএ মরিঅউ তেহি। [পত্রাঙ্ক ১০২]

বেণ্ডল সাহেবের পাঠ একটু আলাদা রকমের—

গুরু উবএসহ অমিঅ রস্সু হবহি ণ পীউ জেহি
বহু সত্থে(?) মরুত্থলিহিং তিসিঅ মরিউ তেহি

প্রফেসর বেণ্ডল তাঁহার প্রথম পরিশিষ্টে একবার বলিয়াছেন, ঐগুলি অপভ্রংশ ভাষা, আর একবার বলিয়াছেন, বৌদ্ধ প্রাকৃত ভাষা এবং চতুর্থ পরিশিষ্টে শুদ্ধ প্রাকৃত শব্দে উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এ ভাষাটি যে কি, তিনি স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাস্তবিক প্রাকৃত অপভ্রংশ পালিপ্রভৃতি শব্দের কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ নাই। (সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলেই তাহাকে প্রাকৃত বলে।) অশোকের শিলালিপিও প্রাকৃত,পালিও প্রাকৃত,জৈনপ্রাকৃতও প্রাকৃত, নাটকের প্রাকৃতও প্রাকৃত, বাঙ্গালাও প্রাকৃত, মরাঠীও প্রাকৃত। প্রাকৃত ব্যাকরণে যে ভাষা কুলায় না, তাহাকে অপভ্রংশ বলে। দণ্ডী কাব্যাদর্শে বলিয়াছেন,—ভাষা চার রকম ;— সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র। দণ্ডী কোন্ কালের লোক, তাহা জানি না, তবে তিনি যে খৃঃ ৬ শতকের পুর্ব্বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি মহারাষ্ট্রভাষাকে ভাল প্রাকৃত বলিয়াছেন এবং সেই ভাষায় লিখিত 'সেতুবন্ধ কাব্যে'র উল্লেখ করিয়াছেন। ভরত-নাট্যশাস্ত্রে ভাষার আর এক রকম ভাগ আছে। উহাতে বলে,—সংস্কৃত ছাড়া দুইটা ভাষা আছে, ভাষা আর বিভাষা। তিনি মহারাষ্ট্র ভাষার নাম করেন না, দাক্ষিণাত্য, অবন্তী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী প্রভৃতিকে ভাষা বলেন, আর আভীরী, সৌবীরী প্রভৃতিকে বিভাষা বলেন। তিনি প্রাকৃত একটা ভাষা বলেন না, উহাকে পাঠ বলেন। সংস্কৃত পাঠ ও প্রাকৃত পাঠ। সুতরাং যখন নাট্যশাস্ত্র লেখা হয়, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল, ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষা, যেগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নয়, সেগুলি বিভাষা। তিনি বলিয়াছেন,—বিভাষাও নাটকে চলিতে পারে, কিন্তু অন্ধ্র, বাহ্লীক প্রভৃতি ভাষা একেবারে চলিবে না। ভরত-নাট্যশাস্ত্রে ও দণ্ডীর কাব্যাদর্শে ভয়ানক মতভেদ দেখা যায়। বররুচি "প্রাকৃত-প্রকাশে" মহারাষ্ট্রী, সৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী চারিটি ভাষা প্রাকৃত বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে মহারাষ্ট্রীর প্রকৃতি সংস্কৃত, সৌরসেনীর প্রকৃতি মহারাষ্ট্রী, পৈশাচীর প্রকৃতি সৌর-সেনী। আরও অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে। যিনি যখন প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন,

কতকগুলি প্রাকৃত বহি লইয়া একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছেন এবং যাহার সহিত মিলিবে না, তাহাকে অপভ্রংশ বলিয়াছেন। এইরূপে যে কত অপভ্রংশ ভাষা হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। তাই রাগ করিয়া বুঁদির রাজার চারণ সূর্য্যমল বলিয়া দিয়াছেন, যে ভাষায় বেশী বিভক্তি নাই, সেই অপভ্রংশ। ভারতবর্ষে অধিকাংশ চলিত ভাষায় বিভক্তি নাই, তারা সবই অপভ্রংশ। প্রফেসর বেণ্ডল এই নূতন ভাষাকে অপভ্রংশ বলিয়াছেন বলিয়াই আমরা এত কথা বলিলাম। আমার বিশ্বাস, যাঁরা এই ভাষা লিখিয়াছেন, তাঁরা বাঙ্গালা ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশের লোক। অনেকে যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু ব্যাকরণের প্রভেদ আছে, তথাপি সমস্তই বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হয়। এ সকল গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছিল এবং সে তর্জ্জমা তেঙ্গুরে আছে। প্রফেসার বেণ্ডল দুই চারি জায়গায় ঐ তর্জ্জমা ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরাজি ৭ হইতে ১৩ শতের মধ্যে তিব্বতীরা সংস্কৃত বহি খুব তর্জ্জমা করিত, শুদ্ধ সংস্কৃত কেন, ভারতবর্ষের সকল ভাষার বহি তর্জ্জমা করিত, অনেক সময়ে তাহারা তর্জ্জমার তারিখ পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছে। তাহা হইলে এই বাঙ্গালা বহিগুলি ৭ শত হইতে ১৩ শতের মধ্যে লেখা হইয়াছিল ও তর্জ্জমা হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৮।৯।১০।১১।১২ শতে এই সকল বহিগুলি লেখা হইয়াছিল বলা যায়। প্রফেসর বেণ্ডল কয়েকটি দোঁহা মাত্র পাইয়াছিলেন, আমি দুইখানি দোঁহাকোষ পাইয়াছি, একখানিতে তেত্রিশটি দোঁহা আছে, আর একখানিতে প্রায় এক শতটি আছে। শেষোক্ত দোঁহাখানির সর্ব্বত্র মূল নাই। টীকার মধ্যে অনেক স্থলে পুরা দোঁহাটি ধরিয়া দেওয়া আছে, অনেক স্থলে কেবল আদ্যক্ষর ধরিয়া দেওয়া আছে। তবে ১০০ এক শতের অধিক হইবে ত কম হইবে না। দোঁহাগুলিতে গুরুর উপর ভক্তি করিতে বড়ই উপদেশ দেয়। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, পুস্তক পড়িয়া কিছু হইবে না। একটি দোঁহায় বলিয়াছে,—গুরু বুদ্ধের অপেক্ষাও বড়। গুরু যাহা বলিবেন, বিচার না করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ করিতে হইবে। সরোরুহপাদের দোঁহাকোষে এবং অদ্বয়বজ্রের টীকায় ষড়্দর্শনের খণ্ডন আছে। সেই ষড়্দর্শন কি কি? ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হৎ, বৌদ্ধ, লোকায়ত ও সাঙ্খ্য। জাতিভেদের উপর গ্রন্থকারের বড় রাগ। তিনি বলেন,—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল; যখন হইয়াছিল, তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্যেও যেরূপে হয়, ব্রাহ্মণও সেইরূপে হয়, তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রহিল কি করিয়া? যদি বল, সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দাও, সে ব্রাহ্মণ হোক্; যদি বল, বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক। আর তারা পড়েও ত, ব্যাকরণের মধ্যে ত বেদের শব্দ আছে! আর আগুনে ঘি দিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে অন্য লোকে দিক্ না। হোম করিলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয়, এই মাত্র। তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বলে। প্রথম তাহাদের অথর্ব্ববেদের সত্তাই নেই, আর অন্য তিন বেদের পাঠও

সিদ্ধ নহে, সুতরাং বেদেরই প্রামাণ্য নাই। বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদ ত আর শূন্য শিক্ষা দেয় না, বেদ কেবল বাজে কথা বলে।

৬. যাহারা ঈশ্বরধর্ম্ম মানে, তাহাদের সম্বন্ধে সরোরুহবজ্র বলেন,—ঈশ্বরপরায়ণেরা গায়ে ছাই মাখে, মাথায় জটা ধরে, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরের ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষু মিট্‌মিট্‌ করে, কানে খুস্‌খুস্‌ করে ও লোককে ধাঁধাঁ দেয়। অনেক 'রণ্ডী' 'মুণ্ডী' এবং নানাবেশধারী লোক এই গুরুর মতে চলে। কিন্তু যখন কোন পদার্থই নাই, যখন বস্তুই বস্তু নয়, তখন ঈশ্বরও ত বস্তু, তিনি কেমন করিয়া থাকেন। ব্যাপকের অভাবে ত ব্যাপ্য থাকিতে পারে না। বলিবে, কর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বর আছেন, যখন বস্তুই নাই, তখন ঈশ্বর কি করিবেন?

৫. ক্ষপণকদের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,—ক্ষপণকেরা কপট মায়াজাল বিস্তার করিয়া লোক ঠকাইতেছে, তাহারা তত্ত্ব জানে না, মলিন বেশ ধারণ করিয়া থাকে এবং আপনার শরীরকে কষ্ট দেয়। নগ্ন হইয়া থাকে এবং আপনার কেশোৎপাটন করে। যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃগাল-কুকুরের মুক্তি আগে হইবে। যদি লোমোৎপাটনে মুক্তি হয়, তাহা হইলে অনেক পদার্থের মুক্তি হইবে। ময়ূরপুচ্ছ গ্রহণ করিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে হাতী-ঘোড়াকে ত ময়ূরপুচ্ছ দিয়া সাজায়, তাহা হইলে তাদের আগে মুক্তি হওয়া উচিত। সরোরুহপাদ আরও বলেন,—ক্ষপণকদের যে মুক্তি, সে আমার কিছুই বলিয়া মনে হয় না। তাহারা তত্ত্ব জানে না, তাহারা জীব বলিয়া যে পদার্থ মানে, সে জীব জীবই হইতে পারে না, সকলই কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সকলই ভ্রান্তি। তাহারা বলে,—মোক্ষ নিত্য, কিন্তু এ কথা হইতেই পারে না, কারণ, তাহারা বলে, ব্রহ্মাণ্ডের উপর মোক্ষ ছত্রাকারে ছিয়াশী হাজার যোজন ব্যাপিয়া আছে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড ত অনিত্য, তাহার ত নাশ আছে, ব্রহ্মাণ্ড নাশ হইলে ছত্র কোথায় থাকিবে? মোক্ষ লোপ হইয়া যাইবে।

৭. শ্রমণদের সম্বন্ধে সরোরুহ বলেন,—যে বড় বড় স্থবির আছেন, কাহারও দশ শিষ্য, কাহারও কোটি শিষ্য, সকলই গেরুয়া কাপড় পরে, সন্ন্যাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খায়। যাহারা হীনযান, তাহাদের যদি শীলভঙ্গ হয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ নরকে যায়। যাহারা শীল রক্ষা করে, তাহাদের না হয় স্বর্গই হউক, মোক্ষ হইতে পারে না। যাহারা মহাযান আশ্রয় করে, তাহাদেরও মোক্ষ হয় না, কারণ, তাহারা কেহ কেহ সূত্র ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তাহাদের ব্যাখ্যা অদ্ভুত, সে সকল নূতন ব্যাখ্যায় কেবল নরকই হয়। কেহ পুস্তক লেখে, কিন্তু পুস্তকের অর্থ জানে না, সুতরাং তাহাদের নরকই হয়। সহজ পন্থা ভিন্ন পন্থাই নাই। সহজ পন্থা গুরুর মুখে শুনিতে হয়।

৪. এখানে পুথির একটি পাতা না থাকায় সরোরুহ কি প্রকারে লোকায়ত ও সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। তিনি বলেন,—সহজ-মতে না আসিলে মুক্তির

কোন উপায়ই নাই। সহজ-ধর্ম্মে বাচ্য নাই, বাচক নাই এবং ইহাদের সম্বন্ধও নাই। যে যে উপায়ে মুক্তির চেষ্টা করুক না কেন, শেষ সকলকে সহজ পথেই আসিতে হইবে। তিনি বলেন,—মানুষ আপনার স্বভাবটাই বুঝে না। ভাবও নাই, অভাবও নাই, সকলই শূন্যরূপ অর্থাৎ ভব ও নির্ব্বাণে কোনও প্রভেদ নাই। দুই এক, সুতরাং সহজিয়ারা অদ্বয়বাদী। মানুষের স্বভাব যদি এই হইল, তখন তাহাকে বদ্ধ করে কে? সরোরুহপাদের শেষ দুইটি দোঁহা এই;—

পর অপ্পাণ ম ভন্তি করু সঅল নিরন্তর বুদ্ধ।
এহসো নিম্মল পরম পউ চিত্ত সহাবেঁ সুদ্ধ॥

আপনি ও পর, এ ভ্রান্তি করিও না (দুই এক); সকলই নিরন্তর বুদ্ধ, এই সেই নির্ম্মল পরমপদ্মরূপ চিত্ত স্বভাবতই শুদ্ধ।

অদ্বঅচিত্ত তরুঅর ফরাউ তিহুঅণে বিত্থা [র]
করুণা ফুল্লিঅ ফল ধরই ণামে পর উআর। [পত্রাঙ্ক ১১৯]

অদ্বয়চিত্ততরু ত্রিভুবনে বিস্তৃত হইয়া স্ফূর্ত্তি পায়, তখন করুণার ফুল ফোটে এবং ফল ধরে, সে ফলের নাম পর-উপকার।

যতদূর সংক্ষেপে পারিলাম, সরোরুহবজ্রপাদের দোঁহা ও অদ্বয়বজ্রের টীকায় মূল কথাগুলি বলিয়া দিলাম। সহজিয়া ধর্ম্মের যত বই আছে, সকলেরই মূল কথা ঐ এক, কিন্তু ইহাতে একটি মুস্কিল আছে; সেটি এই যে, সহজিয়া ধর্ম্মের সকল বইই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষায় মানে, আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উঁচু অঙ্গের ধর্ম্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁহারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই। আমরা সাহিত্যের কথা কহিতে আসিয়াছি, সাহিত্যের কথাই কহিব।

এখন এই যে ভাষা, যাহাকে আমি বাঙ্গালা বলিতেছি, ইহা বাঙ্গালা কি না? সরোরুহ-বজ্রের দুইটা দোঁহা দিয়াছি, একটা গান দিই। এই গানটি চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয় নামক সহজিয়া গ্রন্থে আছে। সরোরুহ শব্দ বাঙ্গালায় সরহ হয়, এই গানের ভণিতায়ও সরহ আছে—

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা॥ ধ্রু॥
অম্হে ন জাণঁহু অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥ ধ্রু॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো॥ ধ্রু॥

জাএথু জাম মরণ বিসক্কা
সো করউ রস রসাণেরে কংখা ॥ ধ্রু ॥
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি
তে অজরামর কিম্‌পি ন হোন্তি ॥ ধ্রু ॥
জাদে কাম কি কামে জাম
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম ॥ ধ্রু ॥ (পত্রাঙ্ক ৩৮)

লোক মিথ্যা মিথ্যা আপনার মনে মনে ভব ও নির্ব্বাণ রচনা করিয়া করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিতেছে। আমরা কিন্তু অচিন্ত্য যোগী, আমরা জানি না, জন্ম-মরণ এবং ভব কিরূপ হয়। জন্মও যেমন, মরণও তেমনি, জীবন ও মরণে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এ ভবে যাহার জন্ম ও মরণের শঙ্কা আছে, সেই রস ও রসায়নের চেষ্টা করুক। যে সকল যোগীরা সমস্ত চরাচরে ও স্বর্গে ভ্রমণ করে, তাহারা অজর এবং অমর কিছুই হইতে পারে না। সরহ বলে,—জন্ম হইতে কর্ম্ম হয়, কি কর্ম্ম হইতে জন্ম হয়, সে কথা স্থির করা যোগীদিগের পক্ষে অচিন্তনীয়।

এসিয়াটীক সোসাইটির পুথিখানায় ৯৯৯০ নম্বরে তিনখানি তালপাতা আছে, উহাতে শান্তিদেবের জীবন-চরিত দেওয়া আছে। তালপাতাগুলি নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত, অক্ষরের আকার দেখিয়া বোধ হয়, ইংরাজী ১৪ শতকে লেখা হইয়াছিল। শান্তিদেব একজন রাজার ছেলে। যে দেশের রাজা, সে দেশের নামটি পড়া যায় না। রাজার নাম মঞ্জুবর্ম্মা। তারানাথ বলেন,—শান্তিদেব সৌরাষ্ট্রের রাজার ছেলে। বেণ্ডল সাহেবও তাহাই বলিয়াছেন। একথা কিন্তু আমার ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ পরে প্রকাশ হইবে। রাজা শান্তিদেবকে যুবরাজ করিবার ইচ্ছা করিলেন। শান্তিদেবের মা উঁহাকে বলিলেন,—তুমি যুবরাজ হও ও পরে রাজা হও, ক্রমেই পাপে ডুবিবে। তুমি যদি ভাল চাও, নিজের উন্নতি চাও, যে দেশে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বেরা আছেন, সেই দেশে যাও। তুমি যদি মঞ্জুবজ্রের কাছে উপদেশ লইতে পার, তোমার ধর্ম্মে উন্নতি হইবে। এই কথা শুনিয়া শান্তি একটি সবুজ ঘোড়ায় চড়িয়া আপন দেশ ত্যাগ করিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া তিনি ঘোড়ার উপরেই রহিলেন, আহার-নিদ্রা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। একদিন একটি নিবিড় বনের মধ্যে একটি সুন্দরী বালিকা তাঁহার ঘোড়ার লাগাম ধরিল এবং তাঁহাকে নামিতে বলিল। সে তাঁহাকে ভাল জল খাইতে দিল এবং পাঁঠার মাংস খাওয়াইয়া দিল। পরিচয়ে জানা গেল, সে মেয়েটি মঞ্জুবজ্রসমাধির শিষ্যা। মঞ্জুবজ্রের নাম শুনিয়াই শান্তিদেব শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—আমি উঁহারই নিকট উপদেশ লইতে আসিয়াছি। তখন উভয়ে মঞ্জুবজ্রের নিকট গেলেন। শান্তিদেব তাঁহার নিকট বার বৎসর রহিলেন এবং মঞ্জুশ্রী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলেন। বার বৎসরের পর তাঁহার গুরু বলিলেন, তুমি মধ্যদেশে যাও। শান্তিদেব মধ্যদেশে গিয়া মগধের রাজার রাউত হইলেন। রাউত শব্দ এখন প্রচলিত নাই। পূর্ব্বে এ কথাটি বেশ চলিত ছিল, উহার অর্থ সেনাপতি। আমাদের দেশের গন্ধবেণেদের চারিটি আশ্রম আছে, তাহার মধ্যে একটি রাউত আশ্রম অর্থাৎ রাউতা-

শ্রমের বেণেরা শুধু ছাউনিতে মসলা বিক্রয় করিত। অনেক বড় বড় নগরে রাউতপাড়া নামে একটি পাড়া থাকিত। রাউত হইয়া শান্তিদেবের নাম হইল অচলসেন। তাঁহার একখানি দেবদারু কাঠের তরবারি ছিল, তিনি সে তরবারি কাহাকেও দেখাইতেন না। ক্রমে তিনি রাজার একজন প্রধান প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, অন্যান্য রাউতেরা তাঁহার হিংসা করিতে লাগিল, ক্রমে তাহারা টের পাইল যে, অচলসেনের তরবারি কাঠের। তাহারা রাজাকে বলিল— আপনি অচলসেনকে এত ভালবাসেন ওর তরবারি-ত কাঠের, ও কি করিয়া যুদ্ধ করিবে? তাই শুনিয়া রাজা একদিন হুকুম দিলেন, আমি সকলের তরবারি পরীক্ষা করিব। সকলই তরবারি দেখাইল, অচলসেন কিছুতেই রাজি হইল না। রাজা জিদ করিতে লাগিলেন। তখন সে বলিল, আমার তলয়ারের তেজে আপনি অন্ধ হইয়া যাইবেন। যদি নিতান্ত দেখিতে চান, একটি চক্ষু বাঁধিয়া রাখুন, অপর চক্ষে দেখুন। রাজা তাহাই করিলেন, তাঁহার একটি চক্ষু কাণা হইয়া গেল। রাজা খুব খুসি হইলেন এবং অচলসেনের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু অচলসেনের আর রাউতগিরি করা হইল না। সে পাথরের উপর আছড়াইয়া তলয়ারখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, রাউতের বেশ ত্যাগ করিল এবং নালন্দায় গিয়া ভিক্ষু হইল। সে নালন্দার এক প্রান্তে একখানি কুঁড়ে করিল এবং সেইখানেই বাস করিতে লাগিল। সে ত্রিপিটকের ব্যাখ্যা শুনিত এবং যোগ করিত। সে সর্ব্বদা শান্তভাবে থাকিত, তাই লোকে তাকে শান্তিদেব বলিত। নালন্দার মধ্যে তাহার আর একটি নাম হইয়াছিল ভুসুকু, কারণ, "ভুঞ্জানোপি প্রভাস্বরঃ সুপ্তোপি কুটিং গতোপি তদেবেতি ভুসুকুসমাধিসমাপন্নত্বাৎ ভুসুকুনাম-খ্যাতিং সজ্ঞেহপি।" অর্থাৎ ভোজনের সময় তাঁহার মূর্ত্তি উজ্জ্বল থাকিত, শয়নের সময় উজ্জ্বল থাকিত এবং কুটিতে বসিয়া থাকিলেও উজ্জ্বল থাকিত।

এইরূপে বহু দিন যায়। শান্তিদেব কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিতেন না, আপন মনে আপন কাজ করিয়া যাইতেন, কিন্তু ছেলেগুলা তাঁহার সহিত দুষ্টামি আরম্ভ করিল। অনেকের সংস্কার হইল, তিনি কিছু জানেন না, সুতরাং একদিন তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিতে হইবে। নালন্দার রীতি ছিল, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমীতে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত, নালন্দার বড় বিহারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা ছিল, পাঠ ও ব্যাখ্যার জন্য সেই ধর্ম্মশালা সাজান হইত। সব পণ্ডিতেরা সেখানে আসিতেন এবং অনেক লোক শুনিতে আসিত। যখন সভা বসিয়াছে, পণ্ডিতেরা আসিয়াছেন, সব প্রস্তুত, ছেলেরা ধরিয়া বসিল,—শান্তিদেব তোমায় আজ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শান্তি যতই গররাজি হন, ছেলেরা ততই জিদ করে, শেষ উহারা তাঁহাকে ধরিয়া বেদিতে বসাইয়া দিল। তাহারা মনে করিল, এ একটি কথাও কহিতে পারিবে না, আমরা হাসিব ও হাততালি দিব। শান্তিদেব গম্ভীরভাবে বসিয়া বলিলেন,—"কিম্ আর্ষং পঠামি অর্থার্ষং বা।" শুনিয়াই পণ্ডিত সকল স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহারা আর্ষ শুনিয়াছেন, অর্থার্ষ শুনেন নাই। তাঁহারা বলিলেন—এ দুয়ে প্রভেদ কি? শান্তিদেব বলিলেন,— পরমার্থজ্ঞানীর নাম ঋষি অর্থাৎ তিনি বুদ্ধ এবং জিন; তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আর্ষ।

যদি বল, সুভূতি প্রভৃতি শিষ্যেরা উপদেশ দিয়াছেন যে সকল গ্রন্থে, তাহা কেমন করিয়া আর্ষ হইল? তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, যুবরাজ আর্য্য মৈত্রেয় বলিয়া গিয়াছেন ;—

যদর্থবদ্ধর্ম্মপদোপসংহিতং ত্রিধাতুসংক্লেশনিবর্হণং বচঃ।
ভবে ভবেচ্ছান্তমহানুশংসদর্শকং তদ্বৎ ক্রমার্ষং বিপরীতমন্যথা॥

অতএব আর্ষ গ্রন্থ হইতে পণ্ডিতগণ যাহা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাই অর্ধার্ষ আর সুভূতি প্রভৃতির যে উপদেশ, তাহা আর্ষ, যেহেতু ভগবান্ তাহার অধিষ্ঠাতা। পণ্ডিতেরা বলিলেন,—আমরা আর্ষ অনেক শুনিয়াছি, তোমার কাছে কিছু অর্ধার্ষ শুনিব।

ইতিপূর্ব্বেই শান্তিদেব বোধিচর্য্যাবতার, শিক্ষা-সমুচ্চয় ও সূত্র-সমুচ্চয় নামে তিনখানি অর্ধার্ষ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিতে লাগিলেন, শেষ বোধিচর্য্যাবতার পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই পাঠ আরম্ভ হইল, বোধিচর্য্যার ভাষা অতি সুললিত যেন বীণার সুরে বাঁধা, ভাব অতি গভীর, সংক্ষিপ্ত ও মধুর। পণ্ডিতেরা স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। ছেলেরা মনে করিয়াছিল, লোকটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, তাহারা ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া উঠিল। ক্রমে যখন পাঠ জমিতে লাগিল, যখন মহাযানের গূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, যখন শান্তি মধুরস্বরে—

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ।
তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বঃ প্রশাম্যতি॥

ঐ শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন, হঠাৎ স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল, আর উজ্জলবর্ণ বিমানে চড়িয়া, শরীর-প্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া মঞ্জুশ্রী নামিতে লাগিলেন। ব্যাখ্যা শেষ হইল, তিনি শান্তিদেবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিমানে তুলিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন। পরদিন পণ্ডিতেরা তাঁহারা কুটিতে গিয়া বোধিচর্য্যাবতার, শিক্ষা-সমুচ্চয় ও সূত্র-সমুচ্চয় তিনখানি পুথি পাইলেন ও তাহা প্রচার করিয়া দিলেন। এই তিনখানির দুইখানি পাওয়া গিয়াছে, কেবল সূত্রসমুচ্চয় পাওয়া যায় নাই। যে দুইখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ছাপানও হইয়াছে। শান্তিদেব ও ভুসুকু যে এক ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যেমন সরহপাদের কতকগুলি গান দিয়াছি, সেইরূপ ভুসুকুপাদেরও কতকগুলি গান আছে। গানের ভুসুকু ও শান্তিদেব এক কি না, এবিষয়ে সন্দেহ। কারণ, গাণগুলি সহজযানের ও পুথিগুলি মহাযানের। কিন্তু শিক্ষা-সমুচ্চয়ের ভূমিকায় বেণ্ডল সাহেব বলিয়াছেন যে, এ পুস্তকে তান্ত্রিক মতের কথা আছে। কিন্তু সে অতি অল্প। এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথিখানায় ৪৮০১ নম্বরের যে পুথি আছে, তাহাও ভুসুকুপাদের লেখা। এই পুথিখানি সম্পূর্ণ নহে, সাতটি মাত্র পাতা, কিন্তু এখান পুরামাত্রায় সহজযানের পুথি। ইহাতে সহজিয়াদিগের কুটী-নির্ম্মাণ ভোজন-বিধি, শয়ন-বিধি প্রভৃতি নানা বিধি আছে। ইহাতে মদ খাওয়া ও তাহার আনুসঙ্গিক ব্যাপারেরও ত্রুটি নাই। ইহাতেও বাঙ্গলা ছড়া আছে, এই পুথির অক্ষরও খুব প্রাচীন। ইহা হইতে একটি বাঙ্গালা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

রবিকলা মেলহ, শশিকলা বারহ, বেণি বাট বহন্ত।
তোড়হ সমস্তা সমরস জাউ ন জায়তে কাগণ জগফলা খায় ॥

আরও— অবু পসরন্তু চন্দন বারহ অকহেঠ কমল করি শয়ন অক।
সুরচাপি শশি সমরস জায় রাউত বোলে জরমরণ ভয়।
বেঅদণ্ড চউদ্দ চর্য্যহ সুরকায় চ্ছাড়ি ন যাই
সো হুর যোগীএ ন জানহ খোজ গুরু নিন্দা করি যোগ।

শান্তিদেব যে শান্তিদেব নামেই একখানি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ আমরা তেঙ্গুর হইতে পাইয়াছি। সে গ্রন্থখানির নাম শ্রীগুহ্যসমাজমহাযোগতন্ত্রবলিবিধি। এইখানে লেখা আছে, শান্তিদেবের বাড়ী ছিল জাহোর। জাহোর কোথায়, জানা যায় না। কিন্তু পদকর্ত্তা রাউত ভুসুকুর বাড়ী যে বাঙ্গালায় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে ভুসুকুর একটি গান আছে; সেটি এই,—

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥ ধ্রু ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥ ধ্রু ॥
ডহিজো পঞ্চধাটণ ইদিবিসংজ্ঞা ণঠা
ণ জানমি চিঅ মোর কঁহি গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥
সোণ তরুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ ॥ ধ্রু ॥
চউকোড়ী ভণ্ডার মোর লইআ সেস
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥ ধ্রু ॥ [পত্রাঙ্ক ৭০]

বজ্রনৌকা পাড়ি দিয়া পদ্মখালে বাহিলাম, আর অদ্বয় যে বঙ্গাল দেশ, তাহাতে আসিয়া ক্লেশ লুটাইয়া দিলাম। রে ভুসু, আজ তুই সত্য সত্যই বাঙ্গালী হইলে, যেহেতু নিজ ঘরিণীকে চণ্ডালী করিয়া লইলে।

[সহজ-মতে তিনটি পথ আছে;—অবধূতী, চণ্ডালী, ডোম্বী বা বঙ্গালী। অবধূতীতে দ্বৈতজ্ঞান থাকে, চণ্ডালীতে দ্বৈতজ্ঞান আছে বলিলেও হয়, না বলিলেও হয়, কিন্তু ডোম্বীতে কেবল অদ্বৈত; দ্বৈতের ভাঁজও নাই। বাঙ্গালায় অদ্বৈত মত অধিক চলিত, সেই জন্য বাঙ্গালা অদ্বৈত মতের যেন আধারই ছিল। গ্রন্থকার এখানে বলিতেছেন,—রে ভুসু, তোমার নিজ ঘরিণী যে অবধূতী ছিল, তাহাকে চণ্ডালী করিয়া লইলে, এইবার তুমি সত্য সত্যই বাঙ্গালী হইলে অর্থাৎ পূর্ণ অদ্বৈত হইলে।]

তুমি মহাসুখরূপ অনলের দ্বারা পঞ্চস্কন্ধাশ্রিত সমস্ত দগ্ধ করিয়াছ। তোমার ইন্দ্রিয় বিষয়ও

সংজ্ঞাও নষ্ট হইয়াছে। এখন জানি না, আমার চিত্ত কোথায় গিয়া পঁহুছিল, আমার শূন্য তরুর কিছুই রহিল না। সে আপন পরিবারে মহাসুখে থাকিল, আমার চার কোটি ভাণ্ডার সব লইয়া গেল, এখন জীবনে ও মরণে কিছুই বিশেষ নাই। রাউতের আর একটি গান এই ;—

আইএ অণুঅনাএ জগ রে ভাংতি এঁসো পড়িহাই
রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং তং বোড়ো খাই ॥ ধ্রু ॥
অকট জোইআ রে মা কর হথা লোহ্না
আইস সভাবেঁ জই জগ বুঝমি তুট বাষণা তোরা ॥ ধ্রু ॥
মরু মরীচিগন্ধনইরীদাপতি বিম্বু জইসা
বাতাবত্তেঁ সো দিট ভইআ অপেঁ পাথর জইসা ॥ ধ্রু ॥
বাঁঝি সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিধ খেড়া
বালুআতেলেঁ সসরসিংগে আকাশ ফুলিলা ॥ ধ্রু ॥
রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব
জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্গুরু পাব ॥ ধ্রু ॥ [পত্রাঙ্ক ৬৩]

জগৎ যে অনুৎপন্ন, পরমার্থজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা এ কথা জানেন। তাঁহারা জানেন যে, জগৎকে সৎ বলা ভ্রান্তি মাত্র। দড়িকে রাজসাপ বলিয়া যাহারা চমকিয়া উঠে, সত্য সত্যই বোড়া সাপে কি তাহাদের খায়? ভ্রম গেলেই সত্য প্রকাশ হয়। কি আশ্চর্য্য, হে বালযোগিন্, ইহাতে হাত লোনা করিও না, যদি জগতের শূন্যস্বভাব অবগত হও, তাহা হইলে তোমার বাসনা দূর হইবে। মরীচিকা, গন্ধর্ব্ব-নগর, দর্পণ-প্রতিবিম্ব যেরূপ, জগৎও সেইরূপ। বাতাবর্ত্তে দৃঢ় হইয়া জল যেমন পাথর হয়, জগৎও সেইরূপ। জগৎ বন্ধ্যা স্ত্রীলোক, তিনি পুত্রবতীর ন্যায় কেলি করেন ও বহুবিধ খেলা দেখান। বালি হইতে তেল বাহির করেন, শশকের শৃঙ্গ বাহির করেন ও আকাশে ফুল ফোটান। রাউতু বলেন,—কি আশ্চর্য্য, ভুসুকু বলেন,—কি আশ্চর্য্য! সকলেরই একই স্বভাব। রে মূর্খ! তোর যদি ভ্রান্তি থাকে, তবে সদ্গুরুর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা কর।

কৃষ্ণাচার্য্যের একখানি পুস্তক আছে, তাহার নাম দোঁহাকোষ। উহাতে তেত্রিশটি দোঁহা আছে। প্রথম দোঁহাটি এই ;—

লোঅহ গব্ব সমুব্বহই হউ পরমথে পবিন
কোটিহ মাহ এক জত হোই নিরঞ্জনলীণ ॥

২য়— আগমবেঅপুরাণে পণ্ডিত্ত মান বহন্তি
পক্কসিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিত ভ্রমযন্তি ॥ [পত্রাঙ্ক ১২৩]

৩৩শ— বুঝি অবিরল সহজ স্থণ কাহি বেঅপুরাণ
তোনো তোলিঅ বিষয় বিক্ষর জগু যে অশেষ পরিমাণ ॥

৩১শ— জে কিঅ নিচ্চল মণ রঅণ পিঅ ঘরণী লই এখো।
সো বাজিরণাহরে মরি বুত্ত পরমথো॥ [পত্রাঙ্ক ১৭২]

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে কাহ্নুপাদের অনেকগুলি গান আছে।—

জো মণ গোঅর আলাজালা
আগম পোথী ইষ্টা মালা॥ ধ্রু॥
ভণ কইসে সহজ বোল বা জায়
কাঅবাকৃচিঅ জসু ণ সমায়॥ ধ্রু॥
আলে গুরু উএসই সীস
বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস॥ ধ্রু॥
জে তই বোলী তে তবি টাল
গুরু বোধসে সীসা কাল॥ ধ্রু॥
ভণই কাহ্নু জিনরঅণ বিকসই সা
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা॥ ধ্রু॥ [পত্রাঙ্ক ৬১]

বিকল্পজাল যে মনের গোচর, আগম, পুথি, ইষ্টদেবের মালা যে মনের গোচর, সে মন কেমন করিয়া সহজকে বুঝাইয়া দিবে? কারণ, কায়, বাক্, চিত্ত সহজের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয় না। গুরু যদি শিষ্যকে সহজ সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহা বৃথা, কারণ, যে জিনিষ বাক্‌পথাতীত, তাহাকে কেমন করিয়া কথায় বুঝাইবে? যে সে বিষয়ে কিছু বলে, সে টালিয়া দেয় মাত্র। গুরু বুঝিল, শিষ্য কালা, সুতরাং তাহাকে বুঝান যায় না। কাহ্নু বলেন,—কালা যেমন বোবাকে বুঝায়, সেইরূপে জিনরত্ন বুঝিতে হয়।

এই কৃষ্ণাচার্য্য এককালে এ অঞ্চলের একজন অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন, তাঁহার বিস্তর গ্রন্থ আছে। তাঁহার দোঁহাকোষ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহার গানগুলির কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তিনি হেরুক হেবজ্র প্রভৃতি দেবতার তান্ত্রিক উপাসনা সম্বন্ধে অনেক বহি লিখিয়াছেন ও তাহার টীকা লিখিয়াছেন। ইনি একজন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধাচার্য্যদিগের যিনি আদি, তাঁহার কথা কিছু বলা চাই, তিব্বতদেশে এখনও সিদ্ধাচার্য্যগণের পূজা হইয়া থাকে। তাঁহাদের সকলেরই মাথায় জটা আছে এবং তাহারা প্রায় উলঙ্গ থাকে। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের মতে লুই সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধাচার্য্য। ঐ গ্রন্থে তাঁহার অনেকগুলি গান আছে, একটি দিলাম;—

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥
দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥

সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরি আই॥
এড়িএউ চান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুন্নপাখ ভিতি লাহুরে পাস॥
ভণই লুই আম্‌হে সাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পণ্ডি বইঠা॥ [পত্রাঙ্ক ১]

দেহ তরুবর, তাহাতে পাঁচটি ডাল আছে। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করিল; লুই বলেন,—মহাসুখের পরিমাণ দেখিয়া, উহা কি, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও। যত রকম সমাধি আছে, তাহার দ্বারা কি হইবে? সে সকল সমাধি করিলে সুখ ও দুঃখে নিশ্চয়ই মারা যাইবে। ছন্দের বন্ধন ও করণের পরিপাটী পরিত্যাগ করিয়া শূন্যপক্ষরূপ ভিত্তিকে লইয়া আইস। লুই বলিতেছেন,—আমি পণ্ডিতের বচনানুসারে দেখিয়াছি, ধমণ ও চমণ অর্থাৎ আলি ও কালি এই উভয়ে আসন করিয়া আমার দেবতা বসিয়া আছেন।

তেঙ্গুরের যতটুকু ক্যাটালগ বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখা আছে, লুই বাঙ্গালা দেশের লোক, তাঁহার আর একটি নাম মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ়দেশে যাহারা ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, তাহারা এখনও তাঁহার নামে পাঁঠা ছাড়িয়া দেয়। ময়ূরভঞ্জেও তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, তাঁহার একখানি গ্রন্থে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সাহায্য করিয়াছেন। সে গ্রন্থখানির নাম অভিসময়-বিভঙ্গ। (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ সালে বিক্রমশীল বিহার হইতে ৫৮ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন।)

লুই আচার্য্যের শিষ্যপরম্পরায় সিদ্ধাচার্য্য হইতেন, তন্মধ্যে দারিক নামে একজন লুইকে আপনার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—

সুনকরুণরি অভিন বারেঁ কাঅবাকচিঅ।
বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলে॥
অলক্ষলখচিত্তা মহাসুহে।
বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলেঁ॥
কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণবখানে।
অপইঠান মহাসুহলীণে দুলখ পরমনিবার্ণেঁ॥
দুঃখেঁ সুঃখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দীজানী।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তরমাণী॥
রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।
লুই পাঅপত্র দারিক দ্বাদশ ভুঅণেঁ লধা॥ [পত্রাঙ্ক ৫২]

সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের বংশে তিলপাদ নামে আর একজন সিদ্ধাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সহজিয়া গান লিখিয়া গিয়াছেন। যে সকল গান পূর্ব্বে তুলিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, এগুলি কীর্ত্তনেরই পদ। সে কালেও সঙ্কীর্ত্তন ছিল এবং সঙ্কীর্ত্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্ত্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন 'চর্য্যাপদ' বলিত। এতক্ষণে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে আপনাদের বোধ হইবে যে, বৌদ্ধেরাই বুঝি সে কালে গান লিখিত। কিন্তু নাথেরাও সে কালে বাঙ্গালা লিখিত। মীননাথের একটি কবিতা পাইয়াছি, এখানে তুলিয়া দিলাম ;—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাঠ
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা॥ [পত্রাঙ্ক ৩৮]

এ বাঙ্গালা কবিতাটি মীননাথের। অন্যান্য নাথেরা যে বাঙ্গালায় বহি লিখিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে। তবে এই দাঁড়াইল যে, খ্রীষ্টীয় ৯ শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের মধ্যে লুই সহজ-ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই সময় তাঁহার চেলারা অনেকে সংকীর্ত্তনের পদ লেখে ও দোঁহা লেখে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই অথচ তাহার একটু আগেই নাথেরা নাথপন্থ নামক ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহারও অনেক বহি ও কবিতা বাঙ্গালায় লেখা। নাথও অনেকগুলি ছিলেন, কেহ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন, কেহ কেহ হিন্দু হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে গোরক্ষনাথ একজন। তারানাথ বলেন,—গোরক্ষনাথ যখন বৌদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল অনঙ্গবজ্র। কিন্তু আমি বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তখন তাঁহার নাম রমণবজ্র। নেপালের বৌদ্ধেরা গোরক্ষনাথের উপর বড় চটা। উহাঁকে তাহারা ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া ঘৃণা করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা মৎস্যেন্দ্রনাথকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করে। মৎস্যেন্দ্রনাথের পূর্ব্বনাম মচ্ছঘ্নাথ অর্থাৎ তিনি মাছ মারিতেন। বৌদ্ধদিগের স্মৃতিগ্রন্থে লেখা আছে যে, যাহারা নিরন্তর প্রাণিহত্যা করে, সে সকল জাতিকে অর্থাৎ জেলে মালা কৈবর্ত্তদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে না। সুতরাং মচ্ছঘ্নাথ বৌদ্ধ হইতে পারেন না। কৌলদিগের সম্বন্ধে তাঁহার এক গ্রন্থ আছে, তাহা পড়িয়া বোধ হয় না যে, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, তিনি নাথপন্থীদিগের একজন গুরু ছিলেন অথচ তিনি নেপালী বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবতা হইয়াছেন।

এই গুলি যে বাঙ্গালা তাহা প্রমাণ করিবার আরও দুইটী কারণ আছে। (১) একজন ফরাসীস্ পণ্ডিত্ তেঙ্গুরের ১০৮ হইতে ১৭৯ বাণ্ডিলে যত তন্ত্রের পুথি আছে, তাহার এক তালিকা দিয়া গিয়াছেন। ঐ তালিকায় গ্রন্থকারের নাম, তর্জ্জমাকারের নাম, অনেক স্থলে যে স্থানে বসিয়া তর্জ্জমা হয়, সেই স্থানের নাম এবং কয়েক স্থলে যাঁহারা এই তর্জ্জমা শোধন

করিয়াছেন, তাঁহাদেরও নাম দিয়া গিয়াছেন। যে ফরাসীস্ পণ্ডিত এই তালিকাটি ছাপাইয়াছিলেন তাঁহার নাম P. Cordier—তিনি ফরাসডাঙ্গার ডাক্তার সাহেব ছিলেন, তাঁহার সহিত আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি অনেক সময় আমার বাড়ী আসিতেন, আমিও অনেক সময় তাঁহার বাড়ী যাইতাম। তিনি এখান হইতে পণ্ডিচেরীর ডাক্তার সাহেব হইয়া যান, সেখান হইতে প্যারি নগরে কিছু কাল বাস করিয়া আবার পূর্ব্ব উপদ্বীপে ফরাসীদের যে রাজ্য আছে, তাহার ডাক্তার সাহেব হইয়া আসেন। অল্প দিন হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় ও তিব্বতীয় পুথিপাঁজীর অনেক খোঁজ রাখিতেন। বৈদ্ধ-শাস্ত্রের পুথির উপর তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি প্রায় চারি পাঁচ শত বৈদ্ধ-শাস্ত্রের পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তালিকাতে যত গ্রন্থকার, তর্জ্জমাকার, শোধক ও স্থানের নাম পাওয়া গিয়াছে, আমি তাহার একটি অকারাদিক্রমে সূচি প্রস্তুত করিয়াছি ও এই পুস্তকের শেষে দিয়া দিয়াছি। সে সূচিতে যাঁহাকে বাঙ্গালী অথবা বাঙ্গালা দেশের লোক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার যদি বাঙ্গালা সঙ্কীর্ত্তনের পদ থাকে, সে পদ যে খাঁটি বাঙ্গালা তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া লইয়াছি। (২) পরে তাঁহার সেই পদগুলিতে যত শব্দ পাওয়া গিয়াছে অকারাদিক্রমে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া সে কালের বাঙ্গালা ও এ কালের বাঙ্গালায় কি তফাৎ তাহা দেখিয়া লইয়াছি। তাহাতে সে কালের বাঙ্গালার ব্যাকরণ ও অভিধান সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হইয়াছে। সেই ধারণা লইয়া অন্য যে সকল পদ পাইয়াছি, তাহারও অকারাদিক্রমে সূচি করিয়া লইয়া মিলাইয়াছি। তাহাতে যে সকল পদ বাঙ্গালা বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাকে বাঙ্গালা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই। এক জন পদকর্ত্তার বাড়ী উড়িষ্যা দেশে, তাঁহার গানটিও উড়িয়া ভাষায় লিখিত। তাহাতে বাঙ্গালায় যেখানে ক্রিয়ার শেষে 'ল' থাকে, তাহাতে সেখানে 'ড়' আছে ; যেমন 'গাহিল'—'গাহিড়'। সে পদটিকে আমি উড়িয়া ভাষার পদ বলিয়া স্থির করিয়াছি। এইরূপে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে ফল হইয়াছে, তাহাই এ পুস্তকে দিয়াছি। অকারাদিক্রমে প্রতি পদকর্ত্তার গানের প্রত্যেক কথার সূচি প্রস্তুত করিতে আমি দুই জন লোকের নিকট বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। একজন শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার ভ্রমণকারী পণ্ডিত, আর একজন সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানার মালিক, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। বসন্ত বাবুর বয়স কত জানি না, কিন্তু তাঁহার দাড়ী সব পাকিয়া গিয়াছে ; কিন্তু এ বয়সেও যেরূপ উৎসাহের সহিত সূচী প্রস্তুত বিষয়ে আমার সহায়তা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি পরিষৎ হইতে ছুটি লইয়া রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত আমার ওখানে কাজ করিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষায়, উড়িয়া, হিন্দী, আসামী প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার যে ব্যুৎপত্তি আছে, তাহাতেও আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে।

যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিতেছি তাহার মধ্যে চর্য্যাচর্য্য ও ডাকার্ণব নেপাল দরবারের। সে পুথি ছাপা হইবার পর তাঁহারা লইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাদের অনুমতি

লইয়া পুথির অনেকগুলি পাতা ফটোগ্রাফ করিয়া রাখিয়াছি এবং আমার পুস্তকের সঙ্গে প্রকাশ করিতেছি। অপর দুইখানি পুথি আমার নিজের অথবা নিজের হইতেও অধিক প্রিয়, কারণ নেপালের পুথিখানার শুব্বা সাহেব বিষ্ণুপ্রসাদ রাজভাণ্ডারী আমাকে প্রীতি-উপহারস্বরূপ ঐ দুইখানি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা চব্বিশ পুরুষ ধরিয়া নেপালের মল্লরাজাদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ শেষ নেওয়ার রাজার সহিত কাশীবাস করিয়াছিলেন এবং পরে গোর্খা পর্ব্বতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পিতা জঙ্গ বাহাদুরের সহিত এক পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু জঙ্গবাহাদুর যখন ১৮৪৬ সালে কোতের হত্যাকাণ্ডের পর গোর্খারাজের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন,—"রাজ তুম্‌হারি, হুকুম হমারী," তখন তিনি গোর্খা রাজ্যে তাঁহার যে উচ্চ পদ ছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া ঘরে গিয়া বসিলেন। জঙ্গ বাহাদুর তাঁহাকে পুনর্ব্বার পদ গ্রহণ করাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই লইলেন না; বলিলেন,—"আমি নেওয়ারদের নুন খাইয়া গোর্খাদের সঙ্গে মিলিয়াছিলাম, যথেষ্ট পাপ হইয়াছে। এখন আবার গোর্খাদের নুন খাইয়া তোমার সহিত মিশিব না"। জঙ্গ বাহাদুর তাঁহার পুত্রকে উচ্চ রাজপদ দিতে চাহিলে বিষ্ণুপ্রসাদ বলিলেন,—"যাহাতে অস্ত্র ধারণ করিতে হয়, এমন পদ আমি লইব না"। তাই তাঁহাকে পুথিখানার অধ্যক্ষ করা হয়। তিনি পুথিখানায় বসিয়া ক্রমাগত তন্ত্রের বহি পড়িতেন এবং তন্ত্রের অনেক খবর রাখিতেন। নেপালে যেখানে যে পুথি আছে, তাহা তাঁহার নখদর্পণে ছিল। তিন এক দিন কয়েকখানি প্রাচীন তালপাতার পুথি লইয়া আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণ, আমার দেশে আসিয়াছ ও পুথি খুঁজিতেছ। তোমায় কি উপহার দিব, অনেক দিন ভাবিয়া ভাবিয়া এই পুস্তক কয়খানি আনিয়াছি। আমি জানি, তুমি ইহার সদ্ব্যবহার করিবে"। আমি দেখিলাম, তাহার মধ্যে সরোরুহবজ্রের দোঁহাকোষ ও তাহার অদ্বয়বজ্রের টীকা আছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে শত শত ধন্তবাদ দিয়া বলিলাম, আপনার নিকট হইতে আমি আমার দেশের ইতিহাসের একটা প্রধান সরঞ্জাম পাইলাম,—আমি নিশ্চয় এটি ছাপাইব। ছাপাইয়া আমি যদি তাঁহাকে ইহার এক কপি দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু ঠিক দুই বৎসর হইল, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কৃষ্ণাচার্য্যের দোঁহাকোষ ও তাহার টীকা, তাঁহারই উপদেশমত পুথিখানার লেখকেরা লিখিয়া আমায় উপহার দিয়াছিলেন, তাহাও আমি ছাপাইয়াছি। ইহার মূল পুথি এখন নেপালে আছে।

১৯০৭ সালে আমি নেপাল গিয়াছিলাম। তখন যে সকল পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহার একটা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং তখনই আমি বলিয়াছিলাম, বাঙ্গালা পুস্তকগুলি আমি ছাপাইব। ছাপাইতে বিলম্ব অনেক হইয়াছে। ইহাতে অনেক 'সাহিত্যামোদী' অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন; অনেকে বলিয়াছিলেন—"আমায় কেন দাও না, আমি ছাপাইয়া

দিতেছি"। অনেকে বলিয়াছিলেন, "শাস্ত্রী মহাশয় যক্ষের ধনের মত এই সকল অমূল্য রত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছেন, কাহাকেও দেখিতে দিবেন না"। কিন্তু এই সকল ছাপাইতে যে কি পরিমাণ কাঠ-খড় দরকার, আমার মনে হয়, তাঁহারা তত জানিতেন না, তাই অত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অনেকে আছেন,—একটা নূতন কথা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ছাপাইয়া দিয়া নাম করেন। আমার সে প্রবৃত্তি নাই। তাই আমি মনে করিয়াছিলাম, বরং ছাপাইব না, তথাপি তাড়াতাড়ি করিয়া জিনিষটা নষ্ট করিব না। ভাসিলিয়েফ বলিয়াছিলেন যে, অপভ্রংশ ভাষায় অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে। প্রোফেসার বেণ্ডল সুভাষিতসংগ্রহ নামে একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন, তাহাতে অপভ্রংশ ভাষার কতকগুলি দোঁহা ছিল। আমি দেখিয়াছিলাম, সে দোঁহাগুলি পুরাণ বাঙ্গালা। তাঁহারা দুজনেই বলিয়াছিলেন যে, তেঙ্গুরে এই সকল অপভ্রংশ পুস্তকের তর্জ্জমা আছে। কিন্তু ভূটিয়া শিখিয়া তেঙ্গুর পড়িয়া পুস্তক ছাপান আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। সুখের কথা, কয়েক বৎসর হইল, কডিয়ার সাহেব ঠিক যে অংশে ঐ সকল পুস্তকের কথা আছে, তাহার তালিকা ছাপাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে আমার বিস্তর উপকার হইয়াছে, এ তালিকা না পাইলে বোধ হয় আমার পুস্তক ছাপাইতে সাহস হইত না।

পুস্তক ছাপাইতে অনেক বিলম্ব হওয়ায় আমার কোন কোন আত্মীয় মনে করিয়াছিলেন, টাকার জন্যই আমি পুস্তক ছাপাইতে পারিতেছি না। তাই তাঁহারা লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের নিকট এই পুস্তক ছাপাইবার খরচের জন্ম বলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি রাজা বাহাদুরের অনুরাগ অসীম। তিনি শুনিবামাত্র সাহিত্য-পরিষদে যে টাকা দিয়া থাকেন, তাহা হইতে উহার খরচ দিতে রাজী হন এবং উহা সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাবলীর মধ্যে লইবেন বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে আবার এক গোল উঠিল। আমি সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হইলাম। সভাপতি হইয়া সাহিত্য-পরিষদের খরচায় বই ছাপাইব, ইহা আমার ভাল লাগিল না। আমি রাজা বাহাদুরকে সে কথা জানাইলাম। তখন রাজা বাহাদুর স্বতন্ত্র ভাবে ঐ পুস্তক ছাপাইতে দিবেন এবং তাহার খরচ দিবেন, স্বীকার করিলেন। তিনি টাকা না দিলে এ পুস্তক এখন যে ভাবে ছাপা হইতেছে, এত ভাল কাগজে এত ভাল ছাপায়, এত বেশী ফটোগ্রাফ দিয়া, এত অনুক্রমণিকা দিয়া ছাপা হইত না। পুরাণ বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ সরঞ্জামে সদরে বাহির হওয়া উচিত, সেরূপ সরঞ্জাম আমার দ্বারা হইয়া উঠিত না। সুতরাং এই খরচ দিবার জন্ম আমিও তাঁহার নিকট চিরদিন ঋণী থাকিব। বাঙ্গালা সাহিত্যও বোধ হয়, এ ঋণ শুধিতে পারিবে না। এ পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাবলীর ভিতর গণ্য হইবে।

২৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
৮ শ্রাবণ, সন ১৩২৩ সাল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

পদকর্ত্তাদের পরিচয়

১। লুই

যে তেত্রিশ জন পদকর্ত্তার নাম করিব, তাঁহাদের প্রথমেই লুইপাদের নাম করিতে হয়; কারণ, তেঙ্গুরে বাঙ্গালী বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ আছে। তাঁহার সম্বন্ধে আর যে যে খোঁজ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং এখানে বলিবার দরকার নাই। আমি স্থির করিয়াছি যে, তিনি রাঢ়দেশের লোক ছিলেন। তিনি এক নূতন সম্প্রদায় চালাইয়া যান। তাঁহাকে আদিসিদ্ধাচার্য্য বলে। তাঁহার সম্প্রদায়ের লোক সকলেই সিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যে বাঙ্গালী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সংস্কৃতে তাঁহার চারিখানি পুস্তক আছে। একখানির নাম 'বজ্রসত্ত্বসাধন',—এখানি পূকতের পুথি। একখানি 'বুদ্ধোদয়',—এখানি অতি ছোট। তাঁহার নিজের মতে কি প্রকারে বুদ্ধের জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহারই কথা। বাকি দুখানি অভিসময়ের পুথি;—একখানি 'শ্রীভগবদভিসময়', আর একখানির নাম 'অভিসময়বিভঙ্গ'। দুখানিই বড় পুথি। অভিসময় বলিতে গেলে অভিধর্ম্ম অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রের পুথি বুঝায়। হীনযানে যাহাকে অভিধর্ম্ম বলে, মহাযানে তাহাকেই অভিসময় বলে। লুইপাদের অভিসময়ের পুস্তক দুখানি তাঁহার নিজের দর্শনশাস্ত্রের মত। এই দুইখানি ছাড়া তিনি একখানি বাঙ্গালা পুথি লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'তত্ত্বস্বভাব-দোহাকোষগীতিকা দৃষ্টি'। এ পুস্তকখানি আমরা পাই নাই, কিন্তু এখানি যখন দোঁহাকোষ, তখন এখানি নিশ্চয় বাঙ্গালা। এতদ্ভিন্ন 'লুহিপাদগীতিকা' নামে তাঁহার একখানি বাঙ্গালা সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলী আছে। উহার দুইটি পদ আমরা পাইয়াছি। উহাতে তিরানব্বইটি কথা আছে। উহার মধ্যে ষোলটি সংস্কৃত শব্দ—সবগুলি আজও বাঙ্গালায় চলতি আছে,—যথা 'আগম', 'উদক', 'উহ', 'করণক', 'কাল', 'চঞ্চল', 'চিহ্ন', 'তরু', 'ন', 'পঙ্ক', 'পরিমাণ', 'বর', 'বেণি', 'ভাব', 'রে', 'সুখ'। চুয়াল্লিশটি-বাঙ্গালা শব্দের প্রাচীন অবস্থা দেখাইতেছে; যথা—'অক্রম', 'আম্হে', 'আস', 'এড়িএউ', 'করিঅ', 'করিঅই', 'কাআ', 'কাহি', 'কাহেরে', 'কিম', 'কীস্', 'কো', 'চান্দ', 'ছান্দক', 'জা', 'জাই', 'জাহের', 'জিম', 'তাহের', 'দিট', 'দিবি', 'দিস', 'দুখেতেঁ', 'পতিআই', 'পাখ', 'পুচ্ছিঅ', 'বইঠা', 'বখাণী', 'বট', 'বান', 'বাঢ়', 'বিলসই', 'ভণই', 'ভণি', 'ভাইব', 'ভিতি', 'মরিআই', 'মিচ্ছা', 'লই', 'লাহ', 'সাচ', 'সাধে', 'সো', 'হোই',। আটটি চলিত বাঙ্গালা—'জাণ', 'জাণী', 'ডাল', 'দুলকুথ', 'পাটের', 'পাস', 'লাগে', 'সুহ', এই আটটি। প্রাকৃত শব্দ কুড়িটি—'অইস', 'কইসে', 'চীঅ', 'ণ', 'ধা', 'তিঅধাএ', 'দিঠা', 'নিচিত', 'পইঠো', 'পাণ্ডি', 'পিরিচ্ছা' 'বি', 'বিণাণা', 'বেঞ'; 'মই', 'মহাসুহ', 'রুব', 'সংবোহেঁ', 'সঅল', 'সমাহিঅ', 'সুহ',। লুই ও লূই দুইটিই পদকর্ত্তার নাম। 'ধমণ' আর 'চমণ' কি কথা, জানি না; পারিভাষিক শব্দ বোধ হয়।

লুইএর গানে সম্বন্ধ-পদ 'র' দিয়াও হয়, আবার 'ক' দিয়াও হয়, যথা—'করণক', 'পাটের' অধিকরণ একার দিয়াও হয়, 'তেঁ' দিয়াও হয়, যথা—চীএ, সাণে ও 'দুখেতেঁ'; 'এঁ' দিয়াও হয়, যথা—'সহোহেঁ'। কর্ত্তা ও কর্ম্মে কোন বিভক্তি নাই। 'পইঠো কাল' কোন বিভক্তি নাই। 'সুনু পাখ ভিতি লাহুরে পাস'। 'গুরু পুচ্ছিঅ' ইত্যাদি।

২। কিলপাদ

লুইএর একজন বংশধর কিলপাদ। তিনি আচার্য্য এবং সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার এক পুস্তক আছে 'দোহাচর্য্যাগীতিকাদৃষ্টি', এ পুস্তক আমরা পাই নাই, কিন্তু ইহা যে বাঙ্গালীর লেখা ও বাঙ্গালায় লেখা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৩। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বাড়ী বাঙ্গালা দেশে। তিনি যে, 'একবীরসাধন' ও 'বলিবিধি' নামে দুইখানি বই লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বাঙ্গালী বলিয়া তাঁহার নাম আছে। এক জায়গায় তিনি আচার্য্য, পিণ্ডপাতিক, বাঙ্গালী, আর এক জায়গায় তিনি মহাচার্য্য, ভিক্ষু ও বাঙ্গালী। দুই জায়গায়ই তাঁহার ভুটিয়া নাম 'অতিশ' দেওয়া আছে। কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহাকে ভারতবাসী বলিয়াও উল্লেখ করা আছে। যে সকল জায়গায় ভারতবাসী বলিয়া তাঁহার নাম আছে, তাহার অনেক স্থানেও তাঁহার ভুটিয়া নামও দেওয়া আছে। অনেক স্থানে তাঁহাকে হয় কেবল আচার্য্য, কেবল উপাধ্যায় বা কেবল পণ্ডিত বলিয়া বলা আছে; সেখানে ভারতবাসীও নাই, বাঙ্গালীও নাই। ইহাতে মনে হয় যে, দুইজন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন। একজন সামান্য পণ্ডিত বা উপাধ্যায় ছিলেন, আর একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহাঁকেই তিব্বতরাজ ১০৩৮ সালে বিক্রমশীল হইতে তিব্বতে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় ইনিই বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার এবং বনপা ধর্ম্মের পুরোহিতদের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া দেন। ইনি একজন প্রকাণ্ড পুরুষ ছিলেন, অসাধারণ পণ্ডিত এবং অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন। তিব্বতে গিয়া ইহাঁরই নাম 'অতিশা' হইয়াছিল। ইহাঁকেই কোন কোন তর্জ্জমায় বঙ্গবাসী বলিয়াছে, কোন কোন তর্জ্জমায় বা ভারতবাসী বলিয়াছে। কারণ, দুই ব্যক্তির ভারতবর্ষীয় নাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও তিব্বতীয় নাম অতিশা হওয়া অনেকটা অসম্ভব। তাই আমরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বাঙ্গালী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। তাঁহার অনেকগুলি সঙ্কীর্ত্তনের পদ ছিল। একখানির নাম 'বজ্রাসনবজ্রগীতি', একখানির নাম 'চর্য্যাগীতি' এবং একখানির নাম 'দীপঙ্করশ্রীজ্ঞানধর্ম্মগীতিকা'। আমার এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের সৌভাগ্য বড় কম ছিল না। এত বড় প্রকাণ্ড পণ্ডিতও মাতৃভাষায় পদ রচনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আর আমাদের বাঙ্গালা গ্রন্থকারদের মধ্যে মধ্যে যদি সত্য সত্যই আমরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মত জগদ্বিখ্যাত লোক পাই, সেটা কি আমাদের আনন্দের ও গৌরবের বিষয় নহে?

৪। ভুসুকু

বোধিচর্য্যাবতার প্রভৃতি মহাযানগ্রন্থের কর্ত্তা শান্তিদেবকে তাঁহার জীবনচরিতকার রাউতু ও ভুসুকু বলিয়া গিয়াছেন। তিনি ৬৪৮ হইতে ৮১৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে তাঁহার বইগুলি লিখেন। তাঁহার বাড়ী কোথায় ছিল জানা যায় না। তারানাথ বলিয়াছেন, তাঁহার বাড়ী সৌরাষ্ট্রে ছিল। জীবনচরিতকার তাঁহার দেশের যে নামটী দিয়াছেন, তাহা পড়া যায় না, কিন্তু অনেক দিন মগধ ও নালন্দায় ছিলেন ও তিনি মঞ্জুবজ্রের নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় ইনি ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের লোক হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

আর একজন শান্তিদেব, উপাধি যোগীশ্বর, দুইখানি তন্ত্রের পুথি লিখিয়াছেন। একখানির নাম 'শ্রীগুহ্যসমাজমহাযোগতন্ত্রবালবিধি', আর একখানির নাম 'সহজগীতি'। ইহারই বংশধর মেকলের মত-অনুসারে আর একখানি তন্ত্রের পুস্তক লেখা হয়। উহার নাম 'চিত্ত-চৈতন্যশমনোপায়'। তেঙ্গুরে বলে ইঁহার বাড়ী 'জাহোর'। একজন ভুসুকু সোসাইটীর ৪৮০১ নম্বরের পুথিখানি লিখিয়াছেন। ঐ পুস্তকে তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের কুটীনির্ম্মাণ শয়ন-ভোজন-পান ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। ঐ গ্রন্থেও আবার কয়েকটী বাঙ্গালা দোহা আছে।

আমাদের সিদ্ধাচার্য্য রাউতু ভুসুক চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের ৮টী পদ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রথম ভুসুক শান্তিদেবের সহিত তাঁহার যে কোন সম্পর্ক আছে, এমন বোধ হয় না, কারণ শান্তিদেব অনেক পূর্ব্বের লোক। আমাদের ভুসুক লুই সিদ্ধাচার্য্যের পরের লোক। কারণ, লুই আদিসিদ্ধাচার্য্য ও তাঁহার সময় ৯৫০ হইতে ১০৫০এর মধ্যে। আমাদের ভুসুকু যখন একজন সিদ্ধাচার্য্যমাত্র তখন তিনি যে লুইএর পরবর্ত্তী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তবে কি তিনি তান্ত্রিক শান্তিদেবের সহিত এক। এ কথা বলিবার এইমাত্র কারণ দেখিতে পাই যে, শান্তিদেব 'সহজগীতিকা' নামে পুস্তক লিখিয়াছেন, আর ভুসুকুও সহজিয়া মতের গান লিখিয়াছেন।

যে ভুসুকু সোসাইটী ৪৮০১ নম্বরের পুথিখানি লিখিয়াছেন তিনি ও আমাদের সিদ্ধাচার্য্য ভুসুকু কি এক? এক হইতেও পারে, কারণ দুজনেই বাঙ্গালা লিখিয়াছেন। কিন্তু আরও অধিক খবর না পাইলে ইহাঁরা এক কিনা বলা যায় না। আমাদের ভুসুকু যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা তাঁহার গানেই প্রকাশ। তিনি বলিয়াছেন—

আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
णिअ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥

তাঁহার আটটি গানে তাঁহার নাম ভুসুকু বাদে ৩২৩টি কথা আছে। ইহার মধ্যে ৩৭টি সংস্কৃত, ৬৮টি বিকৃত সংস্কৃত, ১৮৬টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৩২টি চলিত বাঙ্গালা।

সাঁইত্রিশটি সংস্কৃত শব্দের মধ্যে 'সমরস', 'সহজানন্দ' ও বিরমানন্দ' বৌদ্ধধর্ম্মের শব্দ, বাকিগুলি ঠিক এই ভাবে আজিও চলিতেছে। কেবল 'উহ' চলে না, কিন্তু 'উহ' চলে; 'খ' চলে

না, 'কিং' চলে না, 'মা' চলে না। বাকিগুলি বেশ চলে। বাঙ্গালা বত্রিশটি ত চলেই, বাঙ্গালার পূর্ব্বাভাষ যে ১৮৬টি কথা আছে, তাহা সে কালের বাঙ্গালায় চলিত। বাকি যে ৬৮টি কথা, ভুসুকু তাহার সংস্কৃত উচ্চারণ বদলাইয়া লইয়াছেন, তাহারও অধিকাংশ প্রাচীন বাঙ্গালায় চলিত। ইহার মধ্যে অনেকগুলি কেবল বানান বদলান মাত্র—যেমন 'যবহর', 'বহজ', 'সময়', 'সেস'। এগুলি লেখকের ভুল হইতে পারে, অথবা সে কালের লোক বানানটা বড় গ্রাহ্য করিত না। সম্বন্ধের বিভক্তি 'র', অধিকরণের বিভক্তি 'এ' বা 'এঁ' সম্পূর্ণ বাঙ্গালা। হিঅহিঁ, তহিঁ মাগধীর অধিকরণ কারক। 'অচ্ছসি'র মধ্যম পুরুষের এক-বচনে 'সি', প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহার হইত। অনুজ্ঞায় 'অচ্ছহু'র 'হু'ও প্রাচীন বাঙ্গালায় দেখা যায়। 'জানমি'র উত্তম পুরুষের 'মি'ও প্রাচীন বাঙ্গালায় অনেক স্থলে দেখা যায়। সুতরাং ভুসুকুর ভাষা আমরা অনায়াসেই প্রাচীন বাঙ্গালা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

৫। কৃষ্ণাচার্য্য

কৃষ্ণপাদ, কৃষ্ণাচার্য্য, কৃষ্ণবজ্র বা কাহ্নপাদ সর্ব্বশুদ্ধ ৫৭ খানি বই লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুইখানি বাঙ্গালা, একখানি 'দোহাকোষ', আর একখানি 'কাহ্নুপাদ-গীতিকা'। আমরা কৃষ্ণাচার্য্যের ১২টি সঙ্কীর্ত্তনের পদ পাইয়াছি। কিন্তু তিনি কোন্ দেশের লোক, তাহা লইয়া বিশেষ গোল আছে। তেঙ্গুরে পনর জায়গায় তাঁহাকে ভারতবাসী বলিয়া গিয়াছে। কেবল এক জায়গায় লেখা—তিনি ব্রাহ্মণ, উড়িষ্যা হইতে আগত, সেও আবার তর্জ্জমাকার মহাপণ্ডিত কৃষ্ণ, তিনি গ্রন্থকার নহেন। সুতরাং তেঙ্গুরের লেখা হইতে পরকর্ত্তা কৃষ্ণের বাসস্থান নির্ণয় হইবে না। তাহার পর আবার কৃষ্ণ, কাহ্ন অনেক লোকের নাম হইতে পারে। এই যে ৫৭ খানি গ্রন্থের গ্রন্থকার একই কৃষ্ণ, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কোন জায়গায় কৃষ্ণকে মহাচার্য্য বলা হইয়াছে, কোন জায়গায় মহাসিদ্ধাচার্য্য, কোন জায়গায় উপাধ্যায়, কোন জায়গায় মণ্ডলাচার্য্য বলা হইয়াছে। এক জায়গায় আবার তাঁহাকে ছোট কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। পাঁচ জায়গায় তাঁহাকে কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নপাদ বলা হইয়াছে। সুতরাং তেঙ্গুর হইতে যখন তাঁহার বাড়ী ঠিক হইল না, তখন তাঁহার ভাষা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে। তাঁহার গানগুলিতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৩০টি শব্দ আছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত শব্দ ৬৮টি। তাহার মধ্যে ৪টি বৌদ্ধ শব্দ, যথা—'এবংকার', 'তথতা,' 'তথাগত' আর 'দশবল'। আর তিনটি কথা বাঙ্গালায় চলিত নাই, যথা—'উ', 'মা' ও 'ভব-পরিচ্ছিন্না', বাকি ৬০টি শব্দ এখনও বাঙ্গালায় চলিতেছে। ৫৫টি চলিত বাঙ্গালা কথা বাঙ্গালাতেই চলে, অন্য কোন নিকটবর্ত্তী ভাষায় চলে না। ১৮৬টি শব্দ আমরা বাঙ্গালা পুরাণ পুথিতে দেখিতে পাই—এখনকার বাঙ্গালায় এই সকল শব্দ হইতে উৎপন্ন শব্দ চলিতেছে, যেমন—'বোব'—বোবা, 'বোল'—বুলি, 'ডলি'—ডাল, 'দেহ'—দে, 'মাঙ্গী'—মালা ইত্যাদি। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, অথচ বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই, এমন ১২৯টি শব্দ আছে। উহার মধ্যে

কতগুলি শব্দ যথা—'অইস', 'কৈসন', 'কইসেঁ' ইত্যাদি পুরাণ বাঙ্গালায় চলিত ছিল, কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন কোন শব্দ এখন বাঙ্গালায় চলিত নাই, বরং নিকটবর্ত্তী ভাষায় চলিত আছে।

এই সকল দেখিয়া পদকর্ত্তা কৃষ্ণপাদ বা কাহ্নুপাদের ভাষা বাঙ্গালা বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ দেখি না। চলিত বাঙ্গালার মধ্যে 'ছিনালী', 'জৌতুক', 'টাল' প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় খুব ব্যবহার হয়।

অলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা॥
কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস।
জো মন গোঅর সো উআস॥
* * * *
* * * *
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণা গবণে কাহ্নু বিমন ভইলা॥

[পত্রাঙ্ক ১৪]

কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নুপাদের বংশধরেরা অনেকেই বাঙ্গালায় গান ও দোঁহা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে সরহ, ধর্ম্মপাদ, ধেতন, ও মহীপাদের বাঙ্গালা গান পাওয়া গিয়াছে।

৬। ধামপাদ বা ধর্ম্মপাদ

ধামপাদের আর এক নাম গুণ্ডরীপাদ। মূল গানে ধামপাদ থাকিলেও পুঁথিতে তাঁহার গানের মাথায় তাঁহাকে গুণ্ডরীপাদ বলা হইয়াছে। তাঁহার গানের মধ্যে আমরা দুইটি পদ পাইয়াছি। এই দুইটিতে ৯২টি শব্দ আছে। তার মধ্যে ২১টি সংস্কৃত, ইহার মধ্যে একমাত্র 'মণিকুল' শব্দটি বৌদ্ধ, আর সবগুলিই বাঙ্গালায় চলিত আছে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৪টি শব্দ আছে। সে সকল শব্দ বাঙ্গালীর বুঝিবার কোন ক্লেশ হয় না, যথা,—ধুম=ধূম, ণবগুণ =নবগুণ, মুহ=মুখ, বাহ্ম=ব্রাহ্ম, সুজ=সূর্য্য ইত্যাদি; কেবল একটু বানানের পরিবর্ত্তন। ৪৪টি পুরাণ বাঙ্গালা কথা আছে, তার মধ্যে 'কুন্দুরে' একটি বৌদ্ধ শব্দ, বাকিগুলি পুরাণ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। তেরটি চলিত বাঙ্গালা, সবগুলি কথাবার্ত্তায় চলে। ধর্ম্মপাদের বাঙ্গালা বইএর নাম 'সুগতদৃষ্টিগীতিকা'।

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥

[পত্রাঙ্ক ৯]

এই গুলিতে যেন বৈষ্ণব কবির ঝঙ্কার পাওয়া যায়।

৭। ধেতন বা ঢেণ্ঢণ

ভোটবাসীরা ঢেণ্‌ঢণ উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া ধেতন বলিয়াছে। ইঁহার একটি গান পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে ৪৩টি শব্দ আছে। তাহার মধ্যে ৩টি সংস্কৃত, উহা আজও চলিত আছে, ৩টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, বেশ বুঝা যায়। ২৪টি পুরাণ বাঙ্গালা এবং ১৩টি চলিত বাঙ্গালা ; কথাবার্ত্তায় চলে।

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড্‌হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায়॥
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে॥
জো সো বুধী সো ধনি বুধী।
জো বো চোর সোই সাধী॥
নিতে নিতে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।
ঢেণ্ঢণ পাএর গীত বিরলে বুঝঅ॥ [পত্রাঙ্ক ৫১]

৮। মহীধর বা মহীপাদ

ইঁহার একটি গান পাওয়া গিয়াছে, উহাতে ৬৩টি কথা আছে। তার মধ্যে ১৪টি সংস্কৃত, সবগুলি বাঙ্গালায় চলে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৩টি শব্দ। পুরাণ বাঙ্গালা ৩৪টি এবং এখনকার চলিত বাঙ্গালা ৩টি শব্দ আছে। ইঁহার গ্রন্থের নাম 'বায়ুতত্ত্বগীতিকা'।

তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই॥ [পত্রাঙ্ক ২৯]

৯। সরহ বা সরোরুহবজ্র

ইনি সরোজবজ্র, পদ্ম, পদ্মবজ্র ও রাহুলভদ্র নামে পরিচিত। ইঁহার অনেকগুলি দোঁহা-কোষ ও গীতিকা আছে। একখানির নাম 'দোঁহাকোষগীতি', একখানির নাম 'দোঁহাকোষ-চর্য্যাগীতি', একখানির নাম 'দোঁহাকোষ-উপদেশগীতি'। 'দোঁহাকোষমহামুদ্রোপদেশ', 'ভাবনাদৃষ্টিচর্য্যাফলদোঁহাকোষগীতিকা', 'মহামুদ্রোপদেশবজ্রগুহ্যগীতি', 'ডাকিনীবজ্রগুহ্যগীতি', 'তত্ত্বোপদেশ-শিখরদোঁহাগীতি' পুথিগুলিও তাঁর।

ইঁহার ৪টি চর্য্যাগীতি পাওয়া গিয়াছে। ২৪টি সংস্কৃত শব্দ আছে, সবগুলিই বাঙ্গালায় চলিতেছে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ৩৫টি শব্দ আছে, তাহার অল্প বিস্তর বানান বদলাইলেই সংস্কৃত হইয়া যায়। ৯৫টি পুরাণ বাঙ্গালা কথা আছে ও ২৮টি চলিত বাঙ্গালা শব্দ আছে।

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা ।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ আপনা ॥
অম্হে ন জাণহুঁ অচিন্ত জোই ।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ।
জইসো জাম মরণ বি তইসো ।
জীবন্তে মঅলে ণাহি বিশেসো ॥
জাএথু জাম মরণে বি সঙ্কা ।
সো করউ রস রসানেরে কংখা ॥ [পত্রাঙ্ক ৩৮]

সরোরুহবজ্রের দোঁহাকোষের কথা একবার বলা হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে একখানি দোঁহা-কোষ লিখিয়াছিলেন, এমন নহে ; তিনি অনেকগুলি দোঁহা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একখানি দোঁহার নাম 'কথন্ত দোহা', ইহার টীকাও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি গাথাও আছে। ইনি সে কালে অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন, সংস্কৃতে ইহাঁর তান্ত্রিক পুস্তক অনেকগুলি আছে।

১০। কম্বলাম্বরপাদ

ইহাঁকে কখনও কখনও শুদ্ধ কম্বল এবং বাঙ্গালায় কামলি বলিয়া থাকে। ইনি 'প্রজ্ঞাপারমিতা উপদেশ' নামে একখানি মহাযানের পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহাঁর অধিকাংশ পুস্তকই বজ্রযান-সম্প্রদায়ের জন্ত লেখা। ইনি নিজে যুগনদ্ধ হেরুকের উপাসনা করিতেন এবং ঐ উপাসনাক্রম লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর বাঙ্গালা পুস্তকের নাম 'কম্বলগীতিকা'। ইহাঁর একটি গান পাওয়া গিয়াছে ; তাতে ৪টি সংস্কৃত শব্দ আছে ; 'করুণ', 'বহ', 'বাস', 'সদ্গুরু' ; সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন শব্দ চারিটি আছে—'উই', 'কইসে', 'গঅণ', 'মহাসুহ'। চলিত বাঙ্গালা ৯টি,—'উপাড়ি', 'কি', 'কে', 'গেলি', 'চাপি', 'নাহি', 'মেলিল', 'মেলিমেলি', 'মিলিল'। আর পুরাণ বাঙ্গালা ২২টি।

খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি ।
বাহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছি ॥ [পত্রাঙ্ক ১৬]

কম্বলাম্বরের এক শিষ্যের নাম প্রজ্ঞারক্ষিত, ইনিও কম্বলের মতানুসারে বজ্রযানের অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

১১। কঙ্কণ

ইনি কম্বলাম্বরের বংশধর ; 'চর্য্যাদোঁহাকোষগীতিকা' নামে ইহাঁর একখানি পুথি আছে। ইহাঁর একটি গান পাইয়াছি, তাতে চারিটি সংস্কৃত শব্দ, ৮টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ১৯টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৮টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে, উহার মধ্যে 'বিহাণ'—প্রাতঃকাল, 'থাকি', 'ষুন'—পুত্র।

১২। বিরূপ

ইনি সিদ্ধাচার্য্য ও যোগীশ্বর ছিলেন। ইনি বজ্রযান ও কালচক্রযানের পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহাঁর একখানি পুস্তকের নাম 'ছিন্নমস্তাসাধন', আর একখানির নাম 'রক্তযমারিসাধন'। ইহাঁর চারখানি গানের বই আছে ;—'বিরূপগীতিকা', 'বিরূপপদচতুরশীতি', 'কর্ম্মচণ্ডালিকা-দোঁহাকোষগীতি', 'বিরূপবজ্রগীতিকা'। ইহাঁর একটি মাত্র গান পাইয়াছি ; তাতে ৬টি সংস্কৃত শব্দ, ২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ১৯টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ১২টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। গানের নমুনা,— এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।

চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ ॥
সহজে থির করী বারুণী সান্ধে।
জেঁ অজরামর হোই দিট কান্ধে ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥ [পত্রাঙ্ক ৭]

১৩। শান্তি

সিদ্ধাচার্য্য শান্তির আমরা দুইটি গান পাইয়াছি। তেঙ্গুরে অনেকগুলি শান্তির নাম আছে, তিনি যে কোন্ শান্তি, তা বলিতে পারি না। দশম শতকে রত্নাকরশান্তি নামে একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি বিক্রমশীলবিহারের দ্বার রক্ষা করিতেন। তাঁহার অনেক পুস্তক আছে। ন্যায়শাস্ত্রের অতি গূঢ় কথা যে অন্তর্ব্যাপ্তি, তিনি তারও উপর বই লিখিয়া গিয়াছেন। বজ্রযান ও কালচক্রযানের উপর তাঁহার অনেক পুস্তক ছিল। সহজযানের উপরও তিনি 'সহজরতিসংযোগ' ও 'সহজযোগক্রম' নামে দুইখানা বই লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যদি আমাদের পদকর্ত্তা শান্তি হন, তবে পদকর্ত্তাদের মধ্যে আমরা আর একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত পাইলাম। ইনি যে রত্নাকরশান্তি তাহা মনে করিবার কারণ এই যে, 'সুখদুঃখদ্বয়পরিত্যাগদৃষ্টি' নামে তেঙ্গুরে যে সহজযানের গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাতে সিদ্ধাচার্য্য শান্তিকেই রত্নাকর শান্তি বলা হইয়াছে। শান্তির দুইটি গানে অতি সহজ সংস্কৃত শব্দ ১৩টি, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৯টি, প্রাচীন বাঙ্গালা ৫৫টি, আর চলিত বাঙ্গালা ১৩টি শব্দ আছে।

তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু ॥
তউষে হেরুঅ ণ পাবিঅই।
সান্তি ভণই কিণ সভাবি অই ॥
তুলা ধুণি ধুণি সুনে অহারিউ
পুন লইআঁ অপণা চটারিউ।

বহল বট দুই মার ন দিশঅ
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ ॥
কাজ ন কারণ জএহু জঅতি
সঁএঁ সঁবেঅণ বোলথি সান্তি ॥ [পত্রাঙ্ক ৪১]

এই গানে একটি 'বোলথি' শব্দ আছে। আমরা যতগুলি গান পাইয়াছি, তার মধ্যে এক জায়গায় মাত্র এই কথাটি পাই। 'থি' দিয়া আর একজন মাত্র ক্রিয়াপদ করিয়াছেন।

১৪। সবরপাদ বা শবরীশ্বর

ইঁহার অনেকগুলি সংস্কৃত পুথি আছে। ইঁহার একখানি পুথির নাম 'বজ্রযোগিনীসাধন' উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি বজ্রযোগিনীর উপাসনা প্রচার করেন। তাঁহার কন্যা লক্ষীঙ্করা এই বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতে অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। শবরীশ্বর বা সবর সেই দলেরই লোক ছিলেন। তিনি বজ্রযোগিনী সম্বন্ধে পাঁচখানি বই লিখিয়াছিলেন; গীতি-সম্বন্ধে তাঁর দুইখানি পুস্তক আছে; একখানির নাম 'মহামুদ্রাবজ্রগীতি', আর একখানির নাম 'চিত্তগুহ্যগম্ভীরার্থগীতি'। 'শূন্যতাদৃষ্টি' নামে তাঁর আর একখানি বই আছে। আমরা তাঁহার দুইটি বড় বড় গান পাইয়াছি। এই দুইটি গানে ২৩টি সংস্কৃত শব্দ আছে, ৭৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ৮৫টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ২৫টি নূতন বাঙ্গালা কথা আছে।

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহোরি।
ণিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দারী ॥
ণাণা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী ॥
[পত্রাঙ্ক ৪৩]

১৫। চাটিল

চাটিলের নাম তেঙ্গুরে নাই, অথচ তাঁর একটি সুন্দর গান পাইয়াছি। উহাতে ১১টি সংস্কৃত, ৮টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৫টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ২টি চলিত বাঙ্গালা শব্দ আছে।

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গটই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই ॥
[পত্রাঙ্ক ১১]

১৬। আৰ্য্যদেব

আৰ্য্যদেব নামে মহাযান-মতের একজন বড় লেখক ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় তিন শতকে অনেকগুলি সংস্কৃত বই লিখিয়া মহাযান-মতকে উচ্চ হইতে অতি উচ্চে তুলিয়া গিয়াছেন। আমাদের আর্য্যদেব তিনি নন। আমরা আর্য্যদেবের একটি গান পাইয়াছি। উহাতে ২টি সংস্কৃত, ৯টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৫টি পুরাণ বাঙ্গালা ও দুইটি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। আমাদের আর্য্যদেব (বা আজদেব) কাণেরিন্ বা বৈরাগীনাথ নামে অনেক স্থলে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার 'কাণেরীগীতিকা' নামে একখানি বই আছে।

নমুনা—

চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসঅ।
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই ॥
ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার।
চাহন্তে চাহন্তে সুণ বিআর ॥ [পত্রাঙ্ক ৪৮]

১৭। দারিক

দারিক কালচক্র, চক্রশম্বর, বজ্রযোগিনী, কঙ্কালিনী প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে অনেকগুলি বই লিখিয়াছেন। তথতাদৃষ্টি শ্রীপ্রজ্ঞাপারমিতার উপরও তাঁর পুস্তক আছে। তিনি একটি গানে লুইকে প্রণাম করিতেছেন, তাতে মনে হয়, তিনি লুইএর শিষ্য ছিলেন। ঐ গানটিতে ১০টি সংস্কৃত, ১২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৮টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ২টি চলিত বাঙ্গালা শব্দ পাইয়াছি।

সুন করুণরি অভিন বারেঁ কাঅবাক্ চিঅ
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ।

* * *

রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।
লুইপাঅ পএ দারিক দ্বাদশ ভুঅণেঁ লধা ॥

[পত্রাঙ্ক ৫২-৫৩]

১৮। জয়নন্দী

জয়নন্দীর নাম তেঙ্গুরে নাই। উহাঁর একটি গান পাইয়াছি; উহাতে ৭টি সংস্কৃত, ১২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ও ২৩টি পুরাণ বাঙ্গালা শব্দ আছে।

চিঅ তথাতা স্বভাবে ষোহিঅ
ভণই জঅনন্দি ফুড় অণ ণ হোই ॥

[পত্রাঙ্ক ৭০]

১৯। তাড়কপাদ

ইহাঁর আমরা একটি গান পাইয়াছি; তাতে ৮টি সংস্কৃত, ২১টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২১টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৫টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। গানের নমুনা,—

অপণে নাহিঁ সো কাহেরি শঙ্কা।
তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা॥
অনুভব সহজ মা ভোল রে জোই।
চৌকোটি বিমুকা জইসো তইসো হোই॥ [পত্রাঙ্ক ৫৬]

২০। ডোম্বী

ডোম্বী হেরুক নামে মগধের এক জন রাজা ছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া যান। তাঁহাকে কখনও আচার্য্য, কখনও মহাচার্য্য ও কখনও সিদ্ধ বলা হইয়াছে। তিনি বজ্রযান ও সহজযান সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। 'ডোম্বীগীতিকা' নামে তাঁহার এক সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলী আছে। আমরা তাঁহার একটি মাত্র গান পাইয়াছি। তাতে ৬টি সংস্কৃত, ৮টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ৪০টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৯টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে।

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই॥
বাহ তু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্‌গুরু পাঅপত্রে জাইব পুণু জিণউরা॥ [পত্রাঙ্ক ২৫]

২১। ভাদেপাদ

আমরা ইহাঁর একটি গান পাইয়াছি; তাতে ৪টি সংস্কৃত, ৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৪টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৫টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে।

এত কাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ।
এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহেঁ॥
এবেঁ চিঅরাঅ মকুঁ ণঠা।
গণ সমুদে টলিআ পইঠা॥ [পত্রাঙ্ক ৫৪]

২২। বীণাপাদ

ইনি বিরূপের বংশধর। ইনি বজ্রডাকিনী দেবীর গুহ্য পূজার পুস্তক লিখিয়াছেন। আমরা ইহাঁর একটি গান পাইয়াছি। উহাতে ১০টি সংস্কৃত, ৫টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৪টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৫টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। ইনি 'সন্ধ্যাভাষায়' বীণা অবলম্বনে এই গানটি লিখিয়াছেন।

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধূতী ॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা ॥ [পত্রাঙ্ক ৩০]

২৩। কুক্কুরিপাদ

ইনি মহামায়ার উপাসক ছিলেন এবং অনেকগুলি বজ্রযানের পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার দুইটি গান পাইয়াছি; তাতে ৯টি সংস্কৃত, ৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ৫৯টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ১৪টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। আমরা যে সকল ক্রিয়াপদের শেষে 'ল' বলি, ইনি প্রায় সে সমস্ত স্থলে 'ড়' ব্যবহার করিয়াছেন এবং 'ভণতি'র স্থলে 'ভণথি' করিয়াছেন।

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ ॥
আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চৌরি নিল অধরাতী ॥
* * *
অইসন চর্য্যা কুক্কুরী পাএঁ গাইড়।
কোড়ি মাঝেঁ একুড়ি অহিঁ সনাইড় ॥ [পত্রাঙ্ক ৫]

২৪। অদ্বয়বজ্র

ইনি অনেকগুলি বাঙ্গালা বই লিখিয়া গিয়াছেন; ইহাঁর বাড়ী বাঙ্গালায় ছিল। ইহাঁর প্রধান বাঙ্গালা গ্রন্থ 'দোঁহানিধিকোষপরিপূর্ণগীতিনামনিজতত্ত্বপ্রকাশটীকা', 'দোঁহাকোষহৃদয়-অর্থগীতাটীকানাম', 'চতুরবজ্রগীতিকা'। সুতরাং অদ্বয়বজ্র বৌদ্ধ-সঙ্কীর্ত্তনের একজন পদকর্ত্তা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এ পর্য্যন্ত তাঁহার একটি বাঙ্গলা গানও পাই নাই।

২৫। লীলাপাদ

ইনি 'বিকল্পপরিহারগীতি' নামে বৌদ্ধকীর্ত্তনের একখানি পদাবলী তৈয়ারি করিয়াছেন। গ্রন্থখানার অনুবাদ তেঙ্গুরে আছে।

২৬। সুগণ

ইনি কানেরিন্ বা আর্য্যদেবের বংশধর। ইনি রত্নাকরশান্তি-লিখিত একখানি সহজযানের গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। এঁর বাঙ্গালা বইএর নাম "দোঁহাকোষতত্ত্বগীতিকা"।

২৭। মৈত্রীপাদ

'গুরুমৈত্রীগীতিকা' নামে ইহাঁর একখানি বাঙ্গালা পদাবলী আছে।

২৮। গুরুভট্টারক ধৃষ্টিজ্ঞান

ইহাঁর দুইখানি বাঙ্গালা পদাবলী আছে। একখানির নাম 'বজ্রগীতিকা', আর একখানির নাম "গীতিকা"।

২৯। মাতৃচেট

ইনি মহাযান-সম্প্রদায়ের একজন বড় গুরু। তাঁহার 'কণিকলেখ' ইতিহাস প্রসিদ্ধ। আমরা যে মাতৃচেটের কথা বলিতেছি, ইনি তাঁহার অন্ততঃ সাত শত বৎসরের পরের লোক। ইহাঁর বৌদ্ধ সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলীর নাম 'মাতৃচেটগীতিকা।'

৩০। বৈরোচন

বৌদ্ধদিগের মধ্যে বৈরোচন নাম প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদিগের মধ্যে এক জনের 'আচার্য্য বৈরোচনগীতিকা' নামে পদাবলী আছে।

৩১। নাড় পণ্ডিত

নাড় পণ্ডিতকে ভুটিয়ারা নারো বলে। ভুটিয়ারা ইহাঁকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ওয়াডেল সাহেব তাঁহার ভুটিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে নাড় পণ্ডিতের চেহারা দিয়াছেন। গোঁফ-দাড়ী কামানো, মাথায় লম্বা চুল, ঠিক যেন আমাদের এখনকার বাউল-সম্প্রদায়ের লোক। ইনি হেরুক ও হেবজ্র প্রভৃতি যুগনদ্ধমূর্ত্তির উপাসক ছিলেন। ইহাঁর প্রভাব এক কালে ভারতবর্ষ ও তিব্বতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহাঁর তিনখানি পদাবলী আছে, দুই-খানির নাম 'বজ্রগীতিকা', আর একখানির নাম 'নাড়পণ্ডিতগীতিকা'।

৩২। মহাসুখতাবজ্র

ইনি 'শ্রীতত্ত্বপ্রদীপতত্ত্বপঞ্জিকারত্নমালা' নামে তত্ত্বপ্রদীপের একখানা টীকা লেখেন। ইহাঁর পদাবলীর নাম 'মহাসুখতাগীতিকা'।

৩৩। নাগার্জ্জুন

মহাযান-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক এবং শূন্যবাদের প্রধান আচার্য্য ইতিহাসখ্যাত নাগার্জ্জুন খৃষ্টের দুই শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। আমাদের নাগার্জ্জুন তাঁহার অনেক পরের লোক। অ্যাল-বেরুনি বলেন যে, তাঁহার এক শত বৎসর পূর্ব্বেও একজন নাগার্জ্জুন ছিলেন। নেপালে একটি গুহা আছে, উহার নাম নাগার্জ্জুনগুহা। উহা চন্দ্রগড়ি পাহাড়ের একটি দুর্গম অংশে অবস্থিত। আমাদের নাগার্জ্জুন বোধ হয়, বেরুনী-কথিত শেষ নাগার্জ্জুন। ইহাঁর সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলীর নাম 'নাগার্জ্জুনগীতিকা'।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি পদাবলীর নাম আমরা পাইয়াছি। যথা,—'যোগি-প্রসর-গীতিকা,' 'বজ্রডাকিনীগীতি,' 'চিত্ত গুহাগম্ভীরার্থগীতি'।

চৈতন্যদেবের অন্ততঃ ৬ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ও পূর্ব্বভারতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণ সঙ্কীর্ত্তনের গান বাঁধিয়া ও নানা রাগ-রাগিণীতে ঐ সমস্ত গান গাইয়া ভারতবাসীর মন বৌদ্ধ ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিতেন। তাঁহারা সচরাচর যে সমস্ত রাগিণীতে গান গাহিতেন, তাদের নাম ;—পটমঞ্জরী, গবড়া, অরু, গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধানশী, রামক্রী, বরাড়ি, শীবরী, বলাড্ডি, মল্লারি, মালশী, কহ্নু গুঞ্জরী, বাঙ্গালা ইত্যাদি।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরা গীতিকা ভিন্ন দোঁহা রচনা করিয়াছেন। এক এক সময় মনে হয় যে, এই দোঁহা হইতেই পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। সরহপাদের 'কখন্ত দোহা' তন্ত্রের মন্ত্র নির্ম্মাণের উপযোগী। সরহপাদের এক দোঁহাকোষ আমরা পাইয়াছি। সহজযানের মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করাই এই দোঁহাকোষের উদ্দেশ্য এবং তাই করিতে গিয়া তিনি ব্রাহ্মণদিগের, ঈশ্বরবাদীদিগের, সাংখ্যের, সৌগতদিগের, এমন কি, মহাযানেরও মতসকলের দোষ দিয়াছেন, সে কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহা ছাড়া তাঁর আরও দোঁহাকোষ ছিল, একখানির নাম 'দোঁহাকোষ-নামচর্য্যাগীতি,' একখানির নাম 'দোঁহাকোষ উপদেশগীতি।' কৃষ্ণাচার্য্যের 'দোঁহাকোষ,' আমরা পাইয়াছি। উহাও সহজযানের পুস্তক। উড়িয্যানিবাসী তেলিপের একখানি 'দোঁহাকোষ' ছিল। বিরূপেরও একখানি 'দোঁহাকোষ' আছে। তাহার পুঁথিকায় লেখা আছে, উহা একখানি সংগ্রহ মাত্র। বিরূপ, কৃষ্ণ, শান্তিকপাদ, পুরপাদ এবং শ্রীবৈরোচন-এই কয়জনের দোঁহা লইয়া উহাতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অনেক সময় গাথা রচনা করিতেন। গাথা রচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। রাজেন্দ্রলাল উহাকে 'গাথাভাষা'ই বলিয়া গিয়াছেন। সেনার উহাকে মিশ্র সংস্কৃত বলিয়া গিয়াছেন। ঐ ভাষায় যে বহুদিন পর্য্যন্ত গাথা রচনা হইতেছিল, এ কথা কিন্তু কেহই জানিতেন না। 'শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা রত্ন-সঞ্চয়-গাথা' খৃষ্টের অন্ততঃ ৬ষ্ঠ শতকে লেখা হয়। কারণ, পাঁচ শতকের পূর্ব্বে 'শতসাহস্রিকা'ই ছিল কি না, সন্দেহ। এই ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার সঙ্গে মিশিয়া অনেক নরম হইয়া আসিয়াছে, অনেকটা চলিত ভাষার মতনই দাঁড়াইয়াছে।

সরহপাদের 'বাদলোপদেশগাথা' নামে একখানি গাথা আছে। সরহপাদের গীতি বাঙ্গালা, দোঁহাও বাঙ্গালা ; গাথাও যে বাঙ্গালা হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর একখানি গ্রন্থ আছে, তার নাম 'সার্দ্ধপঞ্চ-গাথা', সংগ্রহকারের নাম নাগার্জ্জুনগর্ভ। উহাতে শ্রীগিরি, শবর, কর্ম্মপাদ ও নাড়পাদের গাথা আছে। এরূপ গাথা আরও অনেকে লিখিয়া গিয়াছেন।

আমার নিজের সংগ্রহে ও তেঙ্গুরে যে সকল গীতি, গাথা ও দোঁহার নাম পাইয়াছি, তাহাদের মোটামুটি একটা বিবরণ দিলাম। কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও অনেক গীতি, গাথা

ও দোঁহা আছে ; কারণ, আমি গাথা ও গীতির যে কয়খানি টীকা পাইয়াছি, তাহাতে কয়েক জন দোঁহা ও গীতিকারের নাম পাইয়াছি, যাহা এই দুইএর কোন সংগ্রহেই নাই। আর আমি নেপাল হইতে যে সমস্ত বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান ও মহাযানের পুস্তক আনিয়াছি, তাহাতেও মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা গীতি ও দোঁহা পাইয়াছি।

ডাকার্ণব

ডাকার্ণব নামে একখানি পুস্তকে অনেক চলিত ভাষার গান আছে। সে গানগুলি কি ভাষায়, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, আমি সেই অংশগুলি ছাপাইয়া ইয়োরোপে পাঠাইব স্থির করিয়াছি এবং ছাপাইয়াছি। কিন্তু যুদ্ধের জন্য পাঠাইতে পারিতেছি না। তাহারও শেষ দোঁহাগুলি আমার বাঙ্গালা বলিয়া মনে হয়।

রম রম পরম মহাসুখ বজ্জু।
প্রজ্ঞোপায়ই সিজ্জউ কজ্জু॥
সোঅণ করুনা ভাবহু তুম্ম।
সঅল সুরাসুর বুজ্ঝহু জিম্ম॥
জরণ মরণ পড়িহাস ন দিসই।
ইবোহ করহু চিত্ত জিণ না হই॥ [পত্রাঙ্ক ১৬১-৬২]

ইহার উপর আরও একটা কথা বলিয়া রাখি। মীননাথের একটি বাঙ্গালা পদ পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, মীন ও মৎস্যেন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের লোক। চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়ের টীকায় বহিঃশাস্ত্রের বলিয়া আরও দুই একটি বাঙ্গালা পদ তুলিয়াছি। তাহাতে বোধ হয় যে, নাথপন্থের নাথদিগেরও অনেক গ্রন্থ বাঙ্গালায় লেখা হইয়াছিল।

নাথদিগকে সিদ্ধও বলিত, বর্ণনরত্নাকরে তাঁহাদের একটা তালিকা দেওয়া আছে। বর্ণনরত্নাকর এসিয়াটিক্‌সোসাইটীর একখানি তালপাতার পুথি নং ৪৮।৩৪—অক্ষর, বাঙ্গলা—লিপিকাল, ল•সং ৩৮৮। গ্রন্থকার, কবিশেখরাচার্য্য জ্যোতিরীশ্বর, মিথিলায় রাজা হরিসিংহ দেবের সভায় একজন কবি ছিলেন। হরিসিংহদেবের রাজত্বকাল খ্রীঃ অঃ ১৩০০—১৩২১।

পুস্তকে নানাবিধ বর্ণনা দেওয়া আছে ; যথা :—

নগরবর্ণনো নাম প্রথমঃ কল্লোলঃ।
নায়িকাবর্ণনো নাম দ্বিতীয়ঃ কল্লোলঃ।
আস্থানবর্ণনো নাম তৃতীয়ঃ কল্লোলঃ।
ঋতুবর্ণনো নাম চতুর্থঃ কল্লোলঃ।
প্রয়াণবর্ণনো নাম পঞ্চমঃ কল্লোলঃ।
ভট্টাদিবর্ণনো নাম ষষ্ঠঃ কল্লোলঃ।
শ্মশানবর্ণনো নাম সপ্তমঃ কল্লোলঃ।

অথ চৌরাসীসিদ্ধ বর্ণনা—

গ্রন্থকার চৌরাসীসিদ্ধের বর্ণনা করিতেছেন ; কিন্তু মাত্র ৭৬টি নাম পাওয়া যায়।

১ মীননাথ, ২ গোরক্ষনাথ, ৩ চৌরঙ্গীনাথ, ৪ চামরীনাথ, ৫ তন্তিপা, ৬ হালিপা, ৭ কেদারিপা, ৮ ধোঙ্গপা, ৯ দারিপা, ১০ বিরূপা, ১১ কপালী, ১২ কমারী, ১৩ কাহ্ন, ১৪ কনখল, ১৫ মেখল, ১৬ উন্মন, ১৭ কাণ্ডলি, ১৮ ধোবী, ১৯ জালন্ধর, ২০ টোঙ্গী, ২১ মবহ, ২২ নাগার্জ্জুন, ২৩ দৌলী, ২৪ ভিষাল, ২৫ অচিতি, ২৬ চম্পক, ২৭ ঢেণ্টস, ২৮ ভুম্বরী, ২৯ বাকলি, ৩০ তুজী, ৩১ চর্প টী, ৩২ ভাদে, ৩৩ চান্দন, ৩৪ কামরী, ৩৫ করবৎ, ৩৬ ধর্ম্মপাপতঙ্গ, ৩৭ ভদ্র, ৩৮ পাতলিভদ্র, ৩৯ পলিহিহ, ৪০ ভানু, ৪১ মীন, ৪২ নির্দ্দয়, ৪৩ সবর, ৪৪ সান্তি, ৪৫ ভর্ত্তৃহরি, ৪৬ ভীষণ, ৪৭ ভটী, ৪৮ গগনপা, ৪৯ গমার, ৫০ মেণুরা, ৫১ কুমারী, ৫২ জীবন, ৫৩ অঘোসাধব, ৫৪ গিরিবর, ৫৫ সিয়ারী, ৫৬ নাগবালি, ৫৭ বিভবৎ, ৫৮ সারঙ্গ, ৫৯ বিবিকিধজ, ৬০ মগরধজ, ৬১ অচিত, ৬২ বিচিত্ত, ৬৩ নেচক, ৬৪ চাটল, ৬৫ নাচন, ৬৬ ভীলো, ৬৭ পাহিল, ৬৮ পাসল, ৬৯ কমল-কঙ্গারি, ৭০ চিপিল, ৭১ গোবিন্দ, ৭২ ভীম, ৭৩ ভৈরব, ৭৪ ভদ্র, ৭৫ ভমরী, ৭৬ ভুরুকুটী।

সুতরাং মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে একটা প্রবল বাঙ্গালা সাহিত্যের উদয় হইয়াছিল। তাহার একটি ভগ্নাংশ মাত্র আমি বাঙ্গালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি। ভরসা করি, তাঁহারা যেরূপ উদ্যম সহকারে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন, ঐরূপ উৎসাহে বৌদ্ধ ও নাথ-সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করিবেন। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে তিব্বতী ভাষা শিখিতে হইবে, তিব্বত ও নেপালে বেড়াইতে হইবে, কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ, মণিপুর, সীলেট প্রভৃতি প্রান্তবর্ত্তী দেশে ও প্রান্তভাগে ঘুরিয়া গীতি, গাথা ও দোঁহা সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে, অনেক বার হতাশ হইয়া ফিরিতে হইবে। কিন্তু যদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, যাঁহারা এ পর্য্যন্ত কেবল আপনাদের কলঙ্কের কথাই কহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা একেবারেই সত্যকথা কহেন নাই।

চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়

প্রাচীন বঙ্গ-বৌদ্ধ

কবিগণের পদ-সংগ্রহ

ও

তাহার সংস্কৃত টীকা

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ

বৌদ্ধ-সহজিয়া-মতের

অতিপুরাণ বাঙ্গালা-গান

ও

তাহার সংস্কৃত টীকা।

নমঃ শ্রীবজ্রযোগিন্যৈ।

১

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥   ॥
দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥ ধ্রু ॥
সঅল স[মা]হিঅ কাহি করিঅই
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিআই ॥ ধ্রু ॥
এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস
সুনুপাখ ভিতি লাহু রে পাস ॥ ধ্রু ॥
ভণই লুই আম্‌হে সাণে দিঠা
ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইণ ॥ ধ্রু ॥

শ্রীমৎসৎগুরুবক্তৃপঙ্কজরসাস্বাদস্ফুরদ্ধীদয়ো
নত্বা শ্রীকুলিশেশমদ্বয়বিরং শ্রদ্ধাপ্রসন্নাননঃ।
শ্রীলূয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেহপ্যাশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে
সদ্বর্ত্মাবগমায় নির্ম্মলগিরাং টীকাং বিধাস্যে স্ফুটম্॥

১. পুথিতে বজ্রো আছে।

রাগপটমঞ্জরী—কাআতরুবরেত্যাদি। শ্রীমদ্গুরুচরণারবিন্দমকরন্দবিন্দুসন্দোহ-শান্ত2সন্তর্পিতানন্দস্তিমিতহৃ[দ]য়ঃ সত্যবয়মহামোহভ্রমজলধিমধ্যনিমগ্নাংশরণদীনজনসমুদ্ধরণকামো হি সিদ্ধাচার্য্য [২] শ্রীলুইপাদঃ প্রণিধিপ্রেরিতাবতারণার্থং কাঅতরুব্যাজেন শুদ্ধধর্মতাপীঠিকাং প্রাকৃ[ত]ভাসয়া রচয়িতুমাহ কায়েত্যাদি3। রূপাদয়ঃ পঞ্চস্কন্ধাঃ। ষড়িন্দ্রিয়াণি ধাতবো বিষয়াশ্চ গ্রাহ্যগ্রাহকগ্রহণোপলক্ষিতপল্লবত্বাৎ কায়তরুবরত্বেন গৃহীতঃ। নবচেতনত্বাৎ কথং কায়স্তরুবরঃ। নৈষদোষঃ।

তথৈব4 **বহিশাস্ত্রকারৈ**রপ্যৎপ্রেক্ষালঙ্কারপরৈঃ কিঞ্চিদ্ ভেদাধিষ্ঠানং হি সাদৃশ্যমুদীরিতং। কিমুতাস্ত প্রকৃত্যাভাষদোষবশাৎ চাঞ্চল্যতয়া প্রাকৃতসম্বেনাচ্যুতিরূপো হি রাহুঃ। স এব কালঃ। কৃষ্ণপ্রতিপদ্দশায়াং প্রবিষ্টঃ। যস্মাৎ নন্দাভদ্রা5জয়ারিক্তাপূর্ণা5তিথিক্রমেণ সংবৃত্তিবোধিচিত্তমৃগাঙ্কং শোষং নয়তীতি। অয়মত্যর্থং **কৃষ্ণাচার্য্যপাদৈ**রভিহিতঃ

বরগিরি-কন্দর-গুহির জগু সএল চিত্ত টুই।
বিমল-সলিল শোষ যাইয়6 কালগ্নি পইটই।

তথাচ **রতিবজ্রে**—

পতিতে বোধিচিত্তে তু সর্ব্বসিদ্ধিনিধানকে।
মূর্চ্ছিতে স্কন্ধবিজ্ঞানে কুতঃ সি[২ক]দ্ধিরনিন্দিতা॥

তথাচ **সম্পুটোদ্ভবতন্ত্ররাজে**—

অনয়সংকল্পতমোভিভূতং
প্রভঞ্জনোন্মত্ততড়িচ্চলঞ্চ।
রাগাদিদুর্ব্বাররমলাবলিপ্তং
চিত্তং হি7 সংসারমুবাচ বজ্রী॥

তস্মাৎ যে কেচিৎ প্রাদেশিকাঃ পরিপক্ককুশলাঃ ভগবতঃ পঞ্চক্রমপ্র8বেশোপায়ধারণ-পূর্ব্বেণ যুগনদ্ধরূপং সহজানন্দকলং সতত9মবেষয়ন্তি তেঽপি বজ্রোপ[ম]সমাধিং সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্তি।

2. পুঁথিতে নূতন নেওয়ারী অক্ষরে শান্ত ও তাহার পরে পুরাণ বাঙ্গলা অক্ষরে স্ত লিখিয়া মাথায় দুটী দাঁড়ী টানিয়া কাটিয়া দেওয়া আছে।

3. কায়েত্যাদি এই কয়টী অক্ষর নূতন নেওয়ারী অক্ষরে কপালটুকী করিয়া উপরে লেখা আছে।

4. ব অক্ষরটি কপালটুকী করিয়া উপরে নূতন নেওয়ারী অক্ষরে লেখা আছে।

5. ভদ্রা ও পূর্ণার পরে বৃথা এক একটী দাঁড়ী পুঁথিতে আছে।

6. যকারটি নীচে নেওয়ারী অক্ষরে।

7. হিটি কপালটুকী করিয়া নেওয়ারী অক্ষরে।

8. প্র অক্ষরটিও ঐরূপ।

9. সতত শব্দের পর একটী বৃথা দাঁড়ী।

আর্য্যদেবপাদৈরপ্যুক্তং পঞ্চক্রমাম্নপূর্ব্বেণ বিনা নিষ্পন্নক্রমসম্বোধি[ং] সাক্ষাৎকর্ত্তুং ন প্রাপ্যতে।

দিটকরীত্যাদি। অনেনোপাশকসম্বরাস্তরপূর্ব্বা যথা পরিপাট্যাভিষিক্তো যোগিবরঃ সময়-সঙ্কেতদ্রব্যাপহারেণ সদ্‌গুরুমারাধ্যার্দ্ধরাত্রৌ প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেক[ং] লব্ধ্বা দৃঢ়ং যথা ভবতি। তথা মহাসুখং চতুর্থানন্দ[ং] ত্বং পরিমাণয়।

ভণই লুই ইত্যাদি। তস্মিন্ কুলিশারবিন্দসংযোগাক্ষরসুখোপায়ং (সুখোর) শ্রীগুরূন্ পৃষ্ট্বা বিরমানন্দে ব্যাপ্যব্যাপকতয়া সর্ব্বধর্ম্মা[ও]নুপলম্ভরূপং সহজানন্দমহাসুখং অহর্নিশং জানীহি।

তথাচ শ্রীসমাজে—

ন বিনা বজ্রগুরুণা সর্ব্বক্লেশপ্রহাণকং।
নির্ব্বাণঞ্চ পদং শান্ত[10]মবৈবর্ত্তিকমাপ্নুয়াৎ॥

তথাচ নাগার্জ্জুনপাদৈঃ বজ্রজাপে চোক্তং—

গিরীন্দ্রমূর্দ্ধ্নঃ প্রপতেত্তু কশ্চিৎ
নেচ্ছেচ্চ্যুতিং হি চাবতে[11] তথাপি।
গুরুপ্রসাদাপ্তহিতোপদেশঃ
ইচ্ছের মোক্ষঞ্চ তথাপি মুক্তঃ॥

সরহপাদৈরপ্যুক্তং প্রবন্ধে—

যা যা সংসারচক্রং বিরচয়তি মনঃসন্নিযোগাত্মহেতোঃ
সা ধীর্যস্ত [াঃ] প্রসাদা[12]দ্দিশতি নিজভুবং স্বামিনো নিষ্প্রপঞ্চ[ং]।
তচ্চ প্রত্যাত্মবেদ্যং সমুদয়তি সুখং কল্পনাজা(ম)লমুক্তং
কুর্য্যাৎ তস্যাংঘ্রিযুগ্মং শিরসি সবিনয়ং সদ্‌গুরোঃ সর্ব্বকালং॥

শ্রীহেবজ্রেঽপি—

আত্মনা জায়তে পুণ্যাৎ গুরুপর্ব্বোপসেবয়া।

পদান্তরেণ মহারাগনয়সমাধ্যুদ্দীপয়ন্[13]স্তুশংসামা[14]হ।

সঅল সমাহীত্যাদি। ভগবতৈব নয়ভেদেনানংতাপর্য্যন্তাঃ সমাধয়ো দশাকুশলপরিহারায় ইন্দ্রিয়নিরোধায় নির্দ্দিষ্টাঃ। তৈ[ঃক]রত্র সমাধিভিঃ মহারাগনয়ে সুখরহিতত্বাৎ ছদ্মরূপোবধানি নিরর্থৈশ্চ কিঞ্চিন্[15] ক্রিয়তে॥

10. শান্ত শব্দের পর বৃথা একটী অনুস্বার আছে।
11. চাবতের পর একটী বৃথা দাঁড়ী।
12. দ্বা অক্ষরটী কপালটুকী করিয়া নেওয়ারী অক্ষরে।
13. নীচে এই দুটী নেওয়ারী অক্ষরে লেখা আছে।
14. মা অক্ষরটিও নীচে দেওয়া আছে। 15. কিকি ম, পুথি।

অতঃ **শ্রীসমাজে**—

দুষ্করৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈর্মূর্ত্তিঃ শুষ্যতি দুঃখিতা।
দুঃখাদ্বি ক্ষিপ্যতে চিত্তং বিক্ষেপাৎ সিদ্ধিরন্যথা॥ ইতি।

তথাচ **শ্রীহেবজ্রে**—

রাগেণ বধ্যতে[16] লোকো রাগেণৈব বিমুচ্যতে।
বিপরীতভাবনা হ্যেষা ন জ্ঞাতা বুদ্ধতীর্থিকৈঃ॥

ইতি। এবং মহাসুখাবঘাতেন রহিতত্বেন বুদ্ধতীর্থিকো বহুনি দুঃখান্যনুভূয় উৎপদ্যন্তে ম্রিয়ন্তে চ। ন তে তস্য ভাগিনঃ।

তথাচাগমঃ—

তত্ত্বহীনা ন সিধ্যন্তি কল্পকোটিশতৈরপীতিবচনাৎ। মহারা[গ]নয়চর্য্যাম[17]প্যাহ—

শ্রীসমাজে—

পঞ্চ কামান্ পরিত্যজ্য তপোভির্ন্ন চ পীড়য়েৎ।
সুখেন সাধয়েদ্ বোধিং যোগতন্ত্রানুসারতঃ॥

তথাচ **সরহপাদৈঃ**—

তদ্বত্তরচিত্তাঙ্কুরকো বিষয়রসৈর্যদি ন সিচ্যতে শুদ্ধৈঃ।
গগনব্যাপী ফলদঃ কল্পতরুত্বং কথং লভতে॥

মহারাগনয়চর্য্যার্থনিন্দিসাক্ষাৎপ্রমাণান্ত[18]ন্তেষাং বিত[৪]থজ্ঞানাভিনিবিষ্টানাং আগ্রহখণ্ডনার্থং তৃতীয়পদমাহ।

এড়িএউ ইত্যাদি। পশ্চা[19]জ্জন্দযোজ্ঞিয়ানকরণান্নিবদ্ধদ্বিহায় শূন্যতাপক্ষকেতি নৈরাত্ম্যধর্ম্মপাশমিতি সমীপং তদীয়ালিঙ্গনং কুরু। রে সম্বোধনং। ভো মোক্ষশীলাঃ।

তথাচাগমঃ—

এতানি তানি শিখরাণি সমুন্নতানি
সৎকায়দৃষ্টিবিপুলাচলসংস্থিতানি।
নৈরাত্ম্যবোধকুলিশেন বিদারিতাত্মা
ভেদপ্রয়াতি সহজৈরপি দুঃখশৈলৈঃ॥

16. তে অক্ষরটী কপালটুকী করিয়া উপরে দেওয়া আছে। 17. ম অক্ষরটী নীচে।

18. ন্তটী নীচে।

19. পুথিতে বাঙ্গালা অক্ষরে ধর্ম্মা ছিল; কপালটুকী করিয়া উপরে দেওয়ানী অক্ষরে পশ্চা লেখা আছে। কেহ পড়িবার সময় শুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

চতুর্থপদেন যথাভূতধর্ম্মমাহাত্ম্যদৃষ্টপ্রত্যয়তামাহ—

ভণই ইত্যাদি।—আদিসিদ্ধাচার্য্যলূয়ীপাদ এবং বদতি, ময়া লূয়ীপাদেন সিদ্ধাচার্য্যেণ ধ্যানবসেনেতি। মনোবিজ্ঞানে বিষয়েন্দ্রিয়বলম্বত্বাৎ। শ্রীগুরৌ চতুর্থোপদেশলব্ধাভ্যাসেন যুগনদ্ধরূপং দৃষ্টং।

তথা চাগ[২০]মে—

ইন্দ্রিয়াণি স্বপন্তীব মনোন্তর্বিশতীব চ।
নষ্টচেষ্ট ইবাভাতি কায়ঃ[২১] সংসুখমূর্চ্ছিতঃ॥

ধমনং[২২] শশিশুদ্ধালিনা চবণং রবিশু[৪ক]দ্ধ্যা কালিনা তদ্ভভাভ্যামাসনং কৃত্বা স্বদেবতাহঙ্কারোপবিষ্টঃ সন্ সাক্ষাৎ কৃতং।

তথাচ দ্বিকল্পে—

আলিকালিসমাযোগে বজ্রসত্ত্ব বিষ্টরং ইতি॥১॥

২

রাগ গবড়া

কুক্কুরীপাদানম্।

টুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥
আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী
কানেট চৌরি নিল অধরাতী॥ ধ্রু॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥ ধ্রু॥
দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ
রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥ ধ্রু॥
অইসন চর্য্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইড়
কোড়ি মঝেঁ একুড়ি অহিঁ সমাইড়॥ ধ্রু॥

তমেব মহাসুখরাজ্যানং স্বানন্দাসবপানপ্রমোদমনসা কুক্কুরীপাদাঃ সন্ধ্যাভাষয়া প্রকটয়িতুমাহঃ।

২০. গ অক্ষরটী নীচে নেওয়ারী অক্ষরে।
২১. বিসর্গের পর বৃথা একটী দাঁড়ী।
২২. পাঠে আছে ধমণ চমণ; টীকায় আছে ধমন ও চবন।

হুনীত্যাদি—স্বয়াকারং যস্মিন্ লীনং গতং মহাসুখকমলং। ছলিসন্ধ্যাসঙ্কেতে বোদ্ধ(ধ)ব্যং। কর্ম্মমুদ্রাপ্রসঙ্গাৎ আনন্দাদিক্রমদ্বারেণ তস্ত দোহনং সংবৃত্তিবোধিচিত্তং তৎ অবধূতীমা[৫]র্গেণ গত্বা পীঠকে বজ্রমণৌ পতৎ ধরণং ন যাতি। বালযোগিনস্তস্ত ধরণে ন সমর্থাঃ॥

তথাচ **কৃষ্ণাচার্য্যপাদাঃ**—

> এহু সে হুবরণ ধর[23]ণিধর সমবিষম উত্তারণ পাবই।
> ভণই কাহ্নু দুল্লক্ষ্য দুরবগাহ কো মণে পরিভাবই॥

তস্মাৎ গুরুপারম্পর্য্যক্রমজনিতযোগীন্দ্রাঃ কায়বৃক্ষস্ত ফলং তদেব বোধিচিত্তং চিঞ্চাফলবৎ বক্রং। কুম্ভীরমিতি। বিলক্ষণপরিশোধিতকুম্ভকসমাধিনা স্বাঙ্গভবক্রমেণ চ তস্ত ভক্ষণং নিঃস্বভাবীকরণং কুর্ব্বন্তি।

ধ্রুবপদেন দৃঢ়ীকুর্ব্বন্নাহ—

অঙ্গনমিতি। ব্যুত্থানবাতমুৎপ্রেক্ষাপ্রবেশঞ্চ বোদ্ধব্যং। বিআতীতি আত্মনি পরিশুদ্ধাবধূতীরূপমধিমুচ্য যোগীন্দ্রো বদতি ভোঃ পরিশুদ্ধাবধূতীকে শৃণু প্রথমং বজ্রজাপোপদেশেন বিরমানন্দাবধূতীগৃহমুত্তরং নয়। তস্মিন্ গৃহে পুনরর্দ্ধরাত্রৌ চতুর্থীসন্ধ্যায়াং কানেট ইত্যাদি। তদেব প্রবেশাদিবাতদোষবিভবং সহজানন্দচৌরেণ হৃতং।

দ্বিতী[৫ক]য়পদেন তমেবার্থং প্রতিনির্দ্দেশয়তি।

সসুরেত্যাদি[24] স্বরিতাদিশ্বাসং চতুর্থান[ন্দং] যোগনিদ্রাং নীত্বা হবধূতীশব্দসন্ধ্যায়া অনাদিভববিকল্পঞ্চ ধৃত্বা প্রকৃতিপরিশুদ্ধাবধূতীরূপেণ যোগিভ্যোহপ্যহর্নিশং জাগরণং কুর্ব্বন্তি। কানেট্টং[25] প্রভাস্বরচোরেণ প্রবেশাদিবাতদোষো যদা নীতস্তদা গ্রাহ্যাভাবে যোগীন্দ্রো দশদি। কাপি কিঞ্চিন্ন[26] প্রার্থয়তি।

দ্বিতীয়পরিশুদ্ধাবধূতীভেদেন সত্যদ্বয়স্তাম্বুশংসামাহ—

দিবসই ইত্যাদি। মুদ্রাগুধ্যাসয়[27] ভেদেন সা অবধূতীকা সংবৃত্ত্যা শুক্ররূপেণ ত্রৈলোক্যং নির্ম্মায় পুনঃ স্বয়মেব দিবাদিজ্ঞানমুৎপাস্ত কাড়ই ইতি। কায়কালপুরুষায় বিভেতি সম্রস্তা ভবতি।

তথা **চা[গ]মঃ**—

> যথা চিত্রকরো রূপং যক্ষস্যাতিভয়ঙ্করং।
> সমালিখ্য স্বয়ং ভীতঃ[28] সংসারেহপ্যবুধস্তথা॥

যাতীতি। প্রজ্ঞাজ্ঞানেন প্রকৃতিপরিশুদ্ধাবধূতিকা পঞ্চস্কন্ধাদীন্ অভিষিচ্য। কামরূপিতি। স্বয়মেব মহাসুখচক্রস্বস্থানে নির্ব্বিকল্পং গচ্ছতি। [৬]

23. র উপরে নেওয়ারী অক্ষরে।
24. গানে আছে সুসুরা; টীকায় সসুরা।
25. গানে কানেট, টীকায় কানেট্ট।
26. পুথিতে ন স্থানে না আছে।
27. পুথিতে অধ্যাসয়ে আছে।
28. পুথিতে ভীতিঃ।

তথাগমঃ। স্বস্থানস্থঃ সহজপবনঃ কল্পনাজালমুক্তঃ
শান্তস্তোষং কিমপি জনয়ত্যেষ শুণস্বভাবঃ।
অস্মাদ্[২৯]গুর্ব্বাহিতবহুকৃপোপায়হেতোরবাধ্য-
সংসারেঽস্মিন্ প্রভবতি সদানন্দসম্বার্থকৃত্যঃ॥

অতিদৌর্লভ্যপ্রতিপাদনা[য়] চতুর্থপদমাহ—

অইসনীত্যাদি। ঈদৃশ্ভীবনিষ্প্রপঞ্চচর্য্যা যোগীন্দ্রস্য স্থিতির্ব্বিহরণাদিকং কুক্কুরীপাদেনৈবাভিহিতং। অস্যার্থো যোগি[৩০]কোটীনাং মধ্যে যস্তেকযোগিহৃদয়েঽন্তর্ভবতীতি।

তথাচ কৃষ্ণাচার্য্যপাদাঃ—

লোঅ গব্ব সমুব্বহই হউঁ পরমথে পবীণ
কোড়িঅ মঝেঁ একু জই হোই নিরঞ্জনলীন ॥২॥

৩

রাগ গবড়া

বিরুবাপাদানাং। এক সে শুণ্ডিনি[৩১] দুই ঘরে সান্ধঅ
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ ॥ ধ্রু ॥
সহজে থির করী বারুণী সান্ধে
জেঁ অজরামর হোই দিট কান্ধ(ন্ধঃ) ॥ ধ্রু ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ
আইল গরাহক অপণে বহিআ[৬ক] ॥ ধ্রু ॥
চউশঠী ঘড়িয়ে দেট পসারা
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥ ধ্রু ॥
এক স ডুলী সরুই নাল
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল ॥ ধ্রু ॥

পরিশুদ্ধভেদেন তামবধূতিকাং বিরুআপাদাঃ পরমকরুণাম্রেড়িতমনসা নিঃসংশয়ং প্রকটয়িতুমাহঃ—

এক সে শুণ্ডিনীত্যাদি। এককা ষট্পথযোগাৎ সা অবধূতিকা শুণ্ডিনী উর্দ্ধনাসা ঘন্টিকারন্ধ্রে চন্দ্রসূর্য্যৌ বামদক্ষিণৌ প্রৌঢ়যোগী বলবন্তৌ যৌ সন্ধয়তি মধ্যমায়াং প্রবেশয়তি।

২৯. পুঁথিতে অস্মাৎ এর পর দাঁড়ী আছে। ৩০. পুথিতে গী।
৩১. পুথিতে শুণ্ডিনিী আছে। ৩২. গরাহকের পর একটি দুখা দাড়ী আছে।

এতেন স্বাধিষ্ঠানং দ্রঢ়য়তি। পুনঃ স্বয়মেব আগত্যাধোনাসায়াং বজ্রমণিশিখরগুসিরে বোধিচিত্তং বিন্দুমবিস্রাবীজদ্বেষ(যা)কঙ্করহিতেন প্রভাস্বরেণ গুরূপদেশাদভিসন্ধ্য বারুণীতি সুখপ্রমোদত্বাৎ বোধিচিত্তং বন্ধয়তি।

ধ্রুবপদেন পরমার্থবোধিচিত্তং দৃঢ়ীকুর্ব্বন্নাহ—

সহজেতি। বজ্রগুরুপ্রসাদাৎ বিরমানন্দেন সহজানন্দং স্থিরীকৃত্য ভো বালযোগিন্। বারুণীতি সন্ধ্যাবচনেন তদে[ৎ]ব সংবৃত্তিবোধিচিত্তং বোদ্ধব্যং। তস্য বোধিচিত্তস্য স্বাধিষ্ঠান-গতস্যাক্ষরতাসুখপাশেন বন্ধনং কৃত্বা যেনাভ্যাসবিশেষেণাহজরামরত্বং দৃঢ়স্কন্ধং লভসে তৎ কুরু।

তথাচ যোগরত্নমালায়াং33—

দৃঢ়ং সারমশৌষীর্য্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণং।
অদাহী অবিনাশী চ শূন্যতা বজ্র উচ্যতে॥

পদান্তরেণাস্য প্রতিনির্দ্দেশমাহঃ—

দশমীত্যাদি। বৈরোচনদ্বারেঽপি মহারাগসুখপ্রমোদচিহ্নং দৃষ্ট্বা গন্ধর্ব্বসত্ত্বো হি স্বয়মেবাগত্য তেন দ্বারেণ প্রবিশ্য মহাসুখকমলরসপানেন স্বচিত্তপ্রীণনং করোতি।

তথাচ কৃষ্ণাচার্য্যপাদাঃ—

এবংকার বীঅলই কুসুমিঅ অরবিন্দ
হো মহুঅররূপং সুরঅবীর জিংঘই মঅরন্দ।
ভণই কাহ্নু মণ কহবি ণ ফিটই
ণিচল পবণ ঘরণি ঘরে বট্টই॥

চতুর্থোপদেশমাহ—

এক ঘ ডুলীত্যাদি। সৈব34 পূর্ব্বোক্তাবধুতিকা সংবৃত্তিপরমার্থসত্যদ্বয়ং ঘটতীতি কৃত্বা ঘটী35 আভাসদ্বয়নিরোধাৎ[সূক্ষ্ম]রূপা। বিরূপাপাদাঃ এবং বদন্তি। তয়া শুক্রনাড়িকয়া36 গুরোরুপদেশাৎ তমপতিতং বোধিচিত্তং স্থৈর্য্যং কৃত্বা নিস্তরঙ্গরূপেণ চালয়।

তথা সেকোদ্দেশে—

যাবন্নো প[ত]তি প্রভাস্বরময়ঃ শীতাংশুধারাদ্রবো
দেবীপদ্মদলোদরে সমরসীভূতো জিনানাং গণৈঃ।
স্ফূর্জ্জদ্বজ্রশিখাগ্রতঃ করুণয়া ভিন্নং জগৎকারণং
গর্জ্জদ্ধীকরুণাবলম্ব37 সহজং জানীহি রূপং বিভোঃ। ৩।

33. পুথিতে চাগমবেলায়াং আছে তাহার মধ্যে আগমথে কাটিয়া উপরে যোগরত্নমা তুলিয়া দিয়াছে
34. পুথিতে সেব আছে।
35. গানে আছে এক স ডুলী, টীকায় আছে এক ঘড় লী, ব্যাখ্যায় আছে ঘটতীতিকৃত্বা ঘটী।
36. নাড়িকায়া কায়ের আকারটী বৃথা।
37. পুথিতে এই অক্ষরগুলি প্রায় মুছিয়া গিয়াছে।

৪

রাগ অরু

গুণ্ডরীপাদানাং।

তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী
কমলকুলিশঘাণ্টে করহুঁ বিআলী ॥ ধ্রু ॥
জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি ॥ ধ্রু ॥
খেঁপহু জোইনি লেপ ন জায়
মনিকুলে বহিআ ওড়িআণে সমায় ॥ ধ্রু ॥
সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল
চান্দসুজবেণি পখা ফাল ॥ ধ্রু ॥
ভণই গুডরী অহ্ মে কুন্দুরে বীরা
নরঅ নারী মঝেঁ উভিল চীরা ॥

তমেবার্থং শ্রীহেরুক38চ[৮]র্য্যাবগমেন গুণ্ডরীপাদা অস্ত্রেষু নিঃস্বভাবং প্রতিপাদয়ন্তি—

তিয়ড্ডেত্যাদি39। ললনা-রসনা-অবধূতিকা নাড্যঃ ত্রিনাড্যং চাপয়িত্বা নিরাভাসীকৃত্য সৈব পরিশুদ্ধাবধূতিকা নিরাত্মযোগিনী। অঙ্কবালীতি। অঙ্কং স্বচিহ্নং সাধকায় দদাতি। তং পালয়তি চ। অথবা বিচিত্রাদিলক্ষণযোগেনানন্দাদিক্রমং দদাতি। পুনঃ সৈব ভাবকস্তাবিরতাভিযোগাদাশ্বাসং দদাতি। কমলকুলিশমিতি। ভো যোগিবর সম্যক্‌কুলিশাজসংযোগঘট্টৌ আনন্দসন্দোহত্বয়া। বিকালিমিতি কালরহিতাং মহামুদ্রাং সিদ্ধিং সাক্ষাৎ কুরু। অতএব মহাসুখ(খং)লম্পটোঽহং ভাব[...]॥

এবং বদতি।

ভো নৈরাত্মযোগিনি ত্বয়া বিনা ক্ষণৈকং দুর্ব্বারবেগচপলত্বাৎ প্রাণবাতধারণে ন সমর্থোঽহং।

তথা চা[গ]মঃ—

উৎপাদস্থিতিভঙ্গেষু অন্তরাভবসংস্থিতিঃ।
যাবতী কল্পনা লোকে বায়ুশ্চিত্তবিজৃম্ভিতং ॥

[...]ব বক্তুং সহজানন্দং পুনশ্চ্ স্বয়িত্বা কমলরসমিতি [৮-ক] উষ্ণীষকমলমধুমদনং পরমার্থবোধিচিত্তং গুরুসম্প্রদায়াদ্বিরমানন্দকালিঞ্জরসময়ে করোমি(মী)।

38. পুঃ হেরুকাচর্য্যা। কাদ্যের আকারটী পুথ্য।
39. গানে, তিঅড্ডা; টীকায়, তিঅড্ডা।

তথা চ **শ্রীহেবজ্রে**—

অভব্যঃ ডিণ্ডিমং প্রোক্তং ভব্যং কালিঞ্জরম্ম[হৎ]।

পদান্তরেণ যোগিন্দ্রানুশংসামাহ (অনুসগমাহ)—

খেপেত্যাদি। ক্ষেপাৎ স্বস্থানযোগাৎ সা বোধিচিত্তরূপা নৈরাত্মযোগিনী বিলক্ষণ-শোধিতা-হনন্দেন মণিমূলেন মোহমলাবলিপ্তা ভবতীতি। পুনস্তস্মিন্ ক্রীড়ারসমনুভূয় মণিমূলাদূর্দ্ধং গত্বা গত্বা মহাসুখচক্রে অন্তর্ভবতীতি। অতঃ **কৃষ্ণাচার্য্যপাদৈ**রভিহিতং

এহ সো গিরিবর কহিঅ মই এহসে মহাসুহ ঠাব।
এক্কু রঅণি মহ সহজ খণ্ড লব্ভই মহাসুহ জাব॥

তৃতীয়পদেন পরিশুদ্ধিমাহ—

সাসু ইত্যাদি। প্রথমং তাবৎ যোগীন্দ্রেণ দেবতাযোগপূর্ব্বকং কায়বজ্র[ং]দৃঢ়ীকৃত্য বজ্রজাপোপদেশেন চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ পক্ষগ্রহং খণ্ডয়িত্বা বাগ্‌বজ্রং স্থিরীকৃত্য চিত্তবজ্রদৃঢ়ীকরণায় বির[৯]মানন্দাবধূতিকা সহজানন্দৈকলোলীভাবং ন শ্বাসমাগারং সুমেরুশিখরং নীত্বা। কুঁ-কেতি। তাল সম্পুটীকরণে মণিমূলদ্বারনিরোধং কর্ত্তব্যমাত্মানং সংবোধ্য স্বয়মেব বদতা-পূর্ব্বিকাং।

তথাচ **কৃষ্ণাচার্য্যপাদাঃ**—

জহি মণ পবণ গঅণ দুআরে দিট তাল বিদিজ্জই
জই ত সুখো40র অন্ধাঁরে মনি দিব হো কিজ্জই।
জিণ41 রঅণ উঅরে জই অম্বরু ছুঅই
ভণই কহ্ন ভব ভুঞ্জন্তে নিব্বাণ বিসিস্সই॥

বজ্রোপমসমাধিসাক্ষাৎকারণেন সিদ্ধাচার্য্যো হি গুড্ডরী42 স্বয়মেব অনুশংসামাহ—
ভণ ইত্যাদি। অন্তেষাং সম্প্রদায়বহির্মুখযোগিনীযোগিনাং মধ্যে কুন্দুরেণ। দ্বীন্দ্রিয়সমাপত্তি(ত্তিং)-যোগাক্ষরসুখেন ক্লেশারিমর্দ্দনাদ্বীরোঽহম্। পুনরপি তেষাং মধ্যে। চীরমিতি। যোগীন্দ্র-চিহ্নমষ্টগুণৈশ্বর্য্যাদি ময়োক্তমভিজ্ঞাসন্দর্শনার্থং ।৪।

40. পুথিতে প্রথম হুত্তর লিখিয়াছিল পরে ত কাটিয়া উপরে যো করিয়া দিয়াছে।

41. জিণ এই শব্দের পর একটী বুখা ণ কি শ আছে।

42. গানের মাথায় আছে গুণ্ডরী, গানের ভণিতায় আছে গুড্ডরী, টীকায় আছে গুড্ডরী। চর্য্যাপদ যিনি রচনা করিয়াছেন, তাঁহার নামের এই তিন রূপ বানান একই স্থানে পাওয়া গেল।

৫

রাগগুঞ্জরী

চাটিল্লপাদানাম্। ভবণই গহ[৯ক]ণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী ।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী ॥ ধ্রু ॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গটই ।
পারগামি লোঅ নিভর তরই ॥ ধ্রু ॥
ফাড্ডিঅ মোহতরু পটি জোড়িঅ ।
আদঅদিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ ॥ ধ্রু ॥
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী ।
নিয়ড্ডী বোহি দূরস জাহী ॥ ধ্রু ॥
জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী ।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তরসামী ॥

তমেব যথাভূতার্থঞ্চাটিল্লপাদাঃ শব্দান্তরেণ প্রকটয়ন্তি—

ভ[ব]ণই ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্তলল43নারসনাস্তাভাষ44ত্রয়ং পারাব[া]রগম্ভীরত্বেন নদীসন্ধ্যয়া বোদ্ধব্যং। দিবারাত্রৌ চ সন্ধ্যায়াং বিষয়োল্লোলমুৎপন্ততে45 বিনশ্যতি চ। অতএব গহন[ং] ভয়ানকং। প্রকৃতিদোষাদ্ গভীরং। ষট্পথদ্বারেণ মূত্রপুরীষাদিকং চ প্রবহতীতি। অতএব অন্তদ্বয়ং পারাবারং বামদক্ষিণং চিখিলমিতি প্রকৃতিদোষপঙ্কানুলিপ্তং। মধ্যে তস্যা[ঃ]থাহং। অবধূত্যাঃ প্রমা[১০]ণস্বরূপং কর্ত্তু[ং] ন পার্য্যতে বালযোগিনা।
ধ্রুবপদেন চতুর্থানন্দমুদ্দীপয়ন্না[হ]।

ধর্ম্মার্থং স্বলক্ষণধারণাৎ ধর্ম্মঃ ঘটপটস্তম্ভকুম্ভাদিভূতবিকারঃ। তস্য স্বরূপেণ নাস্তি রূপমিতি ॥ **শ্রীহেরুকতন্ত্রতত্ত্বপটলোক্ত**-বিচারানুপলম্ভতয়া। চাটিলসিদ্ধাচার্য্যঃ। শক্রমমিতি সংবৃত্তিপরমার্থয়োরৈক্যং46গুরুসম্প্রদায়াৎ(র)। ঘটয়তি তথা চ **সরহপাদাঃ**॥

সুণ্ণ করুণ জো পুণু জোহণ বেন বিকসই
ণো ভবণো নিব্বাণে থক্কই।
অহবা কেবল করুণা ভাবই
জম্মসহস্সেঁ মোক্‌খ ন পাবই ॥

43. অএর পর বৃথা একটী আকার আছে।
44. পুথিতে ভারে ছিল, কাটিয়া উপরে ভাব করিয়া দেওয়া আছে।
45. উৎপদ্যতে এই শব্দের পর পুথিতে একটী বৃথা আকার আছে।   46. পুথি, রৈক্যং।

অনেন সিদ্ধাচার্য্যোপায়েন মোক্ষোৎসুকা যে47 যোগিনঃ। তেঽপি নিয়তং সংসারসমুদ্রস্য পারঙ্গচ্ছন্তীতি।

পদান্তরেণোক্তার্থব্যক্তিকরণমাহ—

ফাড়িঅ48 ইত্যাদি। মোহতরুং বিষয়ং ব্যায়ুতিব(বি)শাৎ তমেব সংবৃতিবোধিচিত্তবৃক্ষং পাটয়িত্বা তস্য বিষয়গ্রহং খণ্ডয়িত্বা সততালোকং পাটকেন সহ একীকরণং ঘটয়তি। পুনরস্য ফ[১০ক]লপ্রতিপাদনায় যুগনদ্ধপরশুনা দৃঢ়ং করোতীতি।

তৃতীয়পদেন মার্গস্য অনুশংসামাহঃ—

সাঙ্কম ইত্যাদি। স্বাধিষ্ঠানপ্রভাস্বরয়োরৈক্যং সংক্রমং জিনস্য সত্ত্বানাং সংসারসমুদ্রপারকরণায়। ভো যোগিনঃ। তত্রারূঢ়ে সতি বামদক্ষিণচন্দ্রসূর্য্যাভাসৌ পূর্ব্বং বজ্রজাপং নিরোধ্যাং পুনরপি পশ্চাদ্ভাব[ং] মা চিন্তয়িষ্যথ। এতেনাভ্যাসবশেন বোধিমহামুদ্রাসিদ্ধি র্ন দু[র]তরা। অতীব সন্নিহিতেব। ততো বিমার্গং মা যতথা দূরং মা গচ্ছথ ইত্যর্থঃ।

যোগাস্পদেন চতুর্থপদমাহ—জই তুম্হেত্যাদি। আভাসত্রয়মহামোহনষ্টাঃ পারগমনঃ যদীচ্ছতে ভো যোগিনস্তদা সিদ্ধাচার্য্যোপদেশপারম্পর্য্যেণানুত্তরধর্ম্মস্বামিনমাহ—পৃচ্ছথেতি। অতএব সহজানন্দোপদেশং জানাম্যহং নিশ্চিতমিতি। অন্যযোগিনস্তথাবিধং জানন্তি। পুস্তকদৃষ্টগর্ব্বত্বাৎ।

তথাচ **কৃষ্ণাচার্য্যপাদৈ**রভিহিতং **দোহাকোষে**—

সহ একু পব অচ্ছিতহিং [১১] ফুড় কাহ্নু পরিজানই।
বহু সব্বাগম পঢই শুণই বট কিম্পি ণ জানই ॥ ৫ ॥

রাগপটমঞ্জরী

ভুসুকুপাদানাম্। কাহেরি ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস ॥ ধ্রু ॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি ॥ ধ্রু ॥
তিণ ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী ॥ ধ্রু ॥
হরিণী বোলঅ হরিণা সুণ হরিআ তো।
এ বণ চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥ ধ্রু ॥

47. পুথি, যোক্ষোৎসুকা 48. পাদে, ফাড়িঅ; টীকায়, ফাড়িঅ।

তরঙ্গন্তে হরিণার খুর ন দীসঅ ।
ভুসুকু ভণই মুঢা হিঅ হি ণ পইসঈ ॥ ধ্রু ॥

তমেবার্থং পরার্থায় করুণান্দোলিতচিত্তেন ভুসুকুপাদো হরিণাশব্দসন্ধ্যাভাষয়া কথয়তি—

কাহেরে[49]ত্যাদি। অনাদিকালমাদায়াসংপ্রজন্তদোষেণ মৃত্যুমারবিষাবেষ্টিতঃ সন্ মারমা[রে]রিতি হাকং মম চিত্তহরিণেন শ্রুতং। ইদানীং গুরুচরণরেণুপ্রভাবাৎ তং বিহায় সর্ব্বধর্ম্মানুপলম্ভতয়া গ্রাহ্যগ্রাহকাভাবত্বাৎ কাপি গৃহী[১১ক]ত্বা মুক্ত্বা স্থিতোঽহম্।

ধ্রুবপদেন দৃ[ঢ়]য়তি—

অপণেত্যাদি অত এবং স্বয়ং কৃতাবিশ্বাসাৎসর্ব্যদোষেণ চাঞ্চল্যতয়া পু[ন]ঃ স এব চিত্তহরিণঃ(ণাঃ) সর্ব্বেষাং বদ্ধবৈরী। ক্ষণমপি চিত্তং চিত্তহরিণং বিহায় ভুসুকুপাদাঽথেটিকঃ। সদ্‌গুরুবচনবাণেনান্যং প্রহরতি। তমেবমিতি।

তথাচ **বোধিচর্য্যাবতারে**—

ইমং চর্ম্মপুটং তাবৎ স্ববুদ্ধ্যৈব পৃথক্ কুরু
অস্থিপঞ্জরতো মাংসং প্রজ্ঞাশস্ত্রেণ মোচয় ॥
অস্থীন্যপি পৃথক্ কৃত্বা পশ্য[50]জ্ঞানমনন্ততঃ
কিমত্র সার[51]মস্তীতি স্বয়মেব বিচারয় ॥

চিত্তহরিণস্য নিঃসংশয়ং প্রতিপাদনায় আহ—

তিণ ন খণ্ডই[52] ইত্যাদি। যথা বাহ্যৈর্মৃগৈঃ তৃণচ্ছেদনির্ঝরপানং ক্রিয়তে তদ্বৎ চিত্তহরিণয় করোতি। বিশিষ্ট বিচারস্বরূপেণ তয়োঃ চিত্তপবনয়োঃ নিলয়ং নিবাস ইন্দ্রিয়দ্বারেণ নাবগম্যতে।

তথাচ **কৃষ্ণাচার্য্যপাদৈ**রভিহিতং **দোহাকোষে**—

বরগিরিশিহর উতুঙ্গ থলি শব[১২]রেহিং কিঅবাস।
নৌ লংঘির পঞ্চাননৌহং করিবর দূরি নিবাস ॥

তৃতীয়পদেন কায়পবনবিষয়পল্লবোপসংহারমাহ—

হরিণীত্যাদি। বিষপানভবগ্রহান্ (ণ) হয়তি খণ্ডয়তি। হরিণীতি সন্ধ্যাভাষয়া সৈব জ্ঞানমুদ্রা নৈরাত্মা ভাবকস্যাভ্যাসপ্রকর্ষবশাৎ আষাসং ভো চিত্তহরিণ[53] অস্য কায়বনস্য কায়গ্রহং বিহায় ঘন্মহাসুখকমল[54]বনং গত্বা বিভ্রান্তি বিকল্পৈশ্চচার(রঃ)।

49. গানে, কাহেরি; টীকায়, কাহেরেত্যাদি।
50. পুঁথি, পঞ্চম।
51. পুঁথি, সারে
52. গানে, ছু পই; টীকায়, খণ্ডই।
53. পুঁথি কাটিয়া উপরে তোলা আছে চিত্তহরিণ।
54. পুঁথি, কমলবলবনং

তথাচ **সহজসম্বরে**—

সর্ব্বব্যাপি নিরাভাষি করুণৈকরসং মনঃ।
আলিঙ্গতি ঝটিত্যেষা বৃষস্তন্তী চ শূন্যতা ॥

চতুর্থপদেনাধিমাত্রাধিমাত্রস্তাম্নুশংসামাহ—

তরংগতে[55] হরিণা ইত্যাদি। সহজজ্ঞানাববোধেন যোগিনস্তস্য স্বচিত্তহরিণস্যাবয়বাদি—বিকল্পং ন কল্পয়ন্তি[56]। যেহপি বহিঃশাস্ত্রাগমাভিমানিনঃ পণ্ডিতাস্তে[57]হপ্যস্মিন্ ধর্ম্মে সংমূঢ়া দূরতরাঃ। ভুসুকুপাদসিদ্ধাচার্য্যো হি বদতি তেষাং হৃদয়ে কিঞ্চিৎ তত্ত্বোন্মীলি(ল)তমাত্রং ন ভবতীতি। যদুক্তং [১২ক] ভগবতা **চতুর্দেবীপরিপৃচ্ছামহাযোগতন্ত্রে**।

চতুরাশীতিসাহস্রং ধর্ম্মস্কন্ধে মুনেঃ + + ।
তত্ত্বং যে ন [হি] জানন্তি তে সর্ব্বে(র্ব্বে) নিষ্ফলায় বৈ ॥ ৬ ॥

৭

রাগ পটমঞ্জরী

কাহ্নুপাদানাম্।

অলি-এঁ কালি এঁ বাট[58] রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নু কহিঁ[59]গই করিব নিবাস
জো মনগোঅর সো উআস ॥ ধ্রু ॥
তেতিনি তেতিনি তিনি হো ভিন্না
ভণই কাহ্নু ভবপরিচ্ছিন্না ॥ ধ্রু ॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা ॥ ধ্রু ॥
হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বট্টই
ভণই কাহ্নু মোহিঅহি ন পইসই ॥ ধ্রু ॥

55. পাঠে তরঙ্গন্তে; টীকায় তরং গতে।
56. পুঁথি, কল্পয়ন্তি।
57. পুথি পণ্ডিতাস্তে।
58. পুথিতে, বাট ও রুন্ধেলা এই দুইটী শব্দের মধ্যে একটী বৃথা একার আছে।
59. কহিব গই এই দুই শব্দের মধ্যে একটি বৃথা ব আছে।

জগদর্থকরুণাভারস্তিমিতহৃদয়াঃ কৃষ্ণাচার্য্যপাদাস্তমেবার্থং বিশেষ[া]য়তু[ম্] আহুঃ—আলীত্যাদি[৬০]। উক্তার্থস্বদেবতাযোগপূর্ব্বক[৬১] বজ্রজাপোপদেশং লব্ধা কৃষ্ণাচার্য্যেণালিনা লোকজ্ঞানেন কালিনা লোকভাসেন চ একীকৃত্যাবধূতীমার্গং সুদৃঢ়ং রুদ্ধতং পুনঃ স[১৩]-দগ্‌ গুরুপ্রসাদাৎ প্রকৃতিপরিশুদ্ধাবধূতিকারূপেণ কৃষ্ণাচার্য্যপাদা বিশিষ্টমনসো ভূতাঃ।

কাহ্নু কহিঁ গই ইত্যাদি। ধ্রুবপদেন নিজবাসারোপণখণ্ডনমাহুঃ। স্বয়মেবাত্মানং সম্বোধ্য বদন্তি। ভোঃ কৃষ্ণবজ্রপাদাঃ ব্যাপ্যব্যাপকরূপেণ সুখেন ব্যাপিতং জগৎ ইতি। শ্রীমদ্ধেরুক-তন্ত্ররাজো[৬২]ক্তার্থ[৬৩]মামুখীকরণাৎ কুত্র স্থানে অস্মাভির্নিবাসঃ করণীয়ঃ স তন্ময়ত্বাৎ। যেঽপি যোগিনো মনোগোচরা মনেন্দ্রিয়বোধপ্রধানা ভবন্তি তেঽপ্যস্মিন্ ধর্ম্মে উদাসাঃ সু(স)দূরতরা এব।

তথাচ সরহপাদাঃ—

> জাহি মণ পবণ ন সঞ্চরই
>
> রবি শশি নাহি পবেশ।
>
> তহি বট চীঅ বিসামকর
>
> সরহেঁ কহি উবরেস॥

দ্বিতীয়পদেন তং দ্যোতয়ন্ত আহুঃ—

তে তিনি ইত্যাদি। বাহ্যে স্বর্গমর্ত্যরসাতলমধ্যাত্মে কায়বাক্‌চিত্তদিবারাত্রিসন্ধ্যাযোগ-যোগিনীতন্ত্রাদিকং বোদ্ধব্যং। এতৈরন্যোন্যং মহাসুখব্যাপকত্বেন ভেদোপলব্ধিলক্ষণং নাস্তি যোগিনাং পরমার্থবিদাং।

তথাচাগমঃ—

স্বর্গমর্ত্তপাতালমে[১৩ক] কমূর্ত্তি ভবেৎ ক্ষণাৎ। ইতি বচনাৎ এতদর্থ চর্য্যাপাদেনোক্তমস্তি।

আতেঁ তিসেঁ নব তিসি এঁ তিঅ মণ্ডল নাহি বিসেষে ইত্যাদি বিস্তরং সকলধর্ম্মাধিগমনেন[৬৪] কৃষ্ণাচার্য্যপাদা বদন্তি। ভববিকল্পচ্ছেদকা বয়মিতি।

তৃতীয়পদেন স্বকীয়ানুশংসামাহুঃ—

জে জে ইত্যাদি। যে যে ভাব[াঃ]উৎপন্নাস্তে তে ভাবা বিলয়ঙ্গতাঃ। এষামুৎপাদভঙ্গেষু সংবৃতিসত্যস্বভাবপরিজ্ঞানেন গুরুপ্রসাদত্বাৎ কৃষ্ণাচার্য্যচরণা বিশিষ্টমনসঃ পরিশুদ্ধভূতাঃ।

তথাচাগমঃ—

> ভবস্যৈব পরিজ্ঞানে নির্ব্বাণমিতি কথ্যতে।

চতুর্থপদেন চাত্মানুশংসামাহুঃ।

৬০. গানে, অলিএঁ, টীকায় আলীত্যাদি।

৬১. পুথিতে পূর্ব্বক শব্দের পর একটী যুগা [?] আছে

৬২. পুথিতে জো উপরে তোলা।

৬৩. পুথি, রাক্তোর্থী।

৬৪. পুথি, ধর্ম্মাধিগমানেন

হেরি সে ইত্যাদি। স্বয়মাত্মানং সম্বোধ্য বদন্তি, ভো কৃষ্ণবজ্রপাদাঃ পঞ্চক্রমাত্‌পূর্ণ্যা পুনর্জ্জিনপুরং মহাসুখপুরং অতীব মম সন্নিহিতং বর্ত্ততে।

তথা চ নাগার্জ্জুনপাদাঃ।

উৎপত্তিক্রমসংস্থানাং উৎপন্নক্রমকাঙ্ক্ষিণাং।
উপায়শ্চেব সংবুদ্ধো সোপানমিব নির্ম্মিতঃ ॥ ৭ ॥

৮

রাগ দেবক্রী

কম্বলাম্বরপাদানাম্। সোনে ভরিতী [১৪] করুণা নাবী
রূপা থোই মহিকে ঠাবী ॥ ধ্রু ॥
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বহু উই কইসেঁ ॥ ধ্রু ॥
খুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি ॥ ধ্রু ॥
মাঙ্গত চন্‌হিলে চউদিস চাহঅ
কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ ॥ ধ্রু ॥
বামদাহিণ চাপী মিলি মিলি মাগা
বাটত মিলিল মহাসুহ স(সু)ঙ্গা ॥

পরমকরুণানন্দমুদিতহৃদয়কম্বলাম্বরপাদা[ঃ] করুণাব্যাজেন [ত]মেবার্থং শ্রোতৃম্বস্ত আহঃ— সোণেত্যাদি করুণেতি সন্ধ্যাভাবয়া তমেব বোধিচিত্তং নাবীতি উৎপ্রেক্ষালঙ্কারপরং বোদ্ধব্যং। তাং তাদাত্মতয়া সর্ব্বাকারবরোপেতশূন্যতয়া সদ্‌গুরুপ্রসাদরসং [সং]পূর্য্য মহাসুখচক্রগমনসমুদ্রোদ্দেশেনাত্মানং সংবোধ্য সিদ্ধাচার্য্যকম্বলাম্বরপাদাবাহয়ন্তি। রূপেত্যাদি রূপবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারবিজ্ঞানাদীনাং অনেন স্থানভেদং নাস্তি। সর্ব্বমেব তন্ময়ত্বাৎ। এতেন চতুর্থোপায়নৌ(নো)বাহনেন বিনা মম সিদ্ধাচার্য্যস্ত গতং [১৪ক] জন্মান্তরং ব্যাখুটতীত্যর্থঃ। ইত্যাত্মানং সম্বোধ্য বদতি কম্বলাম্বরপাদঃ। নির্ব্বিকল্পপ্রবাহাভ্যাসং কুরু।

তথাচ অপ্রতিষ্ঠান[প্র]কাশে—

যাবান্ কশ্চিৎ বিকল্পঃ প্রভবতি মন[স] স্ত্যাজ্যরূপো৬১ হি তাবান্
যোহসাবানন্দরূপঃ পরমসুখকরঃ সোঽপি সঙ্কল্পমাত্রঃ।

৬১ তের নম্বরের গানে এই কবিতা তোলা আছে। তাহাতে স্পষ্ট মনসি ত্যাজ্যরূপঃ আছে। কিন্তু [illegible] গানে মন ত্যাজ্যরূপঃ আছে। কিন্তু তাহাতে ছন্দঃ থাকে না, তাই, ব্রাকেটে স অক্ষরটী বসাইয়া দিলাম।

যো বা বৈরাগ্যভাবস্তদপি তদ্ভবম্ভং তদ্ভবন্যাগ্রহেতু
নির্ব্বাণং নাস্ত্যদস্তি ক্বচিদপি বিষয়ে নির্ব্বিকল্পাত্মচিত্তাৎ ॥

তথাচ বোধিচর্য্যাবতারে—

মানুষ্যং নাবমাসাদ্য তর দুঃখমহানদীং।
মূঢ় কালো ন নিদ্রায়া ইয়ন্নৌ দুর্লভা পুনঃ ॥

পদান্তরেণ তমেবার্থং দ্যোতয়ন্নাহ—

খুংটীত্যাদি। প্রথমে খুণ্টিকা আভাষদোষং। গুরু বা[ক্যে]ক্য দৃঢ়ীকৃত্য উৎপাট্য(ট্ট) ভো যোগিন্দ্র। কচ্ছিকাসু বিজ্ঞাসুত্রঞ্চ মুক্তীকৃত্য দ্রুতং তস্যাঃ প্রবাহং কুরু। এতেনাভাষবিশেষেণ অনুত্তরঃ স্বসাক্ষাৎবাটিকাচিত্তো(ত্তে) হি ভবতীতি নাত্র সংশয়ঃ।

তৃতীয়পদেন গুরোরসম্প্রদায়াৎ বিপর্য্যয়মাহ—

মাঙ্গতেত্যাদি। মার্গং বিরমানন্দং গত্বা চতুর্দ্দিশং গ্রাহ্যাদি বি [১৫]ন[া] সংসারে পততি।

তথাচ চর্য্যাপাদঃ—

থাকত পড়িলেঁ কাপুর নাশই। ইতি।

যঃ পুনঃ সদ্গুরুবচনেন পবিপক্বজসুখান্বেষণং করোতি স ভবজলধৌ পারং গচ্ছতীতি।

তথাচ কৃষ্ণাচার্য্যপাদাঃ—

জো সংবেঅণ মণরঅণ
অহরহ সহজ ফরন্ত।
সো পর জানই ধর্ম্মগই
অন্থ কিমু নঅ কহন্ত ॥

চতুর্থপদেন ফলব্যক্তীকরণমাহ—

বামদাহিণেত্যাদি। বামদক্ষিণমাভাসদ্বয়ং মধ্যমায়াং প্রবেশয়িত্বা। মার্গাবিরমানন্দগতং বোধিচিত্তং নিজজ্ঞানপরিশোধিতং। মহাসুখচক্রসমুদ্রোদ্দেশেন যদা মিলিতং তস্মিন্ মার্গে মহাসুখসঙ্গ-নৈরাত্মাজ্ঞানাভিসংগং ময়া প্রাপ্তমিতি। ৮ ॥

৯

রাগ পটমঞ্জরী

কাহ্নুপাদানাম্। এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নু বিলসঅ আসবমাতা
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥ ধ্রু ॥

জিম জিম করিণা করিণিরেঁ রিসঅ

তিম তিম তথতা মঅ গল বরিসঅ ॥ ধ্রু ॥

ছড়গই সঅ[১৫ক]ল সহাবে সূধ

ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ ॥ ধ্রু ॥

দশবলরঅণ হরিঅ দশদিসেঁ

বিত্থাকরি দমকুঁ অকিলেসেঁ ॥ ধ্রু ॥

ঘনানন্দোৎকীর্ণতয়া কৃষ্ণাচার্য্যপাদাশ্চিত্তগজেন্দ্রশব্দ66সন্ধ্যাভাষয়া তমেবার্থং উৎপ্রেক্ষয়ন্ত67 আহুঃ।

এবংকার ইত্যাদি। একারশ্চন্দ্রা68ভাসং বংকারঃ সূর্য্যঃ উভয়ং দিবারাত্রিজ্ঞানং বাথোড় স্তম্ভদ্বয়ং মর্দ্দয়িত্বা নিরাভাসীকৃত্য বজ্রজাপক্রমেণ। অপরং বিবিধপ্রকারানবধূতীব্যাপক-বন্ধন[ং] তোড়িঅ তোড়য়িত্বা এষাং ত্রয়াণাম69সুপলম্ভাসবপানেন প্রমত্ত[ঃ] সন্ জ্ঞানগজেন্দ্রকৃষ্ণা-চার্য্যচরণাঃ। নলিনীবনং মহাসুখকমলং কৃত্বা নির্ব্বিকল্পাকারে ক্রীড়ন্তীতি।

তথাচার্য্য নাগার্জ্জুনপাদাঃ—

বাহ্যং যত্তদসৎ স্বভাববিরহাৎ জ্ঞানঞ্চ বীক্ষ্য চ্যবৎ

শূন্যং যৎ70 পরিকল্পিতং তদপি চাশূন্যং মতং কেবলম্।

ইত্যেবং পরিভাব্য ভাববিভবং নির্ব্বিয়তষৈকধী

র্মায়ানাটক[নাট]নৈক নিপুণো যোগীশ্বরঃ ক্রীড়তি ॥

পদান্তরে[১৬]ণ তমেবমাহুঃ। জিম জিমেত্যাদি।

যথা বাহ্যকরী করিণ্যামীর্ষ্যামদং বহতি। তদ্বদ্ভগবতীনৈরাত্মাসঙ্গতয়া চিত্তগজেন্দ্রকৃষ্ণাচার্য্যপাদাঃ তথতামদং প্রবর্ষন্তি।

অতএব তৃতীয়পদেন ভাবানাং স্বরূপোপলব্ধিমাহুঃ।

ছড়িগই71 ইত্যাদি। অণ্ডজা জরায়ুজা উপপাদুকা[ঃ] সংস্বেদজা দেবাসুরাদিপ্রকৃতিকাঃ। সর্ব্বে ভাবাঃ স্বভাবেন পরিশুদ্ধা যোগীন্দ্রস্য। বালাগ্রমপ্যপরিশুদ্ধং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।

তথাচ মধ্যমকশাস্ত্রঃ—

নাপনেয়মতঃ কিঞ্চিৎ প্রক্ষেপ্তব্যং ন কিঞ্চন।

দ্রষ্টব্যং ভূততো ভূতং ভূতদর্শী বিমুচ্যতে ॥

66. শব্দশব্দের পর একটি অনুস্বার বাড়তি আছে।

67. পুথি, উৎপ্রেক্ষায়ন্ত।

68. পুথি, চন্দ্রাসভাসং।

69. পুথি, ত্রয়ানাং মনু।

70. যৎ শব্দের পর একটি বৃথা তং শব্দ আছে।

71. গানে, ছড়গই; টিকায়, ছড়িগই।

চতুর্থপদে [illegible]রপককুশল[72]লক্ষণমাহঃ—

দশবলেত্যা [illegible] শবলবৈশারদ্যাদিগুণযুক্তং তথতারত্নং দশদিগ্ব্যাপকতয়া অনুভবাভ্যাসবলেন হারিতমস্মাকং [illegible] ৮এব তথতারত্নপ্রভাবেণাবিদ্যাকরীন্দ্রস্থানাসঙ্গেন(ণ) দমনং (মদনং) কুরু ॥৯॥

১০

রাগ দেশাখ ॥

নগর বাহিরিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছইছোই যাই সো বাহ্ম নাড়িআ [১৬ক] ॥ ধ্রু ॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাগ ॥ ধ্রু ॥
একসো পদমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥ ধ্রু ॥
হালো[73] ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে
অইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ ॥ ধ্রু ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গতা
তোহোর অন্তরে ছাড়িনড় এট্টা ॥ ধ্রু ॥
তু লো ডোম্বী হাউঁ কপালী
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ॥ ধ্রু ॥
সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ ॥ ধ্রু ॥

তমেবার্থং নৈরাত্মধর্ম্মাধিগমেন কৃষ্ণপাদাঃ। ডোম্বীশব্দসন্ধ্যাভাসয়া কথয়ন্তি—

নগরীত্যাদি অস্পৃশযোগত্বাৎ ডোম্বীতি পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মা বোদ্ধব্যা। ব্রহ্মণেতি ব্রহ্ম-হুঁকারং জজাতং চপলযোগত্বাৎ চিত্তবটুকং। অসম্প্রদায়যোগিনাং বোধিচিত্তং সংবৃত্তিশুক্ররূপং মণিমূলাৎ বিরমানন্দাৎ স্পৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা গচ্ছসি। ভো নৈরাত্মা। নগরিকেতি[১৭]। রূপাদি-বিষয়সমূহং বোদ্ধব্যং। তস্য বাহ্যে। ইন্দ্রিয়াণা[ম]গোচরত্বেন গুরুসম্প্রদায়াৎ তবাগারং মহাসুখ-চক্রং ময়া সিদ্ধাচার্য্যেণ কৃষ্ণপাদেনাবগতমিতি।

72. পুথি, কশলং।

অলো73 ডোম্বি ইত্যাদি। ভো ডোম্বি নৈরাত্মে ত্বয়া সহ ময়া অভিষঙ্গ [illegible]ব্যঃ। যাদৃশ-স্বভাবস্তাদৃশো74নির্ঘৃণো লজ্জাদিদোষরহিতোহহম্। তেনাহং সততং [illegible]ন্তর[ং] গৃহীত্ব প্রজ্ঞোপায়াত্মিকাং মহামুদ্রাং সিদ্ধিং লভে।

তথাচ **শ্রীহেবজ্রে**—

প্রজ্ঞোপায়াত্মকং তন্ত্রং তন্মে নিগদিতং শৃণু।

দ্বিতীয়পদেনাভ্যাসস্থানমাহ—

এক সো ইত্যাদি। পদ্মৈকং নির্ম্মাণচক্রং চতুঃষষ্টিদলযুক্তং তত্র স্থিত্বা নৈরাত্ময়া সহ একরসতয়া মহারাগানন্দসুন্দরোহি কৃষ্ণাচার্য্যো নৃত্যতি।

তথাচ **শ্রীহেবজ্রে**—

নাট্যং কুরু হেরুকরূপেণানুস্মৃতিশ্রুতিযোগতঃ।

তৃতীয়পদেন নৈরাত্মাধিগমং দৃঢ়ীকরোতি। হঞ্চ লো75 ইত্যাদি। ভো [illegible]রাত্মে সম্ভাবেন স্বরূপাশয়েন ত্বাং পৃচ্ছাম্যহং সর্ব্বধর্ম্মনৈরা[১৭ক]ত্ময়া কস্ত সংবৃত্তিবোধিচিত্ত[স্ত] নৌকামার্গেণ যাতায়াতং করোষি ন করোষীত্যর্থঃ।76 সর্ব্বসহজময়ত্বেনেতি।

তথাচ **শ্রীহেবজ্রে**—

তস্মাৎ সহজং জগৎ সর্ব্বং সহজং স্বরূপমুচ্যতে।
স্বরূপমেব নির্ব্বাণং বিশুদ্ধাকারচেতসা॥

চতুর্থপদেন নৈরাত্মধর্ম্মস্বরূপমাহ—

তান্তীত্যাদি। তন্ত্রীতি ভগং পদ্মস্থানং অবিদ্যারূপং। চাঙ্গিতমিত্যাদি77। তস্য পল্লবং বিষয়াভাসং। এতয়োঃ শ্রীগুরুপাদপ্রসাদান্ম(ত্ম) ন বিক্রয়ণং পরিত্যাগং করোষি(সি) ভো ডোম্বি নৈরাত্মে। অতএব নটবৎ সংসারপেটকং ময়া পরিত্যক্তং তবান্তরেণেতি।

পঞ্চমপদেন যোগীন্দ্রস্ত সপ্রপঞ্চচর্য্যামাহ—

তুলো78ত্যাদি। ভো ডোম্বি নৈরাত্মে স্বরূপতয়া ত্বাং ভদ্রেণ সদ্‌গুরুপ্রসাদাৎ জানামি। হউ79 কাপালিকঃ। চর্য্যাধরশ্চ। কং তব সুখং পালিতুং সমর্থঃ। অতএব তবান্তরেণ ময়া কৃষ্ণাচার্য্যেণ ষট্‌তথাগতচক্রীকুণ্ডলকণ্ঠিকাদিনিরংশুচর্য্যাং(য়াং) বিধৃত্য বাহ্যমন্ত্রতন্ত্রনিরপেক্ষ্যতয়া পঞ্চব[১৮]র্ত্ম বিহরণং কৃতং।

73 গানে, আলো ; টীকায়, অলো।
74 পুথি, যাদৃশ স্বভাবতাদৃশো।
75 গানে, হালো ; টীকায়, হঞ্চলো।
76 পুথি, করোমি, ন করোমীত্যর্থঃ।
77 গানে, চঙ্গতা ; টীকায়, চাঙ্গিতং।
78 গানে, তু লো ; টীকায়, তুলো ইত্যাদি।
79 গানে, হাউ ; টীকায়, হউ

তথাচ **কৃষ্ণাচার্য্যপাদাঃ**—

একু ন কিজই মন্ত ন তন্ত
ণিঅঘরণী লই কেলি করন্ত।
নঅ ঘরেঁ ঘরণী জাব ণ মজ্জই
তাব কি পঞ্চবার্ণ বিহরিজ্জই॥

ষষ্ঠপদেন ডোম্বিনীদ্বিধাভেদমাহ—

সবরস্রেত্যাদি। গুরুসম্প্রদায়বিহীনস্য সৈব ডোম্বিনী অপরিশুদ্ধাবধূতিকা সরোবরং কায়-পুষ্করং তন্মূলং তদেব বোধিচিত্তং সংবৃত্ত্যা শুক্ররূপং মারয়ামি। নিঃস্বভাবীকরোমি।

তথাচ **বহিশ্শাস্ত্রে**—

শা বিত্তী কিম্পি জলং যত্তু বিশেষেণ গৌরবং লহেই।
অহিমুহ পড়িঅ গরলং জ্বিপ্পি মুতানং কুণেই॥ ১০॥

লাড়ীডোম্বীপাদানাম্ সুনেত্যাদি। চর্য্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।৪০

১১

রাগ পটমঞ্জরী

কৃষ্ণাচার্য্যপাদানাম্। নাড়ি শক্তি দিট ধরিঅ খট্টে
অনহা ডমরু বাজএ বীরনাদে॥
কাহ্নু কাপালী যোগী পইঠ অচারে
দেহ নঅরী বিহরএ একারেঁ॥ ধ্রু॥
আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে
রবিশশীকুণ্ডল কিউ আভরণে॥ ধ্রু॥
রাগ[১৮ক]দেশ মোহ লাইঅ ছার
পরম মোখ লবএ মুত্তিহার॥ ধ্রু॥
মারিঅ শাসু নণন্দ ঘরে শালী
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী॥ ধ্রু॥

পরমমহানন্দসুন্দরো হি কৃষ্ণাচার্য্য[ঃ] পুনরপি তমেবার্থং প্রতিপাদয়ন্নাহ—

নাড়ীত্যাদি। নাড়িকা ষট্ত্রিংশনাড়িকাঃ শক্তিস্তাসাং মধ্যে প্রধানাবধূতিকা বিরমানন্দরূপা গুরুপ্রসা[দা]ৎ মণিমূলে বিধৃতা খট্টাঙ্গমিতি থং শূন্ধতা (শূন্যতা) প্রভাস্বরে(রো)ণ সহজং সংস্পৃষ্ট।

৪০ এখানে চর্য্যাপদটিও নাই, তাহার [illegible] সেইজন্য তাহার নম্বরটিও টীকাকার ধরেন নাই। [illegible] সংগ্রহে কিন্তু গানটি [illegible]

অনাহতং ডমরুশব্দং বীরনাদেন শূন্যতাসিংহনাদেন নদিতঃ সন্ কৃষ্ণাচার্য্যো হি কাপালিকঃ। দেহনগরিকাং প্রবিশ্য প্রচারেণ ক্লেশভক্ষণাদিনয়েন একাকারতয়া বিহরতি ভ্রমতীতি।

দ্বিতীয়পদেন যোগিকালঙ্কারমাহ—

আলি ইত্যাদি। প্রথমস্তাবৎ যোগীন্দ্রেণ বজ্রজাপপরিশোধিতচন্দ্রসূর্য্যাদিকেন ঘণ্টানূপুরাদি-যোগিকালঙ্কারং কৃতমিতি।

তৃতীয়পদেন পুনরপ্যলঙ্কারমাহ—

রাগ ইত্যাদি। তেনৈব ম[১৯]হাসুখরাগবহ্নিনা রাগদ্বেষাদিকং দগ্ধ্বা তেন ভস্মনা রিলিপ্তাঙ্গো ভূয় বজ্রসত্ত্বরূপেণা[ন]ন্যালক্ষ্য পরমমোক্ষমুক্তাহারমণ্ডিতো হি ভ্রমতীতি।

চতুর্থপদেন কপালচর্য্যামাহ—

মারীত্যাদি। শ্বাসং পূর্ব্বোক্তমনঃপবনং তমধিকৃত্য চক্ষুরিন্দ্রিয়াদিবিজ্ঞানবাতং নানাপ্রকারং বোদ্ধব্যম্। তং নিস্বভাবীকৃত্য অবিদ্যাং চ মায়ারূপাং প্রজ্ঞোপায়াভেদোপচারেণ কৃষ্ণাচার্য্যঃ। জগতি জগদর্থাশয়েন বজ্রকাপালিকো ভূত্বা ভ্রমতীতি।

তথাচ দ্বড়তীপাদাঃ—

প্রাণী বজ্রধরঃ কপালবনিতাতুল্যো জগৎস্ত্রীজনঃ
সোঽহং হেরুকমূর্ত্তিরেষ ভগবান্ যো নঃ প্রভিন্নোঽপি[চ]।
শ্রীপদ্মং মদনস্য শোকুদহনং (?) কুর্ব্বন্ যথা গৌরবাৎ
এতৎ সর্ব্বমতীন্দ্রিয়ৈকমনসা যোগীশ্বরঃ সিধ্যতি ॥১১॥

১২

[রাগ] ভৈরবী

কৃষ্ণপাদানাম্।

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅ বল
সদ্‌গুরু বোহেঁ জিতেল ভববল॥ ধ্রু ॥
ফাটউ দুআ মাদেসিরে ঠাকুর
ঊআরি উএস কাহ্নু ণিঅড় জিনউর ॥ ধ্রু ॥
প[১৯ক]হিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মরাড়িইউ
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘোলিউ ॥ ধ্রু ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা
অবশ করিআ ভববল জিতা ॥ ধ্রু ॥
ভণই কাহ্নু আহ্মে ভ'ল দাহ দেহুঁ
চউষঠ্‌ঠি কো'

পুন তমেবার্থং দ্যূতক্রীড়াধ্যানেন প্রকথয়ন্তি কৃষ্ণাচার্য্যপাদাঃ—

কয়ণেতি। স্বাধিষ্ঠানচিত্তরূপং চিত্তং বোদ্ধব্যং। পি[হা]ড়ীতি। তত্মাশ্রয়সপ্তদোষাঃ সমাধিমদ বোদ্ধব্যাঃ। তান্ ফাটয়িত্বা নিরাসীকৃত্য নয়ং মন্ত্রনয়রহস্যং চতুর্থানন্দবলং তমেব বোধিচিত্তং গুরোরুপদেশাৎ সম্যক্ কুলিশাজসংযোগেন উভয়োরেকতয়া অবিরতানন্দাভিযোগেন ক্রী কুর্ব্বন্ সন্ ভববলং বিষয়াভাসবলং অক্লেশবশেন অস্মাভিঃ কৃষ্ণাচার্য্যৈর্জিতমিতি।

ধ্রুবপ স্পষ্টয়ন্নাহঃ—

ফীট ই। প্রথমমেব বজ্রজাপক্রমেণ আভাসদ্বয়ং ফীটমিতি নিঃস্বস্থিতং। পুনঃ ঠকুর-ম[৪১]বিশ্বা উপকারিকোপদেশেনেতি। রাগান্তে[২০] বিরমানন্দোদয়সময়ে বোধিচিত্তাক্ষ-যোপদেশে অবিরতানন্দেন কৃষ্ণাচার্য্যস্য জিনবর[স্য] স্বয়মেব সন্নিধান[ম]গত্য ঝিলিতমিতি।

তথাচ লীপাদাঃ—

রাগান্তে বিরম প্রবেশন[ম]য়ে চক্রে স্বভাবস্থিতে(তি)
যা চিন্তি(তি) মনসঃ প্রবৃত্তিরপরা বায়োর্নি[রু]দ্ধা গতিঃ।
তৎকালে মদনক্ষসম্ভবসুখং সাক্ষাৎ পরং তৎপদং
তত্র স্বানুভবো হি যস্য স পুনঃ সিদ্ধো মহামুদ্রয়া ॥

দ্বিতীয়পদেনাভ্যাসাতিশ[য়]ক্রমতাং কথয়ন্ত(ন্তো) আহুঃ—

পহিলেসি দাবি। বড়িকেতি সদ্ধ্যাভাসয়া ষষ্ট্যুত্তরশতপ্রকৃতয়ো বজ্রজাপক্রমেণ প্রথমে নিঃস্বভাবীকৃত পুনরপি গঅবরেণেতি যোগীন্দ্রস্য তথতাচিত্তগজেন্দ্রেণ পঞ্চস্কন্ধাত্মক[৪২] পঞ্চবিষয়-স্যাহংকারমমং রাদিভূবলং গ্রহ(হী)ত্য নির্ম্মদঃ কৃত্বা সাক্ষাৎকৃতমিতি।

তৃতীয়পদেন তং স্ফোতয়ন্ত আহুঃ—

মতিএ । মত্যা প্রজ্ঞাপারমিতাসুবুদ্ধ্যা। ঠকুরমিতি সংক্লেশারোপিত চিত্তং পরিনির্ব্বা-(২০ক)ণা গতং কৃতং। অতএব ভববলং ভাবগ্রামবলং রূপাদিবিষয়ং। সুব্যগ্রসমগ্রং কৃত্বা জিতমস্মাভি

তথাচ নার্জ্জুনপাদৈঃ—

যেন চিত্তেন তে বালা সংসারে বন্ধনং গতাঃ।
যোগিনস্তেন চিত্তেন সুগতানাং গতিং গতাঃ ॥

চতুর্থপদেনাত্মনো যোগাম্পদত্বানুশংসামাহুঃ(হ)—

ভণ ইত্যাদি। কৃষ্ণাচার্য্যো[৪৩]হি বদতি দায়ং প্রাভৃতা[তি]শয়াভিপ্রায়ং চতুঃষষ্টিকোষ্টকে নির্ম্মাণচক্রে স্থিরীকৃত্য স্বচিত্তং প্রকৃতিপ্রভা[স্ব]ররূপং গৃহ্লামি ।১২॥

৪১ গানে, ঠাকুর ; টীকায়, ঠকুর।
৪২ পঞ্চস্কন্ধাত্মক শব্দের পর একটী বৃথা চকার আছে।
৪৩ পুথি চ একটী বৃথা ব আছে।

১৩

রাগ কামোদ

কৃষ্ণা[চার্য্য]পাদানাম্। তিশরণ ণাবী কিঅ অঠক মারী
নিঅ দেহ করুণা শূনমে হেরী ধ্রু ॥
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা
মঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ ॥ ধ্রু ॥
পঞ্চ তথাগত কিঅ কেডুআল
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল ॥ ধ্রু ॥
গন্ধ পরসরস জইসোঁ তইসোঁ
নিংদ বিহুনে সুইনা জইসো ॥ ধ্রু ॥
চিঅ কণ্ণহার সুণত মাঙ্গে
চলিল কাহ্নু মহাসুহ সাঙ্গে ॥ ধ্রু ॥

উক্তার্থদৃঢ়ীকরণায় চৈতশ্চর্য্যা[পদৈ](২১)রভিহিতং—

তিশরণেত্যাদি। ত্রয়ং কায়বাকচিত্তং। যস্মিন্ চতুর্থে শর[ণে] লীন[ং] গচ্ছং ত মহাসুখকায়ং নৌকাসন্ধ্যাভাষয়া বোদ্ধব্যম্। অতএব শূন্যতাকরুণয়োরৈক্যং নিজদেহে(হা) যুগনদ্ধরূপং তেন মহাসুখকায়েন। অঠকুমারীতি[84] বুদ্ধৈশ্বর্য্যাদিসুখমনুভূতম্।

ধ্রুবপদেন চতুর্থোপায়স্যাসুখ[ং]নামাহঃ—

তরিত্তা ইত্যাদি। তেন চতুর্থানন্দোপায়নৌকয়া ভবসমুদ্রং কৃষ্ণাচার্য্যেণ তী মায়াময়ং স্বপ্নোপমং চ বুধ্যেতি। মধ্যবেণিকায়াং পরমানন্দে স্বাধিষ্ঠানচিত্তস্য তরঙ্গং লং সুখং ভুক্তং ময়েতি ইত্যাত্মবেদনং ন প্রতীক্যতে।

তথাচ নাগার্জ্জুনপাদাঃ অপ্রতিষ্ঠানপ্রকাশে—

যাবান্ কশ্চিৎ বিকল্পঃ প্রভবতি মনসি ত্যাজ্যরূপো হি তাবান্
যোঽসাবানন্দরূপঃ পরমসুখকরঃ সোঽপি সংকল্পমাত্রঃ।
যো বা বৈরাগ্যভাবস্তদপি তদুভয়ং তত্ত্বতাগ্রহেতু
নির্ব্বাণায়াস্তদত্তি কচিদপি বিষয়ে নির্ব্বিকল্পাত্মচিত্তাৎ ॥

84 গানে, অঠক মারী ; টীকায়, অঠক মারী।

দ্বিতীয়পদেন স্কন্ধপরি[২১ক]ণতিমাহঃ(হ)—

পঞ্চতথাগতেত্যাদি। বিশুদ্ধপঞ্চতথাগতাত্মকং স্ব(স্বে)দেহং কেলিপাতং পরিকল্প্য মহাসুখ-নৌকাং গৃহীত্বা স্বয়মাত্মানং সম্বোধ্য ভো কৃষ্ণাচার্য্যপাদাঃ মায়াজালবৎ স্কন্ধধাত্বাদিবিষয়সমুদ্রস্য বাধাং কুরু॥

তথাচ সূত্রকে—

> স্কন্ধশ্চ ধাতুশ্চ তথেন্দ্রিয়াণি
> পঞ্চৈব [পঞ্চৈব] কৃতপ্রভেদাঃ।
> তথাগতাধিষ্ঠিত এক একশঃ
> সংসারকর্ম্মাণি কুতো ভবন্তি॥

তৃতী.পদেন নিঃসন্দেহপ্রতিপাদনায়[৪১] ভাবনাবিশুদ্ধিমাহঃ—

গন্ধেত্যাদি। বাহ্যং গন্ধরসস্পর্শাদিবিষয়ং যথৈবাস্তি তথৈব[া]স্তু। সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপাবগমেনাস্যাৎ প্রতিনিদ্রাজ্ঞানরহিততয়া জাগ্রদবস্থায়াং স্বপ্নবৎ প্রতিভাতি।

তথাচ সূত্রকে—

> সুপ্তপ্রবুদ্ধে তু ন চার্থভেদঃ
> সংকল্পয়েৎ স্বপ্নফলাভিলাষী।
> রাত্রিন্দিবং স্বপ্নমুপেতি জন্তু[ঃ]
> মহাপ্রযত্নেন চিরেণ সিদ্ধিঃ॥

চতুর্থপদেন মার্গস্তামুশংসামাহঃ—

চিত্ত ইত্যাদি। সর্ব্বাকারবরোপেতশূন্যতানৌমার্গে [২২] চিত্তকর্ণধারং সমারোপ্য তৎ-প্রসঙ্গেন কৃষ্ণাচার্য্যচরণাঃ মহাসুখচক্রদ্বীপং গতাঃ। ১৩॥

১৪

ধনসীরাগ

ডোম্বীপাদানাং। গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ[৪২]লীলে পার করেই॥ ধ্রু॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা
সদ্গুরু পাঅপএ জাইব পুণু জিণউরা॥ ধ্রু॥

৪১ লাটি উপরে তোলা।
৪২ পোই এই দুটী অক্ষরের পর একটী আ বার শতাব্দীর বাঙ্গালা অক্ষরে উপরে তুলিয়া দেওয়া আছে।

পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছীবান্ধী
গঅণদুখোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধি ॥ ধ্রু ॥
চন্দ সূজ্জ দুই চকা সিঠিসংহার পুলিন্দা।
বাম দাহিণ দুই মাগ ন রেবই বাহতু ছন্দা। ধ্রু ॥
কবডী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই
জো রথে চড়িলা বাহবাণ জাই কূলেঁ কূল বুড়ই ॥ ধ্রু ॥

তমেবা[র্থং] পরমকরুণাম্রেড়িতসিদ্ধাচার্য্যোহি ডোম্বী। নৌকাপ্রবাহব্যাজেন প্রকটয়তি—

গঙ্গেত্যাদি। গঙ্গাযমুনেতি সন্ধ্যয়া চন্দ্রাভাসসূর্য্যাভাসৌ গ্রাহ্যগ্রাহকৌ। যস্যা[ঃ] শুক্রনাড়িকা বিরমানন্দাব (২২ক) ধূতিকায়া মধ্যে বর্ত্ততে। সা এব নৌঃ সন্ধ্যাভাষয়া বোদ্ধব্যা৪৩।

সদ্‌গুরু ইত্যাদি বিলক্ষণশুদ্ধা। তত্র স্থিত্বা সহজযানপ্রমত্তাঙ্গী ডোম্বী নৈরাত্মা সংসারার্ণবে যোগীন্দ্র[ঃ]পারং করোতীতি।

ধ্রুবপদেন প্রত্যয়সন্দর্শনাৎ। কুলাভ্যাসং কুরুতে—

বাহতু ইত্যাদি। সহজশোধিতবিরমানন্দনৌমার্গে প্রাপ্তে সতি খানপানাশক্তিত্বেন ভো ডোম্বি আত্মানং সম্বো[ধ্য] বদতি কিমর্থং বিলম্ব[ঃ] ক্রিয়তে। সদ্‌গুরুসম্বোধ্যেন নিরন্তরাভ্যাসেন পুনর্জিনপুরং মহাসুখপুরং অতীব সন্নিহিতং। এবং অনুচিন্ত্যানুদিন[ং] প্রবাহযভ্যাসং কুরু।

দ্বিতীয়পদেনাভ্যাসস্যানুশংসামাহঃ—

পঙ্কেত্যাদি৪৪। পঞ্চকেড়ুআলমিতি। পঞ্চক্রমোপদেশং গৃহীত্বা কচ্ছিকামণিমূলং গতঃ, তদেব বোধিচিত্তং সহজানন্দেন বিধৃতং সদ্ বৈমল্যং চক্রোদ্দেশেন৪৫ প্রবাহং কুরু। গগনদুঃখোলকং চতুর্থাভিষেকেণ সিচ্যমানং যোগীন্দ্রস্য কায়ে পানীয়ং বিষয়োল্লোলনং বিশতি।

তৃতীয়পদেনাভ্যাসবিশেষাদাভাষ[২৩]ত্রয়নিরোধমাহ[ঃ]—

চান্দেত্যাদি। চন্দ্রং প্রজ্ঞাজ্ঞানং সূর্য্যমুৎপাদাদ্বয়জ্ঞানং পুলিন্দং সন্ধ্যাভাষয়া নপুংসকং। ত্রয় এতে সংসারস্য সৃষ্টিসংহারকারকাঃ। সর্ব্বধর্ম্মানুপলম্ভজলধৌ গচ্ছন্ সন্ বামদক্ষিণমগ্র-পশ্চাত্তীরমনুপশ্যন্তীতি ভো ডোম্বি স্বচ্ছন্দেন বিলক্ষণশোধিতবোধিচিত্তনৌবাহনাভ্যাসং কুরু।

চতুর্থপদেন নৈরাত্মধর্ম্মস্য ফলানুশংসামাহ[ঃ]—

কবডীত্যাদি। যথা বাহ্যে পারাবারে তরপতিস্তরকপর্দ্দিকাং গৃহ্নাতি। তথা গ্রা[হ্য]গ্রাহকতয়া সা ভগবতী ডোম্বী নৈরাত্মা ন প্রতিগৃহ্নাতি। অথ পরিচর্য্যামাত্রেণাগ্রাহ্যতয়া ভবসমু[দ্র]স্য পারং করোতীতি। নৈরাত্মধর্ম্মাপরিচয়েন বহিঃশাস্ত্রাভিমানিনো যে যোগিনস্তেঽপি কুলে শরীরে ভ্রমন্তীতি অজ্ঞানেনাবৃতা বালা ইত্যাদি।১৪॥

৪৩ পুথি, বোদ্ধব্যা। ৪৪ গানে পাঞ্চ, টীকায় পঞ্চ। ৪৫ পুথি, চক্রমেশেন।

১৫

রাগ রামক্রী

শান্তিপাদানাম্। সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে অলক্খলক্খণ ন জাই
জে জে উজুবাটে গেলা অনা[২৩ক]বাটা ভইলা সোঈ ॥ ধ্রু ॥
কুলেঁ কুল মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা
বাল ভিণ একু বাকু ণ ভুলহ রাজপথ কণ্ঢারা ॥ ধ্রু ॥
মাআমোহাসমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা
অগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥ ধ্রু ॥
সুনাপান্তর উহ ন দিসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে
এষা অটমহাসিদ্ধি সিঝএ উজুবাট জাঅন্তে ॥ ধ্রু ॥
বাম দাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ
ঘাটনগুমাখড়তড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ ॥ ধ্রু ॥

নির্ভরপরমানন্দমুদিতো হি শান্তিস্তমেবার্থং দ্যোতয়তি—

সঅ সম্বে৩০ইণ ইত্যাদি। সম্যক্ পবিজলজসংযোগে স্বসংবেদনানুভবস্বরূপেণ সিদ্ধাচার্য্যো হি শক্তিঃ। অলক্ষ্যলক্ষণাদিবিচারং বিকল্পং ন গচ্ছতীতি। যে যেংপাতীতা যোগীন্দ্রাঃ। এতদ্বিরমানন্দাবধূতিমার্গবরেণ গতাঃ তেংপ্যনাবর্ত্তে মহাসুখচক্রশরসি[জ]বনে লগ্নাঃ।

তথাচ রতি [২৪] বজ্রে—

এষ মার্গবরঃ শ্রেষ্ঠো মহাযানমহোদয়ঃ।
যেন যূয়ং গমিষ্যন্তো ভবিষ্যথ তথাগতাঃ ॥

ধ্রুবপদেন তমেবার্থং দৃঢ়য়তি। কুলেমিত্যাদি। কুলে প্রত্যেকশরীরে ভো মূঢ়া বাল- যে এতদ্বিরমানন্দোপায়মার্গ[ং] বিহায় নান্যো মার্গসম্ভারোংভিমুখোংস্তি।

।চ রতিবজ্রে—

হ্যোপায়েন বুদ্ধত্বং শুদ্ধং চেদং জগত্রয়মিতি।

থ বজ্রমার্গবামদক্ষিণে বাল বড়ে থাদিবিকল্পং মা করিষ্যথ ভো বালযোগিন্। যথা নৃপশক্রবর্ত্তী কনকপথধারয়া ক্রীড়োদ্যানং প্রবিশতি তদ্বৎ যোগীন্দ্রোংপি লীলয়াংবধূতিমার্গেণ মহাসুখচক্রকমলোদ্যানং বিশতীতি।

৩০ গানে, সম্বেঅন ; টীকায়, সম্বেইন।

তথাচ বিরূপাক্ষপাদাঃ—

> বজ্রোত্থানং সদা কুর্য্যাচ্চন্দ্রার্ক গতিভঞ্জনাৎ।
> অন্যথা নাবধূত্যংশে বিশতি প্রাণমারুতঃ ॥

বালযোগিনমধিকৃত্য দ্বিতীয়পদমাহ—

মাআমোহেত্যাদি। মায়া প্রজ্ঞা চ ভণ্যতে। তত্রাভি[৭১]ধ্বংসো মোহঃ। স এব মহাসমুদ্রস্তস্য [২৪ক]স্তং প্র(প্রা)মাণং ন প্রাপ্যতে বালযোগিনা। অথ তস্মিন্[৭২] সদ্গুরুবাহ্যভেলকং বিহায় নাস্তং নৌভেদকাদ্যুপায়ং বা বিদ্যতে ভো বালযোগিন্। কিং ভ্রান্ত্যা সদ্গুরুনাথং ন পৃচ্ছসি। তাস্তং ক[৭৩] ভ্রান্তিং বিধূয় শ্রীমুখে চতুর্থানন্দোপায়ং গৃহীত্বা তস্য মায়ামোহসমুদ্রস্যান্তং প্রমাণস্বরূপং কুরু।

তথা চানুত্তরসন্ধৌ—

> সর্ব্বাসাং খলু মায়ানাং স্ত্রীমায়ৈব বিশিষ্যতে।
> জ্ঞানত্রয়প্রভেদোঽয়ং স্ফুটমত্রৈব লক্ষ্যতে ॥

তৃতীয়পদেন বস্ত্র্য মাহাত্ম্যং কথয়তি—

শূন্নেত্যাদি। অস্মিন্ মার্গঞ্চ প্রাপ্য প্রভাস্বরং শূন্যমিতি কৃত্বা উচ্ছেদপ্রসঙ্গ[ং] কৃত্বা ভ্রান্ত্যা মা করিষ্যসি ভো মূঢ়। অত্রৈব[৭৪] প্রভাস্বরপরিশোধিতস্বাধিষ্ঠানচিত্তং ভাবয়ন্ পুনরষ্টসিদ্ধির্ভবতীতি নিশ্চয়ঃ।

তথাচাগমঃ—

> দগ্ধ্বা মায়াপুরং রম্যং সহসা জ্ঞানবহ্নিনা।
> পশ্যন্তি সততং শূন্যং দিব্যনেত্রা হি যোগিনঃ ॥

চতুর্থপদেন তদেব নির্দ্দেশয়য়াহ—

বামেত্যাদি। শান্তিনা [২৫] সিদ্ধাচার্য্যেণ বামদক্ষিণাভাসদ্বয়পরিহারাৎ স্ফুটমিতি কৃত্বা ভাববিষয়োপসংহারং কৃতং। অস্মিন্ পরিশুদ্ধাবধূতীবিরমানন্দমার্গেণ গচ্ছন্ সন্ ঘটকুটীগুল্মলতাদিভয়ং ন বিদ্যতে। তৃণকণ্টকখল্লবিখল্লকাদ্যুপদ্রবং নাস্তীতি। অথাহ অর্দ্ধোন্মীলিতলোচনে যুগনদ্ধং স পশ্যতীতি।

তথা চাগমঃ—

> করোতি ভরতাবস্থোঃ শির[স]শ্চাবনম্রতাং।
> নৈষ্ফিক্যং চিত্তচৈত্তা(ত্তা)নাং শূন্যতা শূন্যতেক্ষিণাং ॥ ১৫ ॥

৭১ পুথি, অভিষ্যে আর নীচে একটী স। তবে হইল অভিসঙ্গ। সংস্কৃতে অভিষঙ্গ হওয়া উচিত।
৭২ পুথি, তস্মিন্স; হইবে তস্মিন্ সদ্
৭৩ এই দুটী শব্দ বৃথা বোধ হইতেছে।
৭৪ এখানে পুথিতে একটী বৃথা ল আছে।

১৬

রাগ ভৈরবী

মহীধর পাদানাম্। তিনি এঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই

তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই ॥ ধ্রু ॥

মাতেল চীঅ-গঅন্দা ধাবই।

নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই ॥ ধ্রু ॥

পাপ পুণ্য বেণি তিড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা

গঅণ টাকলি লাগিরে চিত্তা পইঠ নিবানা ॥ ধ্রু ॥

মহারস পানে মাতেল রে তিহুঅন সএল উএখী

পঞ্চ বিষয় রে নায়করে বিপথ [২৫ক] কো বী ন দেখী ॥ ধ্রু ॥

খররবিকিরণসন্তাপেরে গঅণাঙ্গণ গই পইঠা

ভণন্তি মহিত্তা মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা ॥ ধ্রু ॥

জ্ঞানপানপ্রমত্তো হি সিদ্ধাচার্য্যমহীধরঃ। চিত্তগজেন্দ্রসংজ্ঞায়া তমেকার্থং প্রতিপাদয়তি—

পাটত্রয়ং কায়ানন্দাদিকং তদভেদোপচারেণ গৃহীত্বা জ্ঞানপানমদিরেণ লগ্নঃ। তথাচ কায়ং কায়াকারেণ চিত্তং চিত্তাকারেণ কায়ং চিত্তং বাক্‌প্রত্যাহারেণ ইত্যুক্তং। গুহ্যসমাজে। তত্রহ্যজ্ঞানমধুপানেন প্রমত্তসিদ্ধাচার্য্যমহীধরস্ত চিত্তগজেন্দ্রঃ। অনাহতমিতি শূন্যতাশব্দং। কসণ ভয়ানকং। শূন্যতানাদং শ্রুত্বা কণ্ঠগর্জ্জনং করোতি। তমনাহতং শব্দং শ্রুত্বা সংসার-ভয়ঙ্করাগন্তকস্কন্ধক্লেশাদয়ো মারা ভগ্নাঃ।

তথাচ **রতিবজ্রে**—

মন্ত্রপ্রয়োগমণ্ডলং যেন ভগ্নং মহাবলং।

মারসৈন্যং মহাঘোরং শাক্যসিংহাদিভির্বুদ্ধৈঃ ॥

ধ্রুবপদেন তস্য নির্ভরানন্দপ্রমোদং প্রকটয়তি—

মাতেল ই[২৬]ত্যাদি। স এব প্রমত্তো হি চিত্তগজেন্দ্রশ্চন্দ্রসূর্য্যদিবারাত্রিবিকল্পং ষোল-গগনোপদেশচতুর্থানন্দোপদেশং গৃহীত্বা গচ্ছতীতি মহাসুখসরসি নিরন্তরং।

দ্বিতীয়পদেন তমেবার্থ[ং] দ্যোতয়তি—

পাপ পুণ্যেত্যাদি। পাপপুণ্যৌ সংসারপাশৌ দ্বৌ খণ্ডয়িত্বা। খম্ভেতি অবিদ্যাস্তম্ভং মর্দ্দয়িত্বা। গগনটঙ্কেতি অনাহতশব্দেন প্রেরিতঃ সন্ স এব চিত্তগজেন্দ্রো নির্ব্বাণসরোবরং গতঃ।

তথাচ **কৃষ্ণাচার্য্যাঃ**—

খিতি জলেত্যাদি।

তৃতীয়পদেন স্বচিত্তস্যাদ্বৈধীকারতামাহ—

মহারসেত্যাদি। ভাবাভাবয়োরৈক্যং মহাসুখরসং তেন পানেন প্রমত্তঃ সন্ ত্রিভুবনস্য গ্রহোপেক্ষাং করোতি। ভাবাভাবগ্রাহ্যাদিবিকল্পং করোতি। অতএব পঞ্চবিষয়াণাং নায়কত্বেন স এব ষষ্ঠো মহাবজ্রধরঃ। পুনঃ ক্লেশং বিপক্ষকারিণম্ন পশ্যতি।

চতুর্থপদেন নির্ব্বিকল্পং প্রতিপাদয়তি—

খরয়বীত্যাদি। মহাসুখ[২৬ক]রাগানলেন প্রেরিতঃ সন্ স এব চিত্তগজেন্দ্রঃ গগনগঙ্গা[৭১] মহাসুখচক্রশরোবরং গত্বা মিলিতঃ। সিদ্ধাচার্য্যো হি মহীধরঃ এবং বদতি। অস্মিন্ মধ্যে সতি ময়াঽস্য স্বরূপং কিমপি ন দৃষ্টং নির্ব্বিকল্পং।

তথাচাগমঃ—

> ইতি তাবৎ মৃষা সর্ব্বং যাবৎ যাবৎ বিকল্প্যতে
> তৎ সত্যং তদ্‌যথাভূতং তত্ত্ব[ং] যন্ন বিকল্প্যতে। ১৬ ॥

১৭

রাগপটমঞ্জরী

বীণাপাদানাম্।

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী
অণহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধূতী ॥ ধ্রু ॥
বাজই অলো সহি হেরুঅবীণা
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা ॥ ধ্রু ॥
আলি কালি বেণি সারি সুণেআ
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ ॥ ধ্রু
জবে করহা করহক লেপি চিউ
বতিশ তান্তি ধনি সএল বিআপিউ ॥ ধ্রু
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥ ধ্রু

ভবেনার্থং হেরুকার্থাবগমেন বীণাপাদাঃ। বীণাশব্দদ্বারেণ প্রতিপাদয়ন্তি—

সুজেত্যাদি। [২৭]সূর্য্যাভাবং তুংবিনাকারমুৎপ্রেক্ষ্য চন্দ্রাভাসেন তন্ত্রিকাঞ্চ। বিষয়ঃ অবধূতিকয়া সহ একীকৃতা। অনাহতদণ্ডিকায়াং লগ্নাবয়িত্বা ভো সখি নৈরাত্মে বীণাপাদা ব... দ্বারেণ শ্রীহেরুকেত্যক্ষরচতুষ্টয়ার্থমনাহতং বোধয়ন্তি। অতএব শূন্যতাধ্বনীতি। সন্ধ্যাভাষয়া প্রভাস্বরমনাহতরূপং স এব ভবে বিলসতি ন ভববন্ধো ভবতি।

৭১ গগণাঙ্গম হইবে বোধ হয়।

তথাচ শ্রীহেবজ্রে—

বধ্যং তে ভাববন্ধেত্যাদি।

তথাচ [চ]র্য্যান্তরং—

ভব ভুঞ্জই ন বাস্সইরে অপূব বিনাণা।

জেব বিলোঅর বাব্ধন বিজোইর মেলাণা ॥

দ্বিতীয়পদেন তমেবার্থং ব্রুবন্তি—

আলীত্যাদি। আলিকালিবর্ণাক্ষরাণাং মধ্যে সারাক্ষরমকারং।

তথাচ নামসংগীত্যাং—

অকারঃ সর্ব্ববর্ণাগ্র্যো ইতি।

তমক্ষরস্বরূপং প্রতীত্য তেনাগ্রহবরস্য চিত্তরাজস্য সন্ধির্দোষচ্ছিদ্রগুণিত্বাং। তএব পাদা[ঃ]. তমেবার্থং শব্দদ্বারেণ প্রতিপাদয়ন্তি।

তথা চাগমঃ। স্থূলং শব্দময়ং প্রাহুঃ সূক্ষ্মং চি[২৭ক]ন্তাময়ংতথা।

চিন্তয়া রহিতং যত্তদ্যোগিনাং পদমব্যয়ম্ ॥

তৃতীয়পদেন ভাবস্বরূপমাহ—

লবেমিত্যাদি। করহমিতি চিন্তয়া চিত্তৌক্ষ্যং97 বোদ্ধব্যং। করহকলমিতি করুণাবহতং ফলং প্রভাস্বরং বোদ্ধব্যং। যস্মিন্মিলক্ষণসময়ে তচ্চিত্তৌক্ষ্যং তেন প্রভাস্বররাহুকেণ চাপিতং। আক্রান্তিং। তস্মিন্ সময়ে দ্বাত্রিংশন্নাড়ীদেবতাবিগ্রহস্য। ধ্বনিনেতি। অনাহতনৈরাত্মজ্ঞানেন প্রজ্ঞোপায়াত্মকং ভাবাভাবব্যাপিকমিতি।

তথাচ সরহপাদাঃ। এতা এব হীত্যাদি—

চতুর্থপদেন ফলপ্রাপ্তিস্বাদানন্দেন বজ্রপদনৃত্যং করোতীতি—

নাচন্তীত্যাদি। বীণাপাদা বজ্রধরপদেন নৃত্যং কুর্ব্বন্তি। তেষাং দেবী যোগিনী নৈরাত্মাদিকাশ্চ গীতিকয়া সন্ধায়নমঙ্গলং কুর্ব্বন্তি। অতএব বুদ্ধনাটকং বিশিষ্টাধিমাত্রং সত্ত্বানাং সমং নির্ব্বাণং ভব[ত]ীতি।

তথাচ দ্বিকল্পে—

যত্নানন্দং সমুৎপন্নং নৃত্যতে মোক্ষহেতুনা। ইত্যাদি[২৮]। ১৭ ॥

96 প্রথমে বক্ষ্যতে ছিল তাহার পর, কাটিয়া, উপরে তুলিয়া বধ্যতে করিয়া দিয়াছে।

97 পুথি, চিত্তোক্ষং।

98 পুথি, নৈরাত্মাদিকাশ্চ জগীতিকয়া। বোধ হয় লেখক বজ্রগীতিকয়া লিখিয়াছিলেন পরে বএর মাথায় দিয়া জটা কাটিতে ভুলিয়াছেন। হইয়াছে জজ্ঞগীতিকয়া।

১৮

রাগ গউড়া

কৃষ্ণবজ্রপাদানাম্। তিনি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।

হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীড়েঁ ॥ ধ্রু ॥

কইসনি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।

অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবালী ॥ ধ্রু ॥

তঁইলো ডোম্বী সঅল বিটলিউ।

কাজণ কারণ সসহর টালিউ ॥ ধ্রু ॥

কেহে কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।

বিদুজণ লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলঈ ॥ ধ্রু ॥

কাহ্নে গাইতু কামচণ্ডালী।

ডোম্বি তআগলি নাহি চ্ছিণালী ॥ ধ্রু ॥

তমেবার্থ[ং] পরমার্থায় সংবৃতিসত্যার্থাবগমে কৃষ্ণাচার্য্যপাদাঃ[99] ডোম্বীসন্ধ্যয়া প্রতিপাদয়ন্তি(ন্তি)—তিণীত্যাদি। ময়া কৃষ্ণাচার্য্যেণ বজ্রবনিতাভিধ স)ঙ্গাৎ ত্রিভুবনং কায়বাক্‌চিত্তং। তস্য বহুতরশতপ্রকৃতিদোষোঽবহেলয়া বাধিতঃ। অতএবাহং সুপ্তঃ। লীলেমিতি ক্রীড়য়া যোগনিদ্রাং গতঃ। নৈরাত্মধর্ম্মাবগমাৎ।

ধ্রুবপাদেনাপরিশুদ্ধাবধূতিকামুপগময়তি—

কইসণীত্যাদি। ভর্ভরিআলিকা অসদারোপেণ তো ডোম্বিনি পরিশু[২৮ক]দ্ধাবধূতিকা কিং কৃতং ত্বয়া। কৌ শরীরে লীনং যৎপ্রভাস্বরং যদজ্ঞানরসেনান্তে বাহে কৃতং। কং সংবৃতিবো-[ধি]চিত্তং পালয়তীতি কৃত্বা কাপালিকশ্চিত্তবজ্র-আধানং কৃতমিতি।

বিশিষ্য পদান্তরেণ তামেবোপরাগয়তি—

তঁই লো ইত্যাদি। তয়া ডোম্বিন্যাং পরিশুদ্ধাবধূতিকয়া দেবাসুরমনুষ্যাদিত্রৈধাতুকং সকলং মিথ্যাজ্ঞানেন টালিতমিতি নাশিতম্। অত এব শশহরং সংবৃতিবোধিচিত্তং প্রভাস্বরহেতুভূতং। অসম্প্রদায়যোগিনা টালিতমিতি বিনষ্টীকৃতং।

তথাচ চর্য্যাপাদাঃ—

খালত পড়িলেঁ কাপুর নাশয়ে ইত্যাদি।

99 পুথি, কৃষ্ণাচার্য্যঃ / পাদাঃ।

তৃতীয়পদেন ডোম্বী[ম্বি]স্বরূপমাহ—

কেহো ইত্যাদি। যেহপি স্বরূপানভিজ্ঞা[ঃ] সহজানন্দপরিশুদ্ধিতয়া ত্বাং ডোম্বী[ং] তেহপি কর্ম্মবশিতাং প্রাপ্য সংস্কারদুঃখানুভবাত্তব বিরুদ্ধং বদন্তি। যে তে প্রাদেশিক সম্যক্‌বজ্রাব্জসংযোগ[া]ক্ষরসুখতয়া ত্বাং প্রজানন্তি। তেহপি কণ্ঠে সম্ভোগচক্রে ত্ব পরিত্যজন্তী[ন্তি] [২৯]।

তথা চাগমঃ—

> কঙ্কোলপ্রিয়বোলমেলকতয়াহনন্দস্ফুরৎকুন্দরাঃ
> সন্তঃ শোধিতশালিনালিতকরা[ঃ]কালিঞ্জরাশ্চক্রিণঃ ॥
> ভ্রশ্চন্দ্রিব্যসরোজপাত্রমদনব্যালুপ্তদন্তচ্ছদাঃ
> প্রেতাবাসনিবাসনিত্যরসিকাঃ কেচিৎ কচিৎ যোগিনঃ ॥

চতুর্থপদেন যোগিন্যা[101]নুশংসামাহ—কাক্ষে গাই ইত্যাদি। ঈদৃশী কর্ম্মচণ্ডালী কৃষ্ণাচার্য্যৈঃ পরং গীয়তে নান্যৈঃ। ডোম্বীব্যতিরেকাৎ নাস্তা চ্ছিন্নাপি বা স্থিতে। যস্মাৎ সত্ত্বভেদং প্রাপ্য ভেদাধিষ্ঠানং বিধত্তে।

তথাচ জ্ঞানসম্বোধৌ—

> চিত্তমেব মহাবীজং ভবনির্ব্বাণয়োরপি।
> সংবৃত্তৌ সংবৃতিং[102] যাতি নির্ব্বাণে নিঃস্বভাবতাম্ ॥ ১৮

১৯

রাগ ভৈরবী

কৃষ্ণপাদানাম্।

ভবনির্ব্বাণে পড়হ মাদলা
মণ পবণ বেণি করণ্ড কশালা ॥ ধ্রু ॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ ॥ ধ্রু ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম
জ[২৯ক]উতুকে কিঅ আণুতু ধাম ॥ ধ্রু ॥
অহিণিসি সুরঅপসঙ্গে জাঅ
জোইণিজালে রএণি পোহাঅ ॥ ধ্রু ॥

100 অহস্নিশ এই কয়টী অক্ষরের পর স্ন অক্ষরটী থেবড়াইয়া গিয়াছে।

101 আকারটি বৃথা।

102 পুথি, সংবৃত্তৌ সংবৃতিং।

ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো
খণহ্ ন ছাড়অ সহজ উন্মত্তো ॥ ধ্রু ॥

র্থং দৃঢ়ীকরণায় কৃষ্ণাচার্য্যচরণৈশ্চর্য্যান্তরমভিহিতম্—

াণে ইত্যাদি। ভবনির্ব্বাণং মনপবনাদিবিকল্পং পূর্ব্বোক্তং ক্রমেণ পরিশোধ্যং তং
ং উৎপ্রেক্ষ্য মহাসুখসঙ্গং গৃহীত্বা। ডোম্বীতি সৈব শুক্রনাড়িকাং পরিশুদ্ধাবধূতিকা
ভঙ্গার্থং যদাঃ কৃষ্ণাচার্য্যপাদাঃ প্রচলিতাঃ। তদা জয়জয়ধ্বনিপুষ্পবৃষ্টিদুন্দুভিশব্দাদিকং
াত্তং প্রভূতমিতি।

ন ডোম্বীবিবাহফলমাহ—

দি। সৈব ডোম্বী বায়ুরূপা তস্যা গমনদ্বারস্য বিবাহমিতি। ভঙ্গং কৃত্বা জয়মিতি।
দোষা নাশিতাঃ। অতএব জোতকেনাক্লেশেনানুত্তরধর্ম্মসাক্ষাৎ[৩০]কৃতং।
র্য্যেণেতি।

দর যোগিনীপ্রভাবমাহ। অহণিসী[১০৩]ত্যাদি—

দ্রয়া সহ যস্য যোগীন্দ্রস্যাহর্নিশং সুরতাভিষঙ্গো ভবতি তস্য যোগীন্দ্রস্য যোগিনী-
তস্য জ্ঞানরশ্মিনা। রএণীত্যাদি। ক্লেশান্ধকারং পলায়তে।

মঃ—

আত্মক্লেশ লয়ং গতে ভগবতি প্রাণাধিপে স্বামিনি
খালোক্ষ্যাসগণে গতে প্রশমিতে জীবানিলে যন্ত্রিতে।
যো জ্যোতিঃপ্রসরঃ প্রভাস্বরতরো যোগীশ্বরাণামসৌ
স্বাঙ্গাদেব বিনির্গতো হততমাঃ ত্রৈলোক্যমাক্রামতি॥

যাগিনীপ্রসাদাদ্যোগীন্দ্রস্য[১০৪] চর্য্যামাহ—

। ডোম্বী সৈব প্রকৃতিপ্রভাস্বরপরিশুদ্ধাবধূতিকা জ্ঞানমুদ্রা। তস্যাঃ সুরতা
যোগিনো[১০৫]রতাঃ তে তে তাং জ্ঞানমুদ্রাং মহাসুখানন্দাধারত্বাৎ ক্ষণমপি
।

রহপাদাঃ—

সর্ব্বা[৩০ক]ভাবং গতবতি মনস্তন্দ্রীত্যাদি ॥ ১৯ ॥

অহিনিসি। টীকায় অহর্নিসি ছিল স অক্ষরের উপরে পি তুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন অক্ষর

থকে প্রথম লিখিয়াছিল প্রসাদের পীক্রস্ত। পরে দের এককটিও নষ্ট কাটিয়া দিয়া উপরে যো
।
খানে বৃথা একটী লুপ্ত অকারের চিহ্ন আছে।

২০

রাগপটমঞ্জরী

কুক্কুরীপাদানাম্। হাঁউ নিরাসী খমণভতারে
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই ॥ ধ্রু ॥
ফেটলিউ গো মাএ অন্তউড়ি চাহি
জাএথু বাহাম সো এথু নাহি ॥ ধ্রু ॥
পহিল বিআণ মোর বাসনপূড়
নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপূড়া ॥ ধ্রু ॥
জাণ জৌবণ মোর ভইলেসি পূরা
মূল নখলি বাপ সংঘারা
ভণথি কুক্কুরীপাএ ভব থিরা
জো এথু বুঝএঁ সো এথু বীরা ॥ ধ্রু ॥

প্রজ্ঞাপারমিতার্থামৃতপানপরিতুষ্টা হি কুক্কুরিপাদাঃ। তমেবার্থমাত্মনি যোগিনীমধিমুচ্যা বদন্তি—

হাঁউ নিরাসী ইত্যাদি। অহং ভগবতী নৈরাত্মা নিরাসা। আসঙ্গরহিত মনঃস্বামী অস্ত সু[র]তাভিষঙ্গেণ মম বিশিষ্টসংযোগাক্ষরসুখানুভব[ঃ] ক ভবতীতি।

তথাচ সরহপাদাঃ—

কো পত্তিজ্জই কস্স কহমি[৩১] অজ্জ কত্তাই অ আউ
পিয়দংশণে হলে ণ টু্লেসি সংসাসযুড় জাউ ॥

ধ্রুবপদেন তমেবার্থং প্রচুয়ন্তি—

ফিটলেম্বিত্যাদি।১০৬ অতএবান্তমিতি পর্য্যান্তঃ। মহাসুখচক্রস্বকুটাঃ দূষ্ট্‌।১০৭ বিষয়াদিবুন্দং ময়া নৈরাত্ময়া তস্মিন্ সময়ে নিরুক্তিতং। স্বয়মেবাত্মানং সংশোধ্য মাতনৈ স্থাপ্যে। তদিদানী[ং] যং যং বিষয়ারিং পশ্যামাত্র স কোপি ন বিদ্যতে মহাসুখময়ত্বাৎ।

দ্বিতীয়পদেন বিচারস্বরূপমাহ—

পহিলে ইত্যাদি। আদৌ সংবৃত্তিবাসনাপুটঃ১০৪ কায়োহংস্থ প্রসূতঃ[তং]। অত্র

১০৬ গানে, ফেটলিউ ; টীকায়, ফিটলেম্ব।
১০৭ পুথিতে খবা ছিল কাটিয়া উপরে দূষ্ট্‌। করিয়া দিয়াছে।
১ গানে আছে বাসনযুড় ; টীকায় বাসনাপুটঃ। টীকার মতে বাসনপুড় হওয়া উচিত।

স্থ পিণ্ডীক্রমানুপূর্ব্ব্যা সদ্গুরুবচনপ্রমাণতো বিচার্য্যমাণে সতি নৈব বাসনা বিদ্যতে। ন বিদ্যতে এব পরং।

অভ্যাসফলমাহ—

্যাদি॥১০। মূলং সংবৃত্তিবোধিচিত্তং। তস্য নিকৃত্তিঃ। মণিমূলে মণ্যন্তর্গতে মন্ত্রা কুলু[৩১ক]রিপাদেন কৃতা।

হেবজ্রে—

তীরদ্বয়ং ভবেদ্ঘণ্টাং।

হেতুনা বিষয়মণ্ডলোপসংহারকৃতং নবযৌবনমিতি। তৎপ্রভাবাৎ দ্বাত্রিংশল্লক্ষণ-ব্যঞ্জনধরশরীরসুন্দরো ভূতোঽসি ভোঃ কায়বজ্র সাধুমেতৎ। স্বয়মাত্মানং সম্বোধ্য

াক্ষাৎকারিত্বমাহ—

এব সংবৃত্তিবোধিচিত্তো হি ভবঃ। স্থিরমিতি স্থিরং কৃত্বা প্রজ্ঞারবিন্দে বৈ-রনরূপেণাবগত[ং] তেঽস্মিন্ ভবমণ্ডলে বিষয়ারিমর্দ্দনাৎ বীরাঃ।

র্য্যপাদাঃ—

জেঁ বুঝিঅ অবিরল সহজ খণ্ ইত্যাদি। ২০॥

২১

রাগবরাডী

নিসিঅ অন্ধারী সুসার (?) চারা।
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ আহারা॥ ধ্রু॥
মাররে জোইআ মুসা পবণা।
জেঁণ তুটঅ অবণা গবণা॥ ধ্রু॥
ভব বিন্দারঅ মুসা খণঅ গাতী।
চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থা[৩২]তী॥ ধ্রু॥
কলা মুষা উহণ বাণ।
গঅণে উঠি চরঅ অমণ ধাণ॥ ধ্রু॥

লে আছে বাসুলা, টীকায় আছে বরাকী। বরাকী অর্থে দুই তিন জায়গায় বাপুড়ী আছে উচিত।

র জাণজোবন; টীকায় নবযৌবন।

ভবসে মুষা উঞ্চল পাঞ্চল ।
সদ্‌গুরু বোহে করিহ সো নিচ্চল ॥ ধ্রু ॥
জবেঁ মুষা এর চা তুটঅ ।
ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ ॥ ধ্রু ॥

তমেবার্থং মূষকসন্ধ্যাবচনেন ভুসুকুপাদাঃ । প্রতিপাদয়ন্তি[তি]—

নিশি আন্ধারী[111]ত্যাদি । মুষ্ণাতীতি মূষক[ঃ] সন্ধ্যাবচনে চিত্তপবনঃ বোদ্ধব্যঃ । নিসি প্রজ্ঞা কর্ম্মাঙ্গনা বা বোদ্ধব্যা[112] । তস্যা[ঃ] কর্ম্মাঙ্গনায়া বিচিত্রাদিক্ষণে কায়ানন্দাদিব্যাপারদ্বারেণ কুলিশারবিন্দসংযোগে বোধিচিত্তামৃতাস্বাদাহারং স এব মূষক[ঃ] চিত্তপবনঃ স্বয়ং করোতি । তস্মিন বিরমানন্দং দক্ষিণে শ্রীগুরুমুখলব্ধোপায়েন ক্রতং তস্য নিঃস্বভাবীকরণং ভবতি । তৎ কুর্ব্বতো বালযোগিনস্তেন[113] সংসারচক্রে যাতায়াতং দ্বয়াকারম্ন ক্রটাতি চিত্তঞ্চ ন শোভতে ।

তথা চাগম[ঃ]

দ্বয়াকারেণ ক[illegible]প্রকটপটুসম্বিত্তিসুভগে
ঘনানন্দো[illegible]কীর্ণে প্র [৩২ক]বলরসপূর্ণাম্বরতলে
স্ফুটন্‌নানাকারৈরুপচিতশবেতাম্বরগতৈ-
[illegible]দং তত্ত্বে[ক]রূং লয়মিব গতং ভাতি মনসি ॥

[illegible]পদেন মূষকচিত্তস্য ব্যবহারোহনুবর্ণ্যতে—

[illegible]ত্যাদি । ফদতীতি কৃত্বা ভবং স্বকায়ং বিদারয়তি প্রকৃতিচাঞ্চল্যতয়া স এব মূষকে[illegible]বং কুরুতে । গতীতি[114] তির্য্যঙ্‌নরকাদিদুর্গতিপাতঞ্চ । স্বয়মেব উৎপাদয়া[illegible] অতশ্চি[illegible]কস্য প্রকৃতিদোষমাকলয্য ভো যোগিন্ প্রসাদাপ্তোপদেশেন তস্য জ্ঞানারোপণং ন করিষ[illegible]ত ।

[illegible]পদেন তস্য স্বরূপমাহ—

কালেত্যাদি[115] । সংবৃত্তিবোধিচিত্তং দুনাশকত্বেন স এব চিত্তমূষকঃ কালঃ । তস্য পিণ্ড-গ্রাহায়ভেদে বিচারেণ ভো যোগিন্ বর্ণোপলব্ধোপদেশো[116] ন বিদ্যতে । গগনমিতি গুরুসম্প্রদায়াৎ মহাসুখকমলবনং গত্বা পুনরাগত্য পরমার্থবোধিচিত্তমধুপানাস্বাদং করোতি ।

তথাচ পরদর্শনে । মীননা[৩৩]থঃ—

111 গানে, নিসিঅ অন্ধারী ; টীকায় নিসি আন্ধারী ।
1[illegible] এইখানে একটী মুখা বিসর্গ আছে ।
113 এইখানে একটী মুখা আকার আছে ।
114 গানে গাতী ; টীকায় গতি ।
115 গানে কলা ; টীকায় কাল ।
116 বর্ণোপলব্ধোপদেশে পুথিতে ছিল । একার কাটিয়া অনুস্বার করিয়া দিয়াছে ।

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্মকুরঙ্গ সমাধিক পাট।
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
কমলমধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা ॥

চতুর্থপদেন বজ্রগুরুমাহাত্ম্যমাহ—

তাব সেত্যাদি।17। চিত্তমূষকোঽয়ং তাবদেব মোহমানেনোন্নতো ভবতি। যাবৎ সদ্‌গুরু-বচনযন্ত্রসন্নিধানং ন ভবতি। ভো যোগিন্ তস্মাৎ গুরৌ প্রণিধানমারভ্যতামিতি।

তথাচ সরহপাদাঃ—

যস্ত প্রসাদকিরণৈরিত্যাদি।

পঞ্চমপদেন চিত্তমূষকস্য স্বরূপমাহ—

জবেমিত্যাদি। যস্মিন্ সময়ে সহজানন্দচিত্তমূষকস্তাচার। অহমিতি। প্রত্যাবে পরতা ক্রট্যাতি। তস্মিন্ সময়ে সংসারবন্ধনং তস্য। ফিটনিতি।

যথা চাগমঃ—

সংসারোঽস্তি ন তত্ত্বতস্তনুভৃতাং বন্ধস্য চৈবৈব কা
বন্ধো যত্র ন যাতি কাচিদ(ত)তথামুক্তস্য মুক্তক্রিয়ঃ।
মিথ্যারোপকৃতোঽথ রজ্জুভুজগচ্ছায়াপিশাচভ্রমো
মা কিঞ্চিৎ ত্যজ মা গৃহাণ বিলস স্বে স্বো যথাব[৩৩ক]স্থিতঃ ২১ ॥

২২

রাগগুঞ্জরী

সরহপাদা নং। অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা ॥ ধ্রু ॥
অম্ভে ন জাণঁহু অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ ধ্রু ॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো ॥ ধ্রু ॥
জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা
সো করউ রস রসানেরে কংখা ॥ ধ্রু ॥

পাঠে তহলে। টীকায় ভাবনে।

জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি ॥ ধ্রু
জামে কাম কি কামে জাম
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম ॥ ধ্রু ॥

তমেবার্থং সর্ব্বধর্ম্মাধিগমেন সরহপাদঃ প্রতিপাদয়তি—

অপণেত্যাদি। অনাত্মবিদ্যাবাসনাদোষেণ ভবনির্ব্বাণকল্পারোপণং চরিত্বা লোকোঽয়ং ভ্রান্ত্যা স্বয়মেব ভববন্ধনবদ্ধো ভবতীতি।

ধ্রুবপদেন স্বজ্ঞানং দৃঢ়য়তি(ন্তি)—

অক্ষ[118] ইত্যাদি। সিদ্ধাচার্য্যসরহপাদা এবং বদন্তি[তি]। গুরুচরণরেণুপ্রসাদাৎ ভাবস্বরূপ-পরিজ্ঞানেনাচিন্ত্যা যোগিনো বয়ং। অতএব উ[৩৪]ৎপাদাদিতত্ত্বং কীদৃশং ভবতীতি ন জানীমঃ।

তথাচ একশ্লোকা ভ (ভব)গবতী—

উৎপাদস্থিতিভঙ্গদোষরহিতামিত্যাদি ॥

দ্বিতীয়পদেন উৎপাদস্বরূপমাহঃ—

জইসো ইত্যাদি। সর্ব্বে নৈরাত্মাবগমেন কস্তোৎপাদো বিদ্যতে। ভো যোগীন্দ্রাঃ। স্বয়মেব আত্মানং সম্বোধ্য বদন্তি। যস্তোৎপাদো নাস্তি তস্য ভঙ্গোঽপি ন দৃশ্যতে।

তথা চাদ্বয়সিদ্ধৌ—

যস্য স্বভাবো নোৎপত্তির্বিনাশো নৈব দৃশ্যতে।
তজ্‌জ্ঞানমদ্বয়নাম সর্ব্বসংকল্পবর্জ্জিতম্ ॥

অতএব জীব(বি)তা পুরুষেণ সত্ত্বাহবেন সহ ভেদোপলম্ভো(স্ভে)নাস্তীতি।

তথাচ সূতকে—

সুপ্তপ্রবুদ্ধে তু ন চাস্তভেদঃ
সংকল্পয়েৎ স্বপ্নফলাভিলাষী।

তৃতীয়পদেন স্বয়মেবাত্মশংসামাহঃ—

যস্মিন্ মরণাদিভয়ম্বা বিদ্যতে। সোঽপি যোগী রসায়নে বিবিধাদিকল্পপ্রয়োগং করোতি। বয়ং পুনঃ মরণাদিভয়ে নিঃশঙ্কনির্ব্বিকল্পরূপাঃ।

চতু[৩৪ক]র্থপদেন পুনরপ্যাত্মশংসামাহঃ—

যে যে[119] ইত্যাদি। যে যে বালযোগিনঃ। জম্বুদ্বীপমহাস্থানে সচরাচরে ভ্রমন্তি। অথবা

118 গানে অক্ষে; টীকায় আক্ষে।
119 গানে জে; টীকায় যে যে।

মন্ত্রৌষধ্যাদিশক্ত্যা ত্রিদশং দেবালয়ং গচ্ছন্তি(ন্তি)। তেঽপি গুরুবার্গালব্ধবাদমরত্বং ন প্রাপ্নুবন্তি। বয়মপ্যচ্ছেদ্যাভেদ্যরূপা[ঃ]।

পঞ্চ[ম]পদেন বয়(আ)মাহাত্ম্যমাহঃ—

জামেত্যাদি। কর্তৃকর্ম্মবিহীনস্য যোগীন্দ্রস্য অস্মনা কর্ম্ম কিং ভবতি। কর্ম্মণা বা উৎপাদশ্চ। অতএব সরহপাদাঃ স্বাভিপ্রায়ং বদন্তি। পরমার্থবিদ্ যোগিনাং অচিন্ত্যো হি। ২২

২৩

রাগ বড়ারী

ভুসুকুপাদানাম্।

জই তুম্হে ভুসুকু অহেই জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজণা।
নলণীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা॥ ধ্রু॥
জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল ণঅণি।
হণবিণু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিণি॥ ধ্রু॥
মাআজাল পসরি উরে বাধেলি মাআহরিণী।
সদ্গুরু বোহেঁ বুঝিরে কাসু কহিনি[120]॥ ধ্রু॥

[৩৯]তীতি সামগ্রীমাহ—

অনহা ইত্যাদি। বেমকটরণেতি সন্ধ্যায়া[121] প্রাণাপানং প্রজ্ঞোপায়াত্মকং বাতদ্বয়[ং] অনাহতং পরিকল্প্যাপ্রতিমানকমিতি। সহজপ্রতিজ্ঞলকং তদেব সংবৃত্তিবোধিচিত্তং সদ্গুরুবাক্যবিহীনেন। বেণবীতি তস্য ভাবাভাবগ্রহং তোড়য়িত্বা কমলকুলিশসংযোগদূতমভেস্য [ঃ] কৃত[ম] স্বাভিরিতি।

চতুর্থপদেন যোগিন্যানুশংসামাহ—

বঠামনীত্যাদি। সর্ব্বধর্ম্মপ্রকৃতিপ্রভাস্বরাবগমাৎ। যুবতিজনপ্রগমে সৈব প্রকৃতিঃ রিভচাবধূতিকা নৈরাত্ম্যযোগিনী। বইঠামনীতি নিত্যরূপা ময়া তথৈাপাদেন প্রাপ্তা[122]। অতএব তৎপ্রসাদাৎ মোহাভিঘজহত্রবদৈর্ব্বিযুক্তঃ সন্। তংজীতি—জাতিধর্ম্মা[ন্]বিহায়। বজ্রধরো ভূতোহস্মীতি।

তথাচ সরহপাদাঃ—

স শ্রীমানিত্যাদি। ২৫॥

120 এইখানে পুথির চারিটী পাতা নাই। ৩৪ পাতার পর একেবারে ৩৯ পাতা।

121 পুথি, সন্ধ্যাসা

122 পুথি, প্রাপ্ত।

২৬

রাগ শীবরী

শান্তিপাদানাম্।

ভুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু
আঁসু ধুণি ধুণি ণিরবর সেসু[৩৯ক] ॥ ধ্রু ॥
তউষে হেরুঅ ণ পাবিঅই
সান্তি ভণই কিণ সভাবি অই ॥ ধ্রু ॥
তুলা ধুণি ধুণি সুনে অহারিউ
পুন লইআঁ অপণা চটারিউ ॥ ধ্রু ॥
বহল বট দুই মার ন দিশঅ
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ ॥ ধ্রু ॥
কাজ ন কারণ জএহু জঅতি
সঁএ সঁবেঅণ বোলথি সান্তি ॥ ধ্রু ॥

স্ব ানন্দপ্রমোদভরস্তিমিতহৃদয়ঃ সিদ্ধাচার্য্যো হি শান্তিস্তমেবার্থং জনার্থায় প্রতিপাদয়তি—

তুং ত্যাদি। প্রকৃতিদোষত্বাৎ তুলনযোগ্যত্রৈলোক্যং কায়বাকচিত্তং। অস্য কম্পা-কম্পাদি ঃদেনাবয়বিনমেকপ্রমাণোপপন্নং কৃত্বা যথাবয়বস্য ষড়ংশসাধনঃ কৃতঃ। স এবা-বয়বপর ঃস্য পরমাণো[ঃ] ষড়ঙ্গতাভাবেন তং ধূত্বা ধূত্বা নিরবয়বমিতি নিরবয়ব১২৩সুচিত্তং। তথাচাহে ত্বাং তস্য চিত্তস্য হেত্বস্তরং ন প্রাপ্যতে। শান্তিপাদো বদতি ভাবোপলম্ভা-ভাবে[৪০ কিং ভাব্যতে।

তথা .জ্ঞাপরিচ্ছেদে বিচারিত ইত্যাদি।

দ্বিতীয়পদেন তমেবার্থং দৃঢ়য়তি—তুলা১২৪ধুণীত্যাদি। তদ্‌বিচারপ্রমাণতোঽপ্যবয়বাদিকং দত্বা শূ তি। প্রভাস্বরে চিত্তং প্রবেশিতং যথা। তং প্রভাস্বরং গৃহীত্বা চটারিব ইতি। আত্মগ্রহ স্বাভাবকরূপং বাধিতমিতি।

তথা দ্বিকল্পে—

নাস্তি ভাবকো ন ভাবোঽস্তীত্যাদি।

তৃতীয়পদেন মার্গস্যাশ্মশংসামাহ—

ত্যাদি। অদ্বয়ত্বাদস্মিন্ মার্গবরে বাম্যকায়ং ন বিত্ততে। অতএব শান্তিপাদো হি

১২৩ খি, নিয়াবয়বশুচিত্তং। ১২৪ গানে, তুলা; টীকায়, তুল।

বদতি। বালোহজ্ঞোঽস্মিন্ ধর্ম্মে ন (ণ) প্রবিশতি সুদূর এব। অথবা বালবৎ স্বেথাসক্তিমাত্রমত্র ন বিদ্যতে।

তথাচ নাগার্জ্জুনপাদাঃ—

সৌশীর্য্যস্তে কায়ে ইত্যাদি।

চতুর্থপদেন স্বরূপোপলম্ভমাহ—

কাজেত্যাদি। সিদ্ধাচার্য্যো হি শাস্তিঃ স্বয়ং কার্য্যকারণরহিতত্বাৎ। অনুত্তরপদং বদতি। এষা হি যুক্তিঃ। প্রমাণোপ[৪০ক]পত্ত্যা সদ্‌গুরুপ্রসাদাদনুত্তরপদং স্বয়ং জায়তে।

তথাচ দ্বিকল্পে—

আত্মনা জায়তে পুণ্যাৎ গুরুপর্ব্বোপসেবয়া। ২৬ ॥

২৭

রাগ কামোদ

ভুসুকুপাদানাম্।

অধরাতি ভর কমল বিকসউ
বতিস জোইণী তসু অঙ্গ উহুসিউ ॥ ধ্রু ॥
চালিউঅ ষষহর মাগে অবধূই
রঅণহু ষহজে কহেই ॥ ধ্রু ॥
চালিঅ ষষহর গউ ণিবাণেঁ
কমলিনি কমল বহই পণালেঁ ॥ ধ্রু ॥
বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ ॥
জো এথু বুঝই সো এথু বুধ ॥ ধ্রু ॥
ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ
সহজানন্দ মহাসুহ লোলেঁ ॥ ধ্রু ॥

তমেবার্থং সহজানন্দময়সম্পূর্ণো হি ভুসুকুসিদ্ধাচার্য্যঃ প্রতিপাদয়তি—

অধরাতীত্যাদি। তত্র সেকপটলোক্তবিধানাৎ অর্দ্ধরাত্রৌ চতুর্থীসন্ধ্যায়াং প্রঃ জ্ঞানাভি-ষেকদানসময়ে বজ্রসূর্য্যরশ্মিনা কমলঃ উষ্ণীষকমলং বিকসিতং মম। তস্মিন্ সময়ে দ্বিং[৪১] [শ]দ্ যোগিনীতি দ্বাত্রিংশন্নাড়িকা বোধিচিত্তবহা ললনারসনাবধূতী। অতেষ্কা[ঃ] সুক্ষ্মরূপাদিকা বোদ্ধব্যা[ঃ]। তত্র স্থানে প্রবস্থি। তাসাং আনন্দাদিসন্দোহেনাস্তোল্লাসোদ্ভূৎ (সংভূৎ,

ধ্রুবপদেন সদ্‌গুরুপ্রকারমাহ—

তস্মিন্ কালে যেন হেতুনা সসহরবোধিচিত্তচন্দ্রঃ। অবধূতীমার্গেণ বজ্রম্-সদ্‌গুরুবচনতত্ত্বপ্রভাবাৎ স ময়ি সহজানন্দং কথয়তি।

তথাচ সরহপাদাঃ—

চিত্তে শশ[হ]রমিত্যাদি।

দ্বিতীয়পদেন তমেবার্থং বদতি—

চালিঅ ইত্যাদি। শশহরো হি বোধিচিত্তমবধূতীমার্গেণ যৎ প্রচলিতং স এব গুরুসম্প্রদায়াৎ বজ্রশিখরাগ্রে নির্ব্বাণং প্রভাস্বরং গতং। কমলরসং মহাসুখ[125] × রসমস্তাত্তীতি কমলিনী। সৈব প্রকৃতিপরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্মা কমলরসং তমেব বোধিচিত্তমহাসুখ × রসেন কায়বজ্রং প্রীণয়িত্বা মহাসুখচক্রোদ্দেশং বহতীতি।

তথাচ কৃষ্ণাচার্য্যপাদাঃ—

পহ বহন্তে গিঅমর বন্ধনেত্যাদি।

তৃতীয়পদেন তমেবা[৪১ক]র্থং কথয়তি—

বিরমানন্দেত্যাদি। বিলক্ষণচতুর্থানন্দস্তত্রোঽয়ং বিরমানন্দঃ। যত্র যোগীন্দ্রস্তাবগমো গুরুপ্রসাদাদহর্নিশমভূৎ স এব ভগবান্ বজ্রধরঃ। দ্বাত্রিংশল্লক্ষণযুক্তো ব্যঞ্জনাশীত্যলংকৃতঃ। অনধিগতজ্ঞানামত্রাবকাশো[126] ন স্যাদিতি।

তথাচ দবড়ীপাদাঃ—

গঅাং বৃথ স্থায় ইত্যাদি।

চতুর্থপদেন স্ববোধং স্রচয়তি—

ভুসুকু ভণই ইত্যাদি। ভুসুকুপাদো হি বদতি। যয়া ভুসুকুপাদেন প্রজ্ঞোপায়মেলকে সহজানন্দং মহাসুখ[ং] সদ্‌গুরুপ্রসাদাল্লীলয়াবগতং। ২৭ ॥

২৮

রাগ বলাড্ডি

শবরপাদানা । উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥ ধ্রু ॥
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি
ণিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দারী ॥ ধ্রু ॥
ণাণা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগে[৪২]লী ডালী

125 দুই তেরার মধ্যে যে লেখাটুকু আছে, তাহা পড়িয়া গিয়াছিল, বলিয়া পুরাণ লেখকরা অক্ষরে নীচে লিখিয়া দেওয়া আছে।

126 অক্ষরে লিখিয়া পরে কাটিয়া উপরে বা তুলিয়া দিয়াছে। ছিল অবগরেশো, হইয়াছে অবকাশো।

একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী ॥ ধ্রু ॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী ॥ ধ্রু ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥ ধ্রু ॥
গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ নিঅ মণে বাণেঁ
একে শরসন্ধানেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ ॥ ধ্রু ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥ ধ্রু ॥

শবরপাদো হি সিদ্ধাচার্য্যস্তমেবার্থং মহাকরুণারসবিদ্ধো লোকার্থায় প্রতিপাদয়তি—

উঁচেত্যাদি। যোগীন্দ্রস্য স্বকায়কঙ্কালদণ্ডমুন্নতং সুমেরুশিখরাগ্রে মহাসুখচক্রে। সকারপরো হকারঃ স এব পর্বিধরঃ। তস্য গৃহিণী জ্ঞানমুদ্রা নৈরাত্মা অঁকারজা বসতি। ময়ূরাঙ্গমিতি। নানা-বিচিত্র[৪২ক]পক্ষবিকল্পরূপং স্বরূপেণাধিবাস্যতয়া পরিধানমলঙ্কারং কৃতং। গুঞ্জে(ঞ্জ)তি গ্রীবায়াং সম্ভোগচক্রে গুহ্যমন্ত্রমালিকেহপি বিধৃতা। পদস্যোত্তরপদেন ধ্রুবপদং বোদ্ধব্যং।

দ্বিতীয়পদেনাত্মানস্বরূপমাহ—

উমত ইত্যাদি। ভগবতী নৈরাত্ম্যা ভাবকায়াশ্বাসং দদাতি। ভো উন্মত্ত বিষয়বিহ্বলচিত্ত শবর প্রাজ্ঞোপায়মেলকে। গুলীতি। আনন্দাদিবিকল্পং মা কুরু। অহং তব গৃহিণী জ্ঞানমুদ্রা সহজসুন্দরীতি।

নাক্ষেত্যাদি127। অস্য কায়সুমেরোঃ। তরুবরং অবিদ্যারূপং। আনন্দাদিমন্ত্রেণ নান প্রকারেণ মুকুলিতনিজরূপং গতং। অস্য ডালঞ্চ পঞ্চস্কন্ধং গগনে প্রভাস্বরে লগ্নং। অতএব সা নৈরাত্মা একবা। কর্ণেতি, নানাস্থানে কুণ্ডলাদিপঞ্চমুদ্রানিরংশুকালঙ্কারং কৃত্বা বজ্রমুপাদজ্ঞ যং বিধৃত্য যুগনদ্ধরূপেণ অত্র কায়পর্ব্বতবনে। হিণ্ডতি ক্রীড়তি।

তৃতীয়পদেন ক্রীড়ায়[৪৩]খপ্রব[াহ]মাহ—

তিঅ ধা ইত্যাদি। ত্রৈধাতুকং কায়বাক্‌চিত্তং সুখপ্রভাস্বরে তং টালয়িত্বা তেন হাসুখেন শয্যাং কৃত্বা শবরচিত্তবজ্রভুজ(চ)ঙ্গেন সহ। দারিকেতি। ক্লেশান্ দারয়তীতি দারিকা নৈরাত্মা দারিকাবা[1]। প্রেমন্নিতি ক্রীড়ারসমদ্ভুপমং বর্দ্ধয়িত্বা রজনী। অন্ধকারং প্রজ্ঞোপায়বিকল্পং নাশিতং।

তথাচ সরহপাদাঃ।

127 গাঙ্ক গাণ, টীকায়, নাক্ষেতি।

শ্রীবজ্রামৃত ইত্যপি ভ্রমরীত্যাদি।

চতুর্থেন ফলহেতুভাবং প্রভাবং প্রতিপাদয়তি—

হিএঁ[124]ইত্যাদি। হৃদয়ং প্রভাস্বরং তাম্বূলেনাধিমুচ্য[129]কর্পূরং যুগনদ্ধরূপেণ ফলহেতু-সম্বন্ধেন তদধিমুচ্য। শূন্যমিতি সৈব সর্ব্বাকারবরোপেতশূন্যতা নৈরাত্মজ্ঞানযোগিনী। ক[ণ্]ঠেতি সম্ভোগচক্রে বিধৃত্য মহাসুখজ্ঞানরশ্মিনা রজনীতি। স্বকায়ক্লেশতমঃ স্বয়ং নাশিতং।

তথাচ সূতকে। ফলেন হেতুনামুদ্রা ইত্যাদি।

পঞ্চমপদেন বজ্রগুরুমাহাত্ম্যমাহ—

গুরুবাক্যেত্যাদি। স[৪৩ক]দ্গুরুবাক্যেন ধনুঃ কৃত্বা নিজমনোবোধিচিত্তেন বাণ(ন)ং চ। একরসং বাণমিতি উভয়োরেকং কৃত্বা একস্বরনির্ঘোষেণ তমভ্যস্যমানঃ সন্ তেন নির্ব্বাণেন ময়া সবরপাদেন অনাদ্যবিদ্যাবাসনাদোষো হি হতঃ।

ষষ্ঠপদেন চিত্তস্য যথাভূতং স্বরূপমাহ—

উমত ইত্যাদি। সহজপানপ্রমত্তো মম চিত্তবজ্রোহি সবরঃ গরুআ রোষেণেতি জ্ঞানানন্দ-গন্ধেন প্রেরিতঃ সন্ মহাসুখচক্রনলিনীবনোদ্দেশেন[130] প্রচলিতঃ। তত্র নিমগ্নে সতি গিরিবরেতি। উক্তার্থো[131] ময়া সিদ্ধাচার্য্যেণ কথং অন্বেষয়িতব্যঃ।

তথাচাগমঃ। যানানাং নাস্তি বৈ নিষ্ঠা যাবৎ চিত্তং প্রবর্ত্ততে।
চিত্তে ক্ষয়ে প্রবৃত্তে হি ন যানং ন চ যাবিনঃ ॥২৮॥

২৯

রাগ পটমঞ্জরী

ভুইপাদানাম্। ভাব ন হোই অভাব ণ জাই
আইস সংবোহেঁ কো পতিআই ॥ ধ্রু ॥
লূই ভণই বট দুলক্খ বিণাণা
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে ণা ॥ ধ্রু ॥ [৪৪]
জাহের বানচিহ্ন রূব ণ জাণী
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী ॥ ধ্রু ॥

১২৪ পাঠে, হিঅ; টীকায়, হিএঁ
১২৯ পুথি, অধিমুণচ্য।
130 পুথি, নলিনীবোদ্দেশেন।
131 পুথি, উক্তার্থা।

কাহেরে কিষভণি মই দিবি পিরিচ্ছা
উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা ॥ ধ্রু ॥
লুই ভণই ভাইব কীস্
জালই অচ্ছমতা হের উহ ণ দিস্ ॥ ধ্রু ॥

জ্ঞানানন্দসুন্দরো হি লূইপাদস্তমেবার্থং বিশেষয়তি—

ভাব ণ হোই ইত্যাদি। ভাবস্তাবৎ তত্ত্বন্ন ভবতি। যস্মাৎ পিণ্ডগ্রহাণুভেদে বিচারেণ ভাবস্তোপলম্ভো ন বিদ্যতে। কিমভাবশ্চতির্ভবতি। অভাবোঽপি ন ভবতি অসদ্রূপত্বাৎ। ঈদৃক্ সম্বোধনে কোপি সত্ত্বঃ তত্ত্বং প্রতীতিকরোতি।

ধ্রুবপদেন ভাবস্বরূপদৌর্লভ্যং প্রতিপাদয়তি—

লুই ভণই ইত্যাদি। লূয়ীপাদঃ সিদ্ধাচার্য্যো হি বদতি। অতএব দুর্লক্ষং তত্ত্বং বালযোগিনা লক্ষয়িতুন্ন পার্য্যতে। যস্মাৎ ত্রৈধাতুকং কায়বাক্‌চিত্তে বিলসতি ক্রীড়তি। তস্য সন্তান-দীর্ঘহ্রস্বপরিমণ্ডলাদিকং। ন উহে ন জানামি। [৪৪ক] কুত্র নিয়তং বসতীতি।

দ্বিতীয়পদেন উক্তার্থং স্পষ্টয়তি—

জাহের ইত্যাদি। যস্য তত্ত্বস্য বর্ণচিহ্নরূপং নাবগম্যতে সোপি কথং নানাকারো[132] বিনয় আগমশাস্ত্রে বেদে ব্যাখ্যায়তে চ।

তথাচ নাগার্জ্জুনপাদাঃ।

ন রক্তপীতমাঞ্জিষ্ঠো বর্ণত্বেনোপলভ্যতে ইত্যাদি।

তৃতীয়পদেন তত্ত্বস্বরূপমাহ—

কাহেরে ইত্যাদি। কস্য কিমুক্ত্বা পৃথক্‌জনায় ময়া সিদ্ধান্তঃ প্রদাতব্যঃ। যথোদকচন্দ্র[ঃ] ন সত্যং ন মৃষা ভবতি তদ্বদ্যোগীন্দ্রস্য ভাবগ্রামপ্রতিভাসঃ স কিমর্থো বক্তুং যুজ্যতে। অর্থঃ তত্র প্রতীতিং করোতি। অবচনত্বাৎ।

চতুর্থপদেন চিত্তস্বরূপমাহ—

লুই ভণই ইত্যাদি। বদতি লূয়ীপাদঃ ময়া ভাব্যভাবকভাবনা অভাবেন কিং ভা [illegible]ঃ। অতএব যশ্চতুর্থরূপং গৃহীত্বা তিষ্ঠামি তত্রাপি গুরুবচনবিচারে তত্তোদ্দেশং ন উহে। ন পশ্য মি।

তথাচ। চিত্তং নিশ্চি[৪৫]ত্য বোধেন অভ্যাসং কুরুতে যদা।
তদা চিত্তং ন পশ্যামি ক গতং ক স্থিতং ভবেৎ ॥২৯॥

132 পুথি, কাব্যঃ।
133 পুথি, রক্তপীতপীতমাঞ্জিষ্ঠো।

৩০

রাগ মল্লারী

ভুসুকুপাদানাম্। করুণ মেহ নিরন্তর ফরিআ

ভাবাভাব দ্বন্দল দলিয়া ॥ ধ্রু ॥

উইত্তা গঅণ মাঝেঁ অদভূআ

পেখরে ভুসুকু সহজ সরুআ ॥ ধ্রু ॥

জাসু সুনন্তে তুট্টই ইন্দিআল

নিহুরে নিঅ মন ণ দে উলাস ॥ ধ্রু ॥

বিসঅ বিশুদ্ধিঁ মই বুঝ্ঝিঅ আনন্দে।

গঅণহ জিম উজোলি চান্দে ॥ ধ্রু ॥

এ তৈলোএ এত বিবারা

জোই ভুসুকু হেত্তই অন্ধকারা ॥ ধ্রু ॥

তমেবার্থং মহাসুখানন্দপ্রমোদেন ভুসুকুপাদঃ প্রতিপাদয়তি—

করুণেত্যাদি। করুণমিতি ভাবাভাবং গ্রাহ্যাদিবিকল্পং দলিত্বা নিঃস্বভাবীকৃত্য পরিশুদ্ধ-সম্ভোগকায়ো যোগীন্দ্রস্য গুরুপ্রসাদপ্রস্ফুরিতং।

অতএব ধ্রুবপদেন তস্য প্রভাবং প্রতিপাদয়তি—

উইএ ইত্যাদি। অতএব[।]গমঃ

প্রভাস্ব[৪৫ক]রে অদ্ভুতযুগনদ্ধফলোদয়ো ভূতঃ।

তস্মাৎ ভো ভুসুকুপাদ গুরুসম্প্রদায়াৎ তৃতীয়ানন্দে সহজানন্দস্বরূপং পশ্য জানীহি। স্বয়মেব আত্মানং সম্বোধ্য বদতি।

দ্বিতীয়পদেন তস্য প্রভাবং দর্শয়তি—

জাসু ইত্যাদি। যস্য সহজানন্দস্য প্রতীক্ষণে ইন্দিআলমিতি ইন্দ্রিয়সমূহং ত্রুট্যতি পলায়তে।

ত ।চ সরহপাদাঃ।

ই দন্ত কথু বিলীঅ গউ ইত্যাদি।

নিহএ।34 ইতি। নিভৃতেন নির্ব্বিকল্পাকারেণ নিজমনঃ বোধিচিত্তং বজ্রগুরোঃ প্রসাদাৎ সহজে উল্লাসং দদাতীতি।

।34 গানে, নিহুরে ; টীকায়, নিহএ।

তথাচ **সরহপাদাঃ**।

চিন্তাচিন্ত পরিহর ইত্যাদি।

তৃতীয়পদেন মার্গস্তান্নুশংসামাহ—

বিষয়েত্যাদি। যথা চন্দ্রেণ গগনমুদ্যোতিতং তথা ময়া বিষয়াণাং বিশুদ্ধ্যা। আনন্দেতি বিরমানন্দে পরমানন্দমবগম্য তেন সহজানন্দচন্দ্রেণ মোহান্ধকারং নাশিতমিতি।

চতুর্থপদেন[৪৬]ফলপ্রাপ্তিত্বাৎ তস্য প্রভাবমাহ—

এতেলোএ[135] ইত্যাদি। এতস্মিন্ ত্রৈলো(ক)চতুর্থানন্দব্যতিরেকান্নান্যো[136]প্যয়োঽস্তি। যস্যোদয়েন সিদ্ধাচার্য্যো ভুসুকুপাদঃ। ক্লেশান্ধকারং স্ফেটয়তি।

তথাচ **সরহপাদাঃ**—

তস্মৈ নমো বজ্রদয়েনেত্যাদি ॥৩০॥

৩১

রাগ পটমঞ্জরী

আর্য্যদেবপাদাঃ। জহি মণ ইন্দিঅ[প]বণ হো ণ ঠা

ণ জানমি অপা কঁহি গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥

অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ

আজদেব ণিরাসে রাজই ॥ ধ্রু ॥

চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসঅ

চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই ॥ ধ্রু ॥

ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার

চাহন্তে চাহন্তে সুণ বিআর ॥ ধ্রু ॥

আজদেবেঁ সঅল বিহরিউ

ভয় ঘিণ দুর ণিবারিউ ॥ ধ্রু ॥

তমেবার্থং প্রমুদিতং আর্য্যদেবপাদাঃ। প্রতিপাদয়ন্তি—

জহি মণ ইত্যাদি। যস্মিন্ প্রভাস্বরে সংহারমণ্ডলাদিক্রমেণ বিষয়পবনেন্দ্রিয়াদিকং[৬ক] নিঃস্বভাবীকরণং। তত্র প্রবিষ্টে(ষ্টো) সতি অপা ইতি। চিত্তরাজস্তোদ্দেশং ন জানামি ক্ব গতঃ।

ধ্রুবপদেন আনন্দং দৃঢ়য়তি—

135 পাঠে, এতৈলোএ; টিকায় এতেলোয়। 136 পুথি, ব্যতিরেকানান্যোপায়োস্তি।

অকটেতি—আশ্চর্য্যং। করুণেতি সংবৃত্তিবোধিচিত্তং গুরুসম্প্রদায়াৎ। ডমরুকেতি অ(ন)নাহতশব্দং করোতি। অনাহতং হতং জ্ঞানং বিবুধ্যতে। অতএব আর্য্যদেবপাদাঃ। নিরালম্বেন সর্ব্বধর্ম্মানুপলম্ভযোগেন রাজতে শোভতে।

দ্বিতীয়পদেন বিষয়স্বরূপমাহ—

চান্দেরিত্যাদি[137]। যথা অস্তং গতে চন্দ্রমসি তস্য চন্দ্রিকা তত্রৈব অন্তর্ভবতি। চিঅ ইতি। তথা চিত্তরাজোপি যদা অচিত্ততাং গচ্ছতি প্রভাস্বরং বিশতি তদা তস্য বিকল্পাবলী তত্রৈব লীনা ভবতীতি।

তথাচাগমঃ।

অস্তং গতে চন্দ্রমসীব নূনং
নীরেন্দবঃ সংহরণং প্রযান্তি।
চিত্তং হি তদ্বৎ সহজে [নি]লীনে[138]
নশ্যন্ত্যমী সর্ব্ববিকল্পদোষাঃ॥

তৃতীয়পদেন ভাবস্য নিরংশতামাহ—

ছাড়িল[139] ইত্যাদি। অতএব ময়া সিদ্ধাচার্য্যেণ ভয়[৪৭]লজ্জাদিকং লোকস্য ব্যবহারঃ পরিত্যক্তঃ। গুরুবচনমার্গনিরীক্ষণেন শূন্যমিতি॥ ভাবং নৈরাত্ম্যরূ[পং] দৃষ্টং।

চতুর্থপদেনাত্মপ্রশংসামাহ—

আর্য্যদেবেত্যাদি। আর্য্যদেবপাদেন সদ্গুরুপ্রসা[দা]ৎ নৈরাত্ম্যধর্ম্মানুখীকরণে সর্ব্বং সংসারদূষণং বিফলীকৃতমিতি ॥৩১॥

৩২

রাগ দেশাখ

সরহপাদানাম্।

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল।
চিঅরাঅ সহাবে মুকল ॥ ধ্রু ॥
উজু রে উজু ছাড়ি মা লেহু রে বঙ্ক।
নিঅহি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক ॥ ধ্রু ॥
হাথেরে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ।
অপণে অপা বুঝতু নিঅমণ ॥ ধ্রু ॥

137 গানে চান্দরে ; টীকায় চান্দের।
138 পুথি, চিত্তং হি তদ্বৎসংসহজেলীনে।
139 গানে, ছাড়িঅ ; টীকায় ছাড়িল।

পার উআরেঁ সোই গজিই।
ডুচ্ছণ সাঙ্গে অবসরি জাই ॥ ধ্রু ॥
বাম দাহিণ জো খাল বিখলা
সরহ ভণই বপা উজুবাট ভাইলা ॥ ধ্রু ॥

তমেবার্থং সর্ব্বধর্ম্মাধিগমেন(ণ) সিদ্ধাচার্য্যো হি সরহপাদো জনা[র্থং] প্রতিপাদয়তি—

নাদ ন ইত্যাদি। সদ্গুরুবদনামৃতলহরীপ্রভাবেণ(ন) পরমার্থবিদাং চিত্তরত্নং ন্যদবি[৪৭ক] ন্দাদিবিকল্পপরিহারাং স্বভাবেন পরিমুক্ত[ং]। অনাদ্যবিদ্যাজ্ঞানপটলাঃ পুনরন্তথাভাবং পশ্যন্তি।

তথাচ সরহপাদাঃ—

অহো গটেত্যাদি।

ধ্রুবপদেন মার্গস্থানুশংসামাহ—

উজু ইত্যাদি। অতএবাবধূতীমার্গং[140] বিহায় যোগীন্দ্রস্ত নাস্তোপায়ো বিদ্যতে। তেন গচ্ছন্ বোধিং নিজপুরমতীব সন্নিহিতং। রে সম্বোধনং। ভো বালযোগিন্ ব(চ)ক্রমার্গ[ং]মা ভজ। পুনঃ সংসারী মা ভব।

দ্বিতীয়পদেন আত্মপ্রত্যয়িতামাহ—

হাথের ইত্যাদি। হস্তস্ত কঙ্কাণায়[141] দর্পণং কিং কর্ত্তব্যং ত্বয়া। ভো হে বালযোগিন্ বজ্রগুরুপ্রসাদান্নিজমনসা[142] বোধিচিত্তস্য স্বরূপং জানীহি। তেন তবাস্থস্তরধর্ম্মসাক্ষাৎকারিত্বং ভবিষ্যতীতি।

তৃতীয়পদেন বোধিচিত্তস্থানুশংসামাহ—

পারোআরে[143] ইত্যাদি। পারেতি পরমার্থেন তদেব বোধিচিত্তং যোগিবরৈরনুগম্যতে। তদস্য তস্য গুরুপ্রসাদাৎ[৪৮]মহামুদ্রাসিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি তে। দেআর(?) ভবে পৃথগ্জনৈরনুগম্যতে। তেন তে মোহাদিদুর্জ্জনসঙ্গমেন সংসারসমুদ্রে মজ্জংতীতি।

চতুর্থপদেন পুনর্মা(মা)র্গস্থানুশংসামাহ—

বামদাহিণেতি। সুগমং।

অতএব সরহপাদাঃ। মহাসুখপুরগমনায় অবধূতীমার্গম[144]তীব সুসারমবক্রঞ্চ।

তথাচ চর্য্যান্তরং।—

140 অতএবাবধূতিমার্গং।
141 গানে, কাঙ্কাণায় ; টীকায়, কঙ্কাণায়।
142 পু, গুরুপ্রসাদান্নিজমনসা।
143 গানে, পার উআরে, টীকায়, পারেআরে।
144 মার্গমবতীব।